কুরআনে আঁকা আখিরাতের ছবি

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

www.amarboi.org

কুরআনে আঁকা আখিরাতের ছবি

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৬৬

১ম প্রকাশ
জিলকদ ১৪২৬
পৌষ ১৪১২
ডিসেম্বর ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

QURANE AKA AKHARATER SOBE A. B. M. A. Khalaque Majumder. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 65.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সূচীপত্র

১. কুরআন কি ? ১১
২. দুনিয়া কি ? ২২
৩. আখিরাত কি ? ২৯
৪. মৃত্যু ৩৪
৫. কবরে নিঃসঙ্গ জীবন বা আলামে বারযাখ ৫৫
৬. কবর বা আলামে বারযাখ আখেরাতের প্রথম সোপান ৬০
৭. কেয়ামতের দৃশ্যের প্রাকৃতিক অবস্থা ৭৭
৮. হাশর ৯১
৯. হাশরের ময়দানের আরো কিছু ভয়াবহ অবস্থা ১০৩
১০. হাশরের ময়দানে ভাগ্যবান লোকগণ ১১৩
১১. মহাবিচারের দিন ১১৫
১২. মীযান ১২৫
১৩. আদালত ১২৮
১৪. জান্নাত ১৩৪
১৫. জাহান্নাম ১৫১

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ভূমিকা

[illegible] সনের ২৯ এপ্রিল বিকাল ৫টায় বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত হামদর্দ মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারের বিষয় ছিলো "কুরআনে অঙ্কিত আখিরাতের ছবি"। বিষয়টির উপর প্রবন্ধ উপস্থাপনের দায়িত্ব ছিলো আমার।

এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন সোসাইটির সভাপতি জনাব মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত আলেমে দীন জনাব মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ। প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রফেসর ইসলামী [illegible] চিন্তাশীল লেখক ডাক্তার মতিয়ার রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জনাব এ. টি, এম. ফজলুল হক।

সভার সমাপ্তির পর সভাপতি সাহেব সহ কিছু ভাই "কুরআনে আঁকা আখিরাতের ছবি" প্রবন্ধটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বইরূপে তুলে ধরার পরামর্শ দেন। শিরোনামটিও বেশ চমৎকার মনে হলো। ইচ্ছা পোষণ করলাম তা করার। কিন্তু লেখার জন্য অন্য একটি বড় কাজ হাতে থাকায় এ কাজটিতে হাত দিতে বেশ দেরী হয়ে গেলো। পরামর্শ অনুযায়ী [illegible] শেষ হবার পর আমি ধীরে ধীরে এগুলাম। গোটা কুরআনে বিশেষ করে কুরআনের শেষের দিকে আখিরাতের ছবি কতো চিত্তাকর্ষক ভাষায় আল্লাহ তাআলা এঁকে দিয়েছেন, তা বলে বা লিখে শেষ করা যায় না। তবে মূল প্রবন্ধের সাথে আমি এ বইতে দুনিয়া সম্পর্কেও আল্লাহর আঁকা ছবি জুড়ে দিয়েছি।

কুর[illegible] ও বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে বইটি ছোট আকারে [illegible] করলাম।

এ ব্যাপারে [illegible]বৃন্দের সংযোজন বিয়োজনসহ কোনো পরামর্শ থাকলে [illegible] পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইলো। [illegible] হলে সমাদরে তা গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

www.amarboi.org

কুরআনে আঁকা আখিরাতের ছবির আলোকে মু'মিনের পার্থিব জীবন গড়ে তোলাই এ ধরনের সেমিনার ও বই লেখার মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহপাক এর আলোকে মু'মিনের দুনিয়ার জীবন গঠন করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
তারিখ ১৪/০৬/২০০৩

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন কি ?

কুরআনে কারীম হলো আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে পাঠানো হেদায়াতের সর্বশেষ কিতাব ও দিকনির্দেশনা। যে দিকনির্দেশনা তিনি মানব জাতির সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দিয়ে আসছিলেন। এ কুরআন এমন এক গ্রন্থ যা নিজ মর্যাদায় ও মহিমায় নিজেই ভাস্বর ও এর উদাহরণ। সমস্ত সৃষ্টিকুলকে জ্ঞানদান করেই এই কুরআন ক্ষান্ত হয়নি। বরং যুক্তি, বুদ্ধি ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এর দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনা করে মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। আল কুরআনের আহবান মানুষের চিন্তা ও কাজকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে জাগিয়ে তুলে আল্লাহর হুকুম পালনে পাগলপারা বানিয়ে দেয়। এ কুরআন নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ড অথবা কোনো নির্দিষ্ট জনপদকে আহবান করে না। বরং আহবান করে গোটা বিশ্ব মানব সমাজকে। মানব জাতি যেনো পুরোপুরি-ভাবে আল্লাহর নিয়ম-কানুনের অধীনে এসে যায়। এটাই কুরআনের শাশ্বত ও চিরন্তন আহ্বান।

বিশ্বের এটিই একমাত্র আসমানী কিতাব, যার ক্ষুদ্রতম কোনো অংশও আজ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়নি, আর ভবিষ্যতেও পরিবর্তন হবে না। কুরআনের একটি শব্দও আজ পর্যন্ত কালের আবর্তনে কোনো দিকে হারিয়ে যায়নি। বরং দিবালোকের মতই তা সবসময় দেদীপ্যমান। এ কুরআন শুধু কিছু ইবাদাত বন্দেগীর নির্দেশ দিয়েই শেষ করেনি। বরং এ কুরআন কল্যাণধর্মী ও বাস্তব মুক্তির উজ্জ্বল পথ গোটা বিশ্বকে উপহার দিয়েছে। এ কুরআনের হুকুম মেনে চললেই দুনিয়ায় কল্যাণ সাধন ও আখিরাতে মুক্তির দিশা পাওয়া যায়। তাই এটি বিশেষ কোনো দেশ ও জাতির পথের দিশারী নয়। বরং গোটা বিশ্ব ও সমগ্র মানবজাতিকেই পথনির্দেশনা দেয়। এ কুরআনে বর্ণিত কোনো বিষয়ে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। কুরআনের এ পরিচয় দিয়েই সূরা আল বাকারার শুরুতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

"এ হচ্ছে সেই গ্রন্থ যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ হচ্ছে মুত্তাকীদের পথ চলার দিকনির্দেশনা।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২

www.amarboi.org

কুরআন কি ?

যারা কুরআনের ঐশীগ্রন্থ হিসাবে এর দিকনির্দেশনার ব্যাপারে সমান্যতমও কোনো সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে তাদের উদ্দেশ্যেই সূরা আল বাকারার ২৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○

"আমি আমার এ বান্দা (মুহাম্মাদের) উপর যে কুরআন নাযিল করেছি তোমরা যদি এতে সন্দেহ পোষণ করো, তাহলে এ কুরআনে বর্ণিত সূরার মতো একটি সূরা এনে দেখাও তো দেখি। এজন্য তোমাদের সহযোগীদেরকেও সাথে নাও। এক আল্লাহ ছাড়া আর যার যার সাহায্য চাও তা গ্রহণ করো। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান লোকদের উদ্দেশ্যেই সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا○

"হে নবী ! এদের আপনি বলে দিন। মানুষ ও জ্বীন সকলে মিলেও যদি এ কুরআনের মতো কোনো জিনিস আনবার চেষ্টা করে। তারা আনতে পারবে না। তারা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হলেও।"

কুরআন সম্পর্কে তাদের এ সন্দেহের ব্যাপারেই সূরা আল বাকারার ৯৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ج وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ○

"(হে মুহাম্মাদ) নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি এমনসব উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী সম্বলিত আয়াত নাযিল করেছি। দুষ্কর্মকারী ফাসেক ছাড়া কেউ তা অবিশ্বাস করবে না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৯৯

সূরা আল বাকারারই ১৭৬ আয়াতে আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ○

www.amarboi.org

"এ সবকিছু শুধু এজন্যই হতে পেরেছে যে, আল্লাহ্ তো পূর্ণ সত্য অনুসারে কিতাব ঠিকভাবে নাযিল করেছেন ; কিন্তু এ কিতাবে যারা মত-বৈষম্য আবিষ্কার করেছে তারা নিজেদের ঝগড়া বিবাদ ও বিতর্কের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হতে বহুদূরে সরে গিয়েছে।"-সূরা বাকারা ঃ ১৭৬

সূরা আলে ইমরানের ৩ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ۔

"তিনি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন ; এটা সত্যের বাণী নিয়ে এসেছে এবং পূর্বের অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতিপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন।"

এ সূরার ৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

"তিনিই আল্লাহ যিনি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবে দুই প্রকারের আয়াত রয়েছে। এক ঃ মুহকামাত, যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ, আর দ্বিতীয় ঃ মুতাশাবিহাত। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সবসময়ই 'মুতাশাবিহাত'-এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পাকা-পোক্ত লোক তারা বলে ঃ আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি, এটা সবই আমাদের আল্লাহর তরফ থেকেই এসেছে। আর সত্য কথা এই যে, কোনো জিনিস থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে।"

সূরা আলে ইমরানের ১৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

www.amarboi.org

"এ হচ্ছে মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য এটা পথনির্দেশ ও উপদেশ।"

সূরা আন নিসার ৮২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

"এরা কি কুরআন গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না ? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো তবে এতে অনেক মতভেদ পাওয়া যেতো।"

সূরা আন নিসার ১০৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ

"হে নবী! আমরা এ কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন সেই অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারো।"

সূরা আন নিসার ১৬৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ ـ النساء : ١٦٦

"(লোকেরা যদি না-ই মানে তো না মানুক,) কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যাকিছু তিনি নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতেই নাযিল করেছেন। এবং সে সম্পর্কে ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে, যদিও কেবলমাত্র আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট।"

সূরা আন নিসার ১৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝

"হে মানুষ! তোমাদের আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের নিকট উজ্জল 'প্রমাণ' এসে পৌছেছে এবং আমি তোমাদের জন্য এমন আলো প্রেরণ করেছি যা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট পথপ্রদর্শন করে।

সূরা আল আরাফের ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

"এটা একখানি কিতাব, এটা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। অতএব হে মুহাম্মাদ! তোমার অন্তরে এর জন্য যেনো কোনোরূপ কুণ্ঠা না জাগে। এটা নাযিল করার উদ্দেশ্য, এর দ্বারা তুমি (অমান্যকারীদের) ভয় দেখাবে এবং ঈমানদার লোকদের জন্য এটা হবে স্মরণ ও স্মারক। হে লোকেরা ! তোমাদের আল্লাহর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যাকিছু নাযিল করা হয়েছে, তা মেনে চলো এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করো না। কিন্তু তোমরা উপদেশ খুব কমই মেনে থাকো।"

সূরা ইউনুসের ৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

"হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের আল্লাহর নিকট থেকে নসীহত এসে পৌঁছেছে, এটা অন্তরের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়কারী, আর যে তা কবুল করবে, তার জন্য হেদায়াত ও রহমত।"

সূরা মায়েদার ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○

"তোমাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে রৌশনী এসেছে, এবং একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাবও।"

একই সূরার ৪৮ আয়াতে আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ

www.amarboi.org

أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

"হে মুহাম্মাদ! আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, এটা সত্য বিধান নিয়ে অবতীর্ণ এবং আল-কিতাব হতে তার সামনে যাকিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী, তার হেফাযতকারী ও সংরক্ষক। অতএব তোমরা আল্লাহর নাযিল করা আইন মুতাবিক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারের ফায়সালা করো, আর যে মহান সত্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে তা থেকে বিরত থেকে তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো না। আমরা তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য একটি শরীআত এবং একটি কর্মপথ নির্দিষ্ট করেছি। যদিও তোমাদের আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকেই এক উম্মাত বানিয়ে দিতে পারতেন ; কিন্তু তিনি এটা এজন্য করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যাকিছু দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কাজেই ভাল ও সৎকাজে তোমরা পরস্পরের আগে চলে যেতে চেষ্টা করো। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। অতপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, তার আসল সত্যটি তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দিবেন।"

সূরা আল আনআম ৩৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ج وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِئِ الْمُرْسَلِيْنَ ○

"আল্লাহর বাণীসমূহ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই, পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে খবরাদি তো তোমার নিকট পৌঁছেছে।"

সূরা আল আনআম ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

"আমরা এদের নিয়তি নির্ধারণ করায় কোনো ত্রুটি রাখিনি। শেষ পর্যন্ত এদের সকলকেই তাদের আল্লাহর দিকে একত্রিত করে উপস্থিত করা হবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ৩৮

সূরা আল আনআম ৯২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ط وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

www.amarboi.org

"এটাও একখানি কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতে পূর্ণ ; এর পূর্ববর্তী জিনিসের সত্যতা প্রমাণকারী এবং এটা এ উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে যে, এর সাহায্যে তোমরা জনপদসমূহের এ কেন্দ্র (কা'বা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক ও সাবধান করবে। যারা আখিরাত বিশ্বাস করে তারা এ কিতাবের উপর ঈমান রাখে। আর তারা নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযত করে।"

সূরা আল আনআম ১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ط وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

"তিনি পূর্ণ বিস্তারিতভাবে তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। আর যেসব লোককে আমরা (তোমাদের পূর্বে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে যে, এ কিতাব তোমাদের আল্লাহর নিকট হতেই সত্যতা সহকারে নাযিল হয়েছে। অতএব তুমি কিছুতেই সন্দেহ পোষণ-কারীদের মধ্যে শামিল হইও না।"

সূরা আল আনআম ১১৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

"তোমার আল্লাহর বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তাঁর আইন-বিধান পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এবং তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন।"

সূরা আল আনআম ১৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

"এমনিভাবে এ কিতাব আমরা নাযিল করেছি ; এটা এক বরকত-ওয়ালা কিতাব। অতএব তোমরা এটা অনুসরণ করে চলো এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি-আচরণ গ্রহণ করো। হয়ত বা তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করা হবে।"

সূরা ইউনুস ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

www.amarboi.org

"আর এ কুরআন এমন কোনো জিনিস নয় যা আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ছাড়া রচনা করে নেয়া সম্ভব হতে পারে। বরং এতে পূর্বে যা এসেছে তার সত্যতার স্বীকার ও আল কিতাবের বিস্তারিত রূপ। এটা যে বিশ্ব নিয়ন্তার তরফ থেকে আসা কিতাব, তাতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই।"

সূরা হুদের ১ম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝

"আলিফ-লাম-র। ফরমান এর আয়াতসমূহ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও সবিস্তারে বিবৃত। এক মহাজ্ঞানী ও পূর্ণ অবহিত মহান সত্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ।"

সূরা হুদের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

"এরা কি বলে যে, নবী এ কিতাবখানা নিজেই রচনা করেছে ? বল, "আচ্ছা একথা ! তাহলো এভাবে স্বরচিত দশটি সূরাই তোমরা বানিয়ে নিয়ে এসো, আর আল্লাহ ছাড়া আর যারা যারা (তোমাদের মাবুদ) আছে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ডাকতে পারো তা ডেকে নেও (তাদেরকে মাবুদ মনে করায়) যদি তোমরা সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকো।"

সূরা রাদের ১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

الٓمّٓرٰ ۟ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۭ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

"আলিফ-লাম-র। এটা আল্লাহর কিতাবের আয়াত। আর তোমার প্রতি তোমার আল্লাহর তরফ থেকে যাকিছু নাযিল করা হয়েছে তা একান্তই সত্য ; কিন্তু (তোমার জাতির) অধিকাংশ লোকই মেনে নিচ্ছে না।"

সূরা ইবরাহীমের ১ম আয়াতে আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

www.amarboi.org

"আলিফ-লাম-র। (হে মুহাম্মাদ!) এটা একখানি কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদেরকে জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসো—তাদের আল্লাহর দেয়া সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে, সেই আল্লাহর পথে, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্তায় নিজেই প্রশংসিত।"

সূরা ইবরাহীমের ৫২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

"বস্তুত এটা একটি পয়গাম সব মানুষের জন্য। আর এটা পাঠানো হয়েছে এজন্য যে, এর দ্বারা তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ শুধু একজন, আর বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যাপারে সচেতন হবে।"

সূরা আন নাহলের ৮৯ আয়াতে কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

"আর আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়েরই সুস্পষ্ট বর্ণনাদানকারী এবং হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ সেসব লোকের জন্য যারা মস্তক অবনত করেছে।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ○

"সত্য কথা এই যে, এ কুরআন সেই পথ দেখায়, যা পুরোপুরি সোজা ও ঋজু। যেসব লোক তাকে মেনে নিয়ে ভালো ভালো কাজ করতে থাকবে তাদেরকে এটা সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য বিরাট শুভ কর্মফল রয়েছে।"

সূরা ত্বা-হার ২-৪ আয়াতে কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ○ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ○ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ○

www.amarboi.org

"আমরা এ কুরআনে তোমার প্রতি এজন্য নাযিল করেনি যে, তুমি (এর দরুন) মসীবতে পড়ে যাবে। এটাতো একটি স্মারক—এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভয় করে। এটি নাযিল করা হয়েছে সেই মহান সত্তার তরফ থেকে যিনি পয়দা করেছেন যমীনকে এবং উচ্চ বিশাল আসমানকে।"

সূরা আন নামলের ১-২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

"এটা কুরআন ও সুস্পষ্টভাষী কিতাবের আয়াত। এটা হেদায়াত ও সুসংবাদ সেইসব ঈমানদার লোকদের জন্য।"

সূরা আবাসার ১১-১৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۝ فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ
بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

"কখখোনা নয়। এটাতো এক উপদেশ। যার ইচ্ছা এটা গ্রহণ করবে। এটা এমন সহীফায় লিপিবদ্ধ; যা সম্মানিত। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র। এটা সুসম্মানিত ও নেক্কার লেখকদের হাতে থাকে।"

সূরা বাইয়েনাতের ২-৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

"আল্লাহর নিকট থেকে একজন রাসূল, যে পবিত্র সহীফা পড়ে শুনাবে। যাতে সম্পূর্ণ শাশ্বত ও সঠিক লেখাসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে।"

এভাবে গোটা কুরআনে কুরআন যে আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব থেকেই গোটা মানব সমাজকে ইহকাল ও পরকালের সফলতার সব পুঁজি সংগ্রহ করতে হবে। তাই কুরআনের অকাট্যতা, মহাত্ম ও মর্যাদা প্রায় প্রতিটি সূরাতেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ কুরআনেই আল্লাহ এ দুনিয়ার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল দিকনিদের্শনা দিয়েছেন। যারা এ অকাট্য কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী চলবে তাদের পরকালীন জীবনের রূপ। যারা তা শুনে মেনে চলবে না তাদের আখিরাতের জীবনের দুর্গতি ও দুরাবস্থার ছবি। কুরআনে বর্ণিত এ অকাট্য ব্যবস্থার কোনো বিপরীত ছবি পরকালীন জীবনে দেখতে পাবে না।

www.amarboi.org

অনন্ত আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর কিতাব আল কুরআনে যে ছবি এঁকে দিয়েছেন তাতে বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহ নেই। তাই অনন্ত জীবন আখিরাতের সুখের জন্য কুরআনে আঁকা ছবি অনুযায়ী চলতে হবে। না চললে কি ভয়াবহ শাস্তি হবে তারও ছবি এ কুরআনে এঁকে দেয়া হয়েছে। আর এটাই হলো এ বই লেখার মূল উদ্দেশ্য।

www.amarboi.org

দুনিয়া কি ?

দুনিয়া কি ?

আখিরাতের অনাদি অনন্তকালের ছবি তথা মৃত্যু, কবর বা আলামে বারযাখ, ইল্লীন, সিজ্জীন, কিয়ামাত, হাশর-নশর, জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র আঁকাই এ বইয়ের মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা কেনো এ দুনিয়া সৃষ্টি করলেন, কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করলেন, দুনিয়ার সাথে আখিরাতের কি সম্পর্ক এ বিষয়ে কুরআনেরই ভাষায় কিছু আলোকপাত করা সমীচীন মনে করছি। বইটির কভারেও তাই আমি এ ধাপগুলোর পরস্পর ধারাবাহিকতার একটি দৃশ্য এঁকে দিয়েছি। পাঠক সমাজ বইটি হাতে নিয়ে পড়ে মূল উদ্দেশ্য লাভের খানিকটা যেনো কভার পেজ দেখেই করে নিতে পারেন।

'আখিরাত' যেহেতু দুনিয়ার জীবনের চাষাবাদের ফসল উপভোগ করার অনাদি অনন্তকালের জায়গা। এই দুনিয়াই আখিরাতের জীবনের সুখ শান্তি আযাব ও গযবের বীজ বপনের মূল ক্ষেত্র। তাই আখিরাতের ছবি এঁকে ধরার আগে দুনিয়া সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর পরিকল্পনা কি ? এ দুনিয়ার জীবন কিভাবে পরিচালিত করতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। সেভাবে না চললে পরিণাম পরিণতি কি হবে আল্লাহ তা দুনিয়ায়ই আগাম বলে দিয়েছেন। এসব ব্যাপারের ছবিও আঁকা প্রয়োজন।

যারা আল্লায় বিশ্বাসী। তারা একথায়ও পূর্ণ বিশ্বাসী যে, আল্লাহ এ দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে এসব সৃষ্টি করেছেন। আর এসব তিনি উদ্দেশ্য বিহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। খামখেয়ালীপনার কণা মাত্রও এতে ছিলো না। বরং অত্যন্ত সুচিন্তিত ও নিপুণ পরিকল্পনার মাধ্যমেই তিনি এ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতিকে। শুধু তাঁরই কথা মতো চলার জন্য।

আল্লাহ সূরা আয্ যারিয়াতের ৫৬ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

"আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমারই আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছি।"

www.amarboi.org

সূরা আল বাকারার ২১ আয়াতে মানবজাতিকে লক্ষ করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ۔

"হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই রবের হুকুম মেনে চলো, যিনি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন।"

অর্থাৎ যে আল্লাহ নবী-রাসূলদের মধ্যে কুরআন পাঠিয়ে তোমাদেরকে সৃষ্টির মূল কারণ জানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা সকলেই সেই আল্লাহর ইবাদাত ও গুণগান করবে। তাঁর হুকুম মেনে চলবে। কখনো তাঁর অবাধ্য হবে না। কারণ এ দুনিয়াই তোমাদের শেষ ও একমাত্র দুনিয়া নয়। আরো দুনিয়া আছে। সে দুনিয়ার নামই আখিরাত।

দুনিয়া খেলতামাশার জায়গা নয়

দুনিয়াটা খামখেয়ালী ও উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি নয়, আর খেল-তামাশার জায়গা নয়। এক মহৎ ও বড়ো প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ এ দুনিয়া বানিয়েছেন। কাজেই দুনিয়াকে সেই মহৎ ও খুব বড়ো প্রাপ্তিলাভের কাজে ব্যবহার করতে হবে। দায়িত্বহীন মনে করে জীবনকাল উদাসীন হয়ে কাটালে চলবে না। আল্লাহ পাক সূরা আল মু'মিনূনের ১১৫ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ ○

"তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদেরকে এ দুনিয়ায় অনর্থক সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে কখনো আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে না ?"

সূরা আল কিয়ামাহর ৩৬ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ○

"মানুষেরা কি একথা মনে করে নিয়েছে যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে ?"

তাদের এ দুনিয়ায় যথেচ্ছ চলার জন্য এভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে। আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না ?

www.amarboi.org

সূরা আল কিয়ামাহর ২০-২১ আয়াতে আল্লাহ আখিরাতকে ভুলে গিয়ে এ দুনিয়াকে বেশী ভালোবাসা ভুল আখ্যা দিয়ে বলেছেন ঃ

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝

"কখখনো নয় আসল কথা হলো, তোমরা খুব দ্রুত ও অবিলম্বে অর্জনযোগ্য জিনিসকে ভালবাস। আর আখিরাতকে উপেক্ষা করো।"

অর্থাৎ তোমরা তো নগদ প্রাপ্তি অর্থাৎ দুনিয়ায় তাড়াতাড়ি পাওয়ার অগ্রাধিকার দিয়ে আখিরাতের প্রাপ্তিকে ছেড়ে দিচ্ছো। অথচ আখিরাতের প্রাপ্তিই হচ্ছে তোমাদের জন্য বেশী কল্যাণকর ও স্থায়ী।

সূরা আল আ'লার ১৬-১৭ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

"কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছো। অথচ আখিরাত অধিক কল্যাণময় ও চিরস্থায়ী।"

আল্লাহ এ দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সব মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ দুনিয়া ও এতে যাকিছু আছে সবই মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন। জীবন চলার পথের জন্য প্রয়োজন। জীবনাচারের জন্য প্রয়োজন। দুনিয়ায় এমন কোনো জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করেননি যা মানুষের প্রয়োজন নয়। হয়তো এসবের সৃষ্টির সব রহস্য আমাদের জানা নেই।

সূরা আত তালাকের ১২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

"আল্লাহ তো তিনিই যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী পর্যায় হতেও তারই মতো। এ দুই এর মধ্যে বিধান নাযিল হতে থাকে। যেন তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিমান এবং এই যে, আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।"

সূরা আল হাদীদের ৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط

www.amarboi.org

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ط وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ○

"তিনিই আকাশজগত ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতপর আরশের উপর সমাসীন হলেন। যাকিছু মাটিতে প্রবিষ্ট হয়, যাকিছু তা থেকে নিষ্কৃত হয়, আর যাকিছু আকাশজগত থেকে অবতীর্ণ হয়, ও যাকিছু তাতে উত্থিত হয়, তা সবই তাঁর জানা আছে। তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন, যেখানেই তোমরা থাকো, যে কাজই তোমরা করো তা তিনি দেখছেন।"

সূরা আত তাগাবুনের ৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ج وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ○

"তিনি পৃথিবী ও আকাশজগতকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের আকার-আকৃতি বানিয়েছেন এবং অতীব উত্তম বানিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।"

সূরা আল আহকাফের ৩৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ط بَلٰى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○

"আর এ লোকদের কি বোধদয় হয় না যে, যে আল্লাহ এ পৃথিবী ও আকাশজগত সৃষ্টি করলেন এবং এসব সৃষ্টিকাজে যিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েননি। তিনিতো অবশ্যই মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে উঠাতে খুবই সক্ষম। কেন নয় ? নিসন্দেহে তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান।"

সূরা আল আ'রাফের ৫৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا ط وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

www.amarboi.org

وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ○

"বস্তুত তোমাদের আল্লাহ সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতপর স্বীয় সিংহাসনের ওপর আসীন হন। যিনি রাতকে দিনের ওপর বিস্তার করে দেন। তারপরে দিন রাতের পেছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর আইন-বিধানের অধীন বন্দী। সাবধান, সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই। অপরিসীম বরকতশালী আল্লাহ সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন-পালনকারী।"

সূরা ইউনুসের ৩ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ـ

"বস্তুত সেই আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি আসমান ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, পরে সিংহাসনে আসীন হয়েছেন এবং বিশ্বলোকের পরিচালনা করছেন।"

সূরা ইউনুসের ৬ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ○

"নিশ্চিতই রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আসমান ও যমীনে আল্লাহ তাআলা যত জিনিসই সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি জিনিসে নিদর্শনসমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা (ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল আচরণ থেকে) আত্মরক্ষা করতে চায়।"

এসব আয়াতসহ আরো অসংখ্য আয়াত আল্লাহ পাক কুরআনে বর্ণনা করে এ দুনিয়া সৃষ্টি করার ও তা পরিকল্পনার মাধ্যমে সৃষ্টি করার ঘোষণা দিয়েছেন। সাথে সাথে আল্লাহ আরো একটা দুনিয়ার মালিক ও তা সৃষ্টি করারও ঘোষণা দিয়েছেন। ওখানে গিয়ে কারো কোনো ওজুহাত পেশ করার অবকাশ থাকবে না।

www.amarboi.org

তিনি সূরা আল ফাতিহায় ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -

"তিনি বিচার দিনেরও মালিক"

অর্থাৎ এ দুনিয়া সৃষ্টি করে এর জন্য একটা ব্যবস্থাপনার নিয়মাবলী আইন-কানুন জানিয়ে দিয়েছেন। এ আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রচার ও তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কেউ সফল হয়েছেন আবার কেউ আংশিক সফল হয়েছেন, কেউ মোটেও সফল হননি। কেউ আবার ষোলআনা সফল হয়েছেন। তাই দুনিয়া সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা জানা দরকার।

দুনিয়া সম্পর্কে কুরআনে কিন্তু সবসময়ই তিনি বলেছেন, এ দুনিয়াই শেষ ও সব নয় বরং তোমাদের অনাদিকালের পরকালীন জীবনের সুখ-শান্তি, আযাব-গযব পাবার এটা একটা কর্মক্ষেত্র মাত্র। এখানে যে কাজ করবে ওখানে সে ফল পাবে।

সূরা মুয্যাম্মিলের শেষ আয়াতে আল্লাহ একথাটাই বলেছেন ঃ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"তোমরা নিজের জন্য যে পরিমাণ কল্যাণ অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে প্রস্তুত পাবে। সেটিই অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বড়। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

তাই আমরা দেখছি আল্লাহ পাক কুরআনে এ দুনিয়া সম্পর্কে কি বলেছেন।

সূরা আল বাকারার ১৩০ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

"এবং ইবরাহীমের জীবন বিধানকে ঘৃণা করবে কে ? মূলত যে লোক মূর্খতা ও নিবুর্দ্ধিতায় নিমজ্জিত হয়েছে সে ছাড়া আর কে এমন ধৃষ্টতা

www.amarboi.org

দেখাতে পারে। ইবরাহীম আর কেউ নয় তাকেই আমি পৃথিবীতে আমার পরিকল্পিত কাজ সম্পাদন করার জন্য বাছাই করে নিয়েছিলাম। আখিরাতে সে সৎলোকদের মধ্যে গণ্য হবে।"

দুনিয়া হচ্ছে জীবনের একটি অংশের পরীক্ষাগার বা কর্মক্ষেত্র। মৃত্যুর পরেই প্রকৃতপক্ষে শুরু হবে আসল জীবন। মৃত্যুর পর প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর সামনে হাযির হবে। দুনিয়ার জীবনের সব কাজকর্মের হিসাব দেবে। তারপর হয় সে অফুরন্ত ভোগ বিলাসে ভরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর না হয় প্রবেশ করবে ভয়াবহ শাস্তিতে ভরা জাহান্নামে।

www.amarboi.org

আখিরাত কি ?

আখিরাত সম্পর্কে ইসলাম অকাট্য ও পরিষ্কার ধারণা পেশ করেছে। এ ধারণা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীই দিয়ে এসেছেন। প্রত্যেকটি আসমানী কিতাবে এ ধারণা পেশ করা হয়েছে। সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কুরআনের অধিকাংশ সূরায় বিশেষ করে মক্কী সূরায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে ও ভাষায় এ ধারণা পেশ করা হয়েছে।

আখিরাতের ওপর ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোরই অন্যতম।

আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ, আল্লাহর আসমানী কিতাবসমূহ, আল্লাহর রাসূলগণ, বিচারের দিন, তাকদীর ও আখিরাত—এ সাতটি বিষয়ের ওপর ঈমান পোষণ করা মু'মিন হবার পূর্বশর্ত। কাজেই ওই সাতটিসহ আখিরাত বা পরকালের ওপর ঈমান আনা ছাড়া কেউ নিজেকে মু'মিন বলে দাবী করতে পারবে না।

এ কথাগুলোই মু'মিনরা কালেমায়ে ঈমানে মুফাস্সালের মধ্যে ঘোষণা করে থাকে ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

"আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাতের দিন, তাকদীরের ভালো-মন্দ ও মৃত্যুর পরের জীবনের উপর ঈমান পোষণ করি।"

এ সাতটি বিশ্বাসই প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। (১) তাওহীদ (২) রিসালাত ও (৩) আখিরাত।

(১) আল্লাহর ওপর ঈমান ও (২) তাকদীরের ওপর ঈমান প্রথম ভাগ অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাসের অন্তর্গত। (৩) আল্লাহর ফেরেশতাদের উপর ঈমান, (৪) আল্লাহর কিতাবসমূহের ওপর ঈমান ও (৫) আল্লাহর রাসূলদের ওপর ঈমান পোষণ করা দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ রিসালাতের ওপর

www.amarboi.org

ঈমান পোষণের অন্তর্গত। আর (৬) আখিরাত ও (৭) মৃত্যুর পরের জীবনের ওপর ঈমান পোষণ করা তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ আখিরাতের ওপর ঈমান পোষণ করার মধ্যে শামিল।

আমি আমার আলোচনাকে মূল শিরোনাম 'আখিরাতের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। ঈমানিয়াতের আর ৬টি বিষয়ের ওপরও আলোচনা করবো না। কারণ, আমার এ বইটি মূলত মু'মিনদের উদ্দেশ্যে লিখিত। যারা আখিরাত সহ ঈমানিয়াতের বিষয়গুলোর ওপর সন্দিগ্ধ, যারা আখিরাত সম্পর্কে নানা মতবাদ ও পথ অনুসরণ করে, তাদের পরকালীন জীবনের ভাগ্যকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়া হলো। সেইদিন আল্লাহর সাথেই তাদের বুঝাপড়া হবে। একথাটাই আল্লাহ পাক সূরা আল কামারের ৬-৭ আয়াতে তার রাসূলকে লক্ষ করে বলেছেন ঃ

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَىْءٍ نُّكُرٍ ۙ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ
يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۙ

"অতএব হে নবী! এদের থেকে লক্ষ ফিরিয়ে নাও যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন লোকেরা শংকাগ্রস্ত, কুণ্ঠিত চোখে নিজেদের কবরসমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল।"

কিন্তু যারা ঈমানিয়াতের সব বিষয়ের ওপরই মনেপ্রাণে ঈমান পোষণ করেন, আখিরাত বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অকাট্যভাবে ঈমান পোষণ করেন। তারা যেনো আখিরাতের সব ব্যবস্থার উপর ঈমান পোষণ করেও আখিরাতের ফল পাবার জন্য দুনিয়ার চাষাবাদের ক্ষেত্রকে হেলায় খেলায় ও অবহেলায় না হারায় এজন্যই 'কুরআনে আঁকা আখিরাতের ছবি' কুরআনেরই বর্ণনায় মু'মিনদের চোখের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম।

আল্লাহ সূরা বনী ইসরাঈলের ৫০-৫১ আয়াতে পুনর্বার সৃষ্টির ব্যাপারে বলেছেন ঃ

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۙ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ۚ
فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۭ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ
اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۭ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝

www.amarboi.org

"তাদেরকে বলো, তোমরা পাথর কিংবা লোহাও যদি হয়ে যাও, কিংবা তা থেকেও কঠিন কোনো পদার্থ যা তোমাদের মতে জীবন গ্রহণ থেকে বহু দূরে অবস্থিত (তবুও তোমাদেরকে উঠানো হবে)। তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, কে আছে এমন, যে আমাদেরকে পুনরায় জীবনে ফিরিয়ে আনবে ? জবাবে বলো, তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে পয়দা করেছেন। তারা মাথা নেড়ে নেড়ে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা বুঝলাম, কিন্তু এটা ঘটবে কবে ? তুমি বলো, সে সময়টি অতি নিকটবর্তীও হতে পারে।"

আল্লাহ সূরা আল আনকাবুতের ১৯-২০ আয়াতে বলেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝
قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ
النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

"এ লোকেরা কি কখনও লক্ষ করে দেখেনি যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির কাজ শুরু করেন, পরে তারই পুনরাবর্তন করেন ? নিসন্দেহে আল্লাহর পক্ষেতো অতীব সহজ কাজ। তাদেরকে বলো, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো, আর লক্ষ করে দেখ যে, তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন। পরে আল্লাহ দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুই করায় ক্ষমতা রাখেন।"

আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ "দুনিয়াই পরকালীন জীবনের ফসল পাবার ক্ষেত্র।"

কুরআনে সূরা আল মুয্যাম্মিলের ২০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۝

"তুমি এ দুনিয়ায় যে নেক কাজই সংগ্রহ করে রাখো তা পরকালে আল্লাহর কাছে গিয়ে পাবে।"

এ দুনিয়াই একমাত্র দুনিয়া নয়। এ দুনিয়ার পরেও আর একটি দুনিয়া আছে। সেই দুনিয়াটার নামই আখিরাত বা পরকাল বা বিচারের দিন। মানুষের দুনিয়ার জীবন যেমন সীমাবদ্ধ। জীবন রেখার সীমা শেষ হলেই

www.amarboi.org

তাকে মৃত্যুর হীমশীতল স্পর্শ ভোগ করতে হয়। তেমনি এ নশ্বর দুনিয়ারও একটা শেষপ্রান্ত আছে। এ প্রান্তে পৌঁছলেই এ দুনিয়া শেষ হবে। ঘটবে কিয়ামত। শুরু হবে পরকালীন জীবনের হিসাব নিকাশ চুকাবার পালা। পরকালীন জীবনের শুরুই হয় মানুষের মৃত্যু দিয়ে। তাই মৃত্যু দিয়েই 'কুরআনে আঁকা আখিরাতের ছবি' আঁকা শুরু করা যাক।

মৃত্যু দিয়েই একজন মানুষ তার আখিরাত বা পরকালীন জীবন শুরু করে। মৃত্যুর পরপরই মানুষ তার সেই অনাদি অনন্ত ও অসীম জীবন আখিরাতের সিঁড়িতে পদার্পণ করে। এ অনাদি অনন্ত কালই আখিরাত। আল্লাহর পরিকল্পনা ও ইচ্ছা অনুযায়ী যে দিন দুনিয়ার সমাপ্তি ঘটবে সে দিনটিই কিয়ামত। সেদিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সে সময় পর্যন্ত যারা জীবিত থাকবে কিয়ামত সংঘটিত হবার মাধ্যমে তাদের আখিরাত ওই দিন থেকেই শুরু।

পরকালের ছবি আঁকতে হলে কুরআন যে ভাবে পরকালের ছবি এঁকেছে তাই এঁকে দেখাতে হবে। এ দুনিয়ার জীবন একেবারেই অস্থায়ী। ক্ষণিকাশ্রয়ের মতো। কোনো দূরবর্তী জায়গায় যাবার জন্য স্টেশনে এসে গাড়ী বা বাহন ধরার জন্য মানুষ যে সামান্য সময়টুকু অপেক্ষা করে, অপেক্ষমান অতটুকু সময়ের মতোই তার এ দুনিয়ার জীবন। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। এ দুনিয়া তার আসল জীবন নয়। আসল জীবনই হলো পরকাল বা আখিরাত। এ দুনিয়া মূল গন্তব্যে পৌঁছার ওয়েটিং রুম বা প্রতিক্ষাশালা।

মৃত্যুর সেতু বয়েই মানুষকে পরকালের দিকে যাত্রা শুরু করতে হয়। কাজেই আখিরাতের ছবি আঁকার জন্য প্রথম ছবি আঁকতে হবে দুনিয়ার। দুনিয়ার পর আখিরাতের প্রথম সিঁড়ি মৃত্যুর। মৃত্যুর পর কবরের নিঃসঙ্গ জীবনের শুরু। কবরের এ নিঃসঙ্গ জীবনই আলমে বারযাখ।

প্রথম সিঙা ও দ্বিতীয় সিঙায় কিয়ামত সংঘটিত হবার পর আল্লাহরই হুকুমে নির্দিষ্ট সময়ে তৃতীয়বার সিঙার ফুঁকে আবার সকল মানুষকে উঠিয়ে একত্রিত করা হবে। এ একত্রিত করাকেই বলা হয় হাশর।

এরপর আল্লাহ তাআলা কায়েম করবেন 'আদালাত'। এদিন মানুষের দুনিয়ার জীবনের সব কার্যক্রম তথা আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে। এরপর স্থাপিত হবে মীযান।। এটাও আখিরাতের জীবন শুরুর একটা স্তর।

www.amarboi.org

মীযানের পরের স্তর হলো—জাযা ও সাজার। আদালতের ঘোষণা অনুযায়ী কেউ প্রবেশ করবে জান্নাতে, আর কেউ প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

এখন দেখা যাচ্ছে, কুরআনে আঁক্য আখিরাতের ছবি আঁকতে হলে সংঘটিতব্য ঘটনাগুলো প্রথম দুভাগে আঁকতে হবে। প্রথম দুনিয়া, দ্বিতীয় আখিরাত। তারপর আখিরাতের প্রথম সোপান মৃত্যু। তাই দুনিয়ার পরই আখিরাতের ছবি মৃত্যু।

(১) মৃত্যুর ছবি।
(২) কবরের নিঃসঙ্গ জীবন বা আলামে বারযাখের ছবি।
(৩) কিয়ামত
(৪) হাশরের ছবি
(৫) আদালতের ছবি
(৬) মীযানের ছবি
(৭) জাযা তথা জান্নাতের ছবি
(৮) সাজা তথা জাহান্নামের ছবি

❐

www.amarboi.org

মৃত্যু

'মৃত্যু' সর্বশক্তিমান আল্লাহর এক অমোঘ বিধান। মৃত্যুর স্পর্শ থেকে বেঁচে যাবার উপায় কারোর নেই। জন্ম যেমন সত্য ও বাস্তব, জন্মের পর মৃত্যুও তেমনি সত্য ও বাস্তব। এ দুটি ব্যাপারে দুনিয়ার কারো কোনো সন্দেহ সংশয় নেই। কারণ অগণিত মানুষের জন্ম ও মৃত্যু চোখের সামনে ঘটছে। কাজেই এগুলোকে মিথ্যা বলে উপহাস করার কোনো উপায় নেই। যতো সংশয় সন্দেহ চোখে দেখার বাইরের ব্যাপার নিয়ে। আল্লাহর কিতাবে পরকালীন জীবনের বর্ণনা, আল্লাহর রাসূলদের বর্ণনায় মু'মিনরা ছাড়া কাফির মুশরিকদের প্রত্যয় আসে না। তাই সাবধানতা অবলম্বনের জন্য আল্লাহ মৃত্যু সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ আয়াতে বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

"প্রতিটি জীবনকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণ বিনিময় প্রদান করা হবে। তাই যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেলো আর জান্নাতে প্রবেশ করলো, সে সফলতা লাভ করলো। দুনিয়ার জীবন তো প্রতারণার পুঁজি ছাড়া আর কিছু নয়।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫

কুরআন পাকে এ সূরারই ১৪৫ আয়াতে মৃত্যুর সুনির্দিষ্টতা ও অমোঘতার ছবি এঁকে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً ط وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

"আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া কোনো প্রাণীই মৃত্যুবরণ করতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্ট করে লিখে দেয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফলের আশায় কাজ করবে তাকে আমি তাই দান করবো। আর

www.amarboi.org

যে ব্যক্তি আখিরাতের কল্যাণ চাইবে তাকে আমি তা-ই দান করবো। কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীদেরকে তাদের কাজের ফল আমি দান করবো।"

সূরা আল জুমআর ৮ আয়াতে মৃত্যুর ছবি এভাবে আঁকা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"এদেরকে বলো, যে মৃত্যু হতে তোমরা পালাচ্ছো তাতো তোমাদের নিকট আসবেই। অতপর তোমরা সেই মহান সত্তার নিকট উপস্থাপিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। আর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন তা সবই, যা তোমরা করছিলে।"

অর্থাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। তাই এ জীবনেই পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি নাও।

সূরা আন নিসার ৭৮ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط

"তুমি যেখানেই আশ্রয় নাও না কেনো, তা যদি মযবুত দুর্ভেদ্য দুর্গ হয় সেখানেও তোমাকে মৃত্যুর ছোবল গিয়ে স্পর্শ করবে।"

সূরা আস সাজদার ১১ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ○

"তাদেরকে বলো, মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরাপুরি নিজের মুঠির মধ্যে ধারণ করে নিবে। পরে তোমাদেরকে তোমাদের আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।"

মৃত্যুর সুনির্দিষ্টতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সূরা ইউনুসের ৪৯ আয়াতে আরো বলেছেন ঃ

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

"মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময় যখন এসে যায়। এক মুহূর্ত আগে অথবা এক মুহূর্তও পরে তা সংঘটিত হবে না। অর্থাৎ ঠিক ঠিক ক্ষণেই তা ঘটে যাবে।"

www.amarboi.org

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

"আমিই তোমাদের মৃত্যুকে বন্টন ও নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর আমি এতে কিছুমাত্র অক্ষম নই।"–সূরা আল ওয়াকেয়া ঃ ৬০

মৃত্যুর দিকেই মানুষ ছুটে চলছে। অথচ এদিকে তার লক্ষ নেই। তাই আল্লাহ তাআলা সূরা ইনশিকাকের ৬ আয়াতে বলেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ○

"হে মানুষ তুমি তীব্র আকর্ষণে নিজের আল্লাহর দিকে চলে যাচ্ছ এবং তাঁর সাথেই সাক্ষাত করবে।"

সূরা আন নিসার ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ج حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ط اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

"কিন্তু তাদের জন্য তাওবার কোনো অবকাশ নেই যারা অব্যাহতভাবে পাপকার্য করতেই থাকে। এ অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে বলে যে, এখন আমি তাওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাদের জন্যও কোনো তাওবা নেই, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়। এসব লোকের জন্য আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।"

সূরা আল আনআমের ৬১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

"যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তাঁর প্রেরিত ফেরেশতা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের কর্তব্য পালনে একবিন্দু ত্রুটি করে না।"

সূরা আল আনআমের ৯৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ج اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

www.amarboi.org

"তুমি যদি যালেমদেরকে সেই অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যুর যাতনায় হাবুডুবু খেতে থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলতে থাকবে, দাও, বের করো তোমাদের জান-প্রাণ। আজ তোমাদেরকে সেইসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে, আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে যা তোমরা অকারণে প্রলাপ করছিলে এবং তাঁর আয়াতের মুকাবিলায় অহংকার-বিদ্রোহ দেখাচ্ছিলে।"

সূরা আল আনফালের ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

"তোমরা যদি সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কব্য করছিলো। তারা তাদের মুখাবয়ব ও পশ্চাত দেহের ওপর আঘাত করছিল এবং বলছিল ঃ নেও এখন আগুনে জ্বলার শাস্তি ভোগ করো।"

সূরা আন নাহলের ৩২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"সেই মুত্তাকীদেরকে, যাদের রূহসমূহ পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশতাগণ কব্য করে, তখন বলে ঃ "শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, তোমরা যাও জান্নাতে, তোমাদের আমলের বিনিময়ে।"

সূরা আন নাহলের ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

"আরো লক্ষ করো আল্লাহ তোমাদের পয়দা করেছেন, পরে তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুদান করেন, আর তোমাদের কেউ নিকৃষ্টতম বয়স পর্যন্ত উপনীত হয়, যেন সবকিছু জানার পরও কিছুই জানে না। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ জ্ঞান ও জানার ব্যাপারেও পূর্ণ পরিণত, ক্ষমতা ও শক্তিতেও তাই।"

www.amarboi.org

সূরা কাফের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ○

"অতপর লক্ষ করো, এ মৃত্যু যাতনা পরম সত্য নিয়ে সমুপস্থিত। এটা তাই যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে।"

সূরা আল মুনাফিকূনের ১১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

"অথচ যখন কারো কর্মসময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত এসে পড়ে, তখন আল্লাহ তাকে কখনোই অধিক অবকাশ দেন না। আর তোমরা যাকিছু করো আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রয়েছেন।"

সূরা আবাসার ২১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ۔

"এরপর তাকে মৃত্যু দিলেন ও কবরে পৌছাবার ব্যবস্থা করলেন।"

আখিরাতের জীবন কুরআনের ভাষায়

আমি সূচনাতেই বলে এসেছিলাম, মানুষ জন্ম আর মৃত্যুকে অস্বীকার করে না। অস্বীকার করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আখিরাতকে, আবার কবর হতে উঠাকে, আখিরাতের জীবনের আল্লাহর করে রাখা সকল ব্যবস্থাকে। এরাই মূলত নাস্তিক, আল্লায় অবিশ্বাসী। আল্লাহসহ আল্লাহর সকল বিধি ব্যবস্থাকে তারা অবিশ্বাস করে। করে অস্বীকার। অসম্ভব বলে মনে করে। এদের এসব অসম্ভবের চিন্তা ও ধারণাকে অমূলক, বুদ্ধি চিন্তাবিবর্জিত কাণ্ডজ্ঞানহীন ঘোষণা দিয়ে এসবের সম্ভাব্যতার অতি প্রকৃত উদাহরণ দিয়ে কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ইয়াসিনের ৭৮ আয়াত থেকে ৮৩ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ অবিশ্বাসী নাস্তিকদের পুনর্জন্ম অস্বীকারের অসারতা প্রকাশ করে বলেছেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ○ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ○ نِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ○

www.amarboi.org

"এখন সে আমার ওপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। বলে কে এসব অস্থিমজ্জাগুলোকে জীবন্ত করবে যখন এগুলো জরাজীর্ণ হয়ে গেছে? তাকে বলো! এসবকে তিনিই জীবিত করবেন যিনি এগুলোকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজের কুশল জান্তা। তিনি, যিনি তোমাদের জন্য শ্যামল-সবুজ গাছ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তা দিয়ে তোমাদের চুলা জ্বালাও।"

এরপরই আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ○فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ○

"যিনি আকাশগুলো ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের মতো আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ কুশলী সৃষ্টিকর্তা। তিনি যখন কোনো জিনিসের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ শুধু নির্দেশ দেয়া যে, হয়ে যাও আর অমনি তা হয়ে যায়। পবিত্র তিনি, যাঁর হাতে সব জিনিসের কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"

সূরা আদ দাহর-এর ১-২ আয়াতে নাস্তিক মুশরিকদের ধ্যান-ধারণাকে খণ্ডন করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا○

"মানুষের ওপর কি সীমাহীন কালের একটা সময় এমনও অতিবাহিত হয়েছে, যখন তারা উল্লেখ করার মতো কোনো জিনিসই ছিলো না। আমি মানুষকে এক সংমিশ্রিত শুক্র হতে সৃষ্টি করেছি যাতে আমি তাদের পরীক্ষা নিতে পারি। আরো এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তাদেরকে শুনার ও দেখার শক্তি সম্পন্ন করে বানিয়েছি। অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকবান করে বানিয়েছি।"

জন্মের আগের এসব সত্য কথার প্রতি লক্ষ করে কি কেউ মৃত্যুর পরের জীবন ও আখিরাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি অবজ্ঞা অবহেলা অস্বীকারকারী

www.amarboi.org

হতে পারে ? সূরা ইউনুসের ৪ আয়াতে এ অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

"তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। এটা আল্লাহর পাকাপোক্ত কথা। সৃষ্টির সূচনা অবশ্যই তিনি করেন। দ্বিতীয়বার সৃষ্টিও তিনি করবেন। যেন যারা ঈমান আনলো ও যারা নেক আমল করলো তাদেরকে তিনি ইনসাফের সাথে প্রতিদান দিতে পারেন। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করলো, তারা উত্তপ্ত পানি পান করবে আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। সত্যকে অস্বীকার করে তারা যা কিছু করেছে তার জন্যই তাঁদের শাস্তি।"

মৃত্যুর পর মানুষের শরীরের অস্থি, চর্ম, গোশত ও অণু-পরমাণু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাবার পর মানুষের পুনর্জীবিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে অবিশ্বাসীরা যে উক্তি করে তার জবাবে আল্লাহ সূরা আল কাফ এর ৪ আয়াতে বলেন ঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ج وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ○

"মাটি মৃতের যা কিছুই খেয়ে ফেলে তা সব আমার জানা। আর আমার নিকট একখানা কিতাব রয়েছে যাতে সবকিছু সংরক্ষিত।"

পুনর্জীবন অস্বীকারকারীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সূরা আল হাজ্জের ৫ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ط

www.amarboi.org

"হে মানবজাতি! মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ করো, তাহলে মনে করে দেখো দেখি—আমি তোমাদেরকে প্রথম মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর এক বিন্দু বীর্য থেকে। তারপর রক্তপিণ্ড থেকে। তারপর গোশত পিণ্ড থেকে। যার কিছু সংখ্যক হয় পূর্ণাঙ্গ, কিছু থেকে যায় অপূর্ণাঙ্গ। এতে তোমাদের সামনে আমার কুদরত প্রকাশ করি। মাতৃগর্ভে আমি যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রসবকাল পর্যন্ত রেখে দেই। তারপর তোমাদেরকে শৈশব অবস্থায় মায়ের গর্ভ থেকে বাইরের জগতে নিয়ে আসি। যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করতে পারো। তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যারা যৌবন প্রাপ্তির আগেই মৃত্যুবরণ করে। এমনও কিছু আছে যারা দীর্ঘ জীবন লাভ করে বুড়োকাল পায়। যেনো সবকিছু জেনে নেয়ার পর কিছুই না জানে।"

এ আয়াতে আল্লাহ বুঝাচ্ছেন যে, এতগুলো কাজ যদি আল্লাহ তোমাদের প্রথম সৃষ্টিতে যোগান দিতে পারেন। তাহলে দেখা জিনিসটা কিছু দিন পর আবার তিনি সৃষ্টি করতে পারবেন না কেনো? তাদের এ ভুল ভাঙাবার জন্য পূর্ব জন্ম রহস্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সূরা আল ওয়াকেয়ার ৫৮-৬২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

"তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো? তোমরা এই যে শুক্র নিক্ষেপ করো, তা থেকে তোমরা সন্তান সৃষ্টি করো, না তার সৃষ্টিকর্তা আমরা? আমরাই তোমাদের মাঝে মৃত্যুকে বণ্টন ও নির্ধারণ করেছি; আর আমরা কিছুমাত্র অক্ষম নই। এ কাজ থেকে যে, তোমাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিবো এবং এমন একটা আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করবো, যা তোমরা জানো না। নিজেদের প্রথম সৃষ্টি লাভকে তো তোমরা জানো, তাহলে তোমরা কেন শিক্ষা লাভ করবে না?"

সূরা আশ শূরা ২০ আয়াতে আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝

www.amarboi.org

"যে কেউ আখিরাতের ফসল চায়, তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া থেকেই দান করি ; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না।"

সূরা আল বাকারার ৮১ আয়াতে বলেন ঃ

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

"বস্তুত যে ব্যক্তিই পাপ করবে এবং নিজের পাপজালে নিজেরাই বিজড়িত হবে, তারাই জাহান্নামী হবে এবং তারা জাহান্নামেই চিরদিন থাকবে।"

সূরা আল বাকারার ১২৩ আয়াতে বলেন ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

"তোমরা ভয় করো সেই দিনটিকে যখন কেউ কারো একবিন্দু উপকারে আসবে না, কারো নিকট থেকে কোনো 'বিনিময়' গ্রহণ করা হবে না, কোনো সুপারিশই কাউকে একবিন্দু উপকার দান করবে না, আর পাপীগণ কোনো দিক দিয়েও কিছুমাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।"

সূরা আল বাকারার ২৮১ আয়াতে বলেন ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ قف ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

"আর সেদিনের লাঞ্ছনা ও বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করো যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে। তথায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত পাপ কিংবা গুনাহর পুরোপুরি ফলদান করা হবে এবং কখনো কারো উপর যুলুম করা হবে না।"

সূরা আলে ইমরানের ২৮ আয়াতে বলেন ঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

www.amarboi.org

فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

"মু'মিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোশক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোনোই সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য তাদের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য বাহ্যত এরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করলে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন, তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।"

সূরা আলে ইমরানের ৫৬ আয়াতে বলেন ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

"যারা অমান্য ও অস্বীকার করার ভূমিকা অবলম্বন করেছে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বত্রই কঠিন শাস্তি দান করবো এবং তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।"

সূরা আলে ইমরানের ৭৭ আয়াত ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"আর যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ—প্রতিজ্ঞাসমূহ সামান্য বা নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ফেলে আখিরাতে তাদের জন্য কোনো অংশই নির্দিষ্ট নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন ; বরং তাদের জন্য তো কঠিন ও উৎপীড়ক শাস্তি রয়েছে।"

সূরা আলে ইমরানের ৮৫ আয়াতে বলেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

www.amarboi.org

"এ আনুগত্য ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে চায় তার সেই পন্থা একেবারেই কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হবে।"

সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلاً ط وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ج وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ط وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

"কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্টভাবে লিখিত রয়েছে। যে ব্যক্তি ইহকালীন ফলের আশায় কাজ করবে তাকে আমরা এ দুনিয়া থেকেই দান করবো, আর যে আখিরাতের সুফল পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবে, সে আখিরাতেই সওয়াব পাবে। এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারীদেরকে তাদের কাজের ফল আমি নিশ্চয় দান করবো।"

সূরা আলে ইমরানের ১৭৬ আয়াতে বলেন ঃ

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ج اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ط يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

"হে নবী! আজ যারা কুফরীর পথে যারপরনেই চেষ্টা-সাধনা করছে তাদের কর্মতৎপরতা যেন তোমাদেরকে চিন্তান্বিত না করে। তারা আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতিও করতে পারবে না। আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, আখিরাতে কোনো অংশই তাদের জন্য রাখবেন না। সবশেষে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।"

সূরা আন নিসার ৫৯ আয়াতে বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ○

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং সেইসব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন।

www.amarboi.org

অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈসম্যের সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম।"

সূরা আন নিসার ৭৭ আয়াতে বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ج فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ج وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ج لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ط قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ج وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ق وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

"তুমি তাদেরকেও দেখেছো কি ? তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ, নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও। এখন তাদেরকে লড়াই করার আদেশ করা হলে তখন তাদের এক দল লোকের অবস্থা এই যে, তারা অন্য লোকদেরকে এমন ভয় করে যেমন আল্লাহকে ভয় করা উচিত। অথবা তার চেয়েও বেশী। তারা বলে ঃ হে আল্লাহ! এ লড়াই করার আদেশ কেন আমাদের প্রতি লিখে দিলে ? আমাদেরকে আরো কিছু কাল অবসর দেয়া হলো না কেন ? তাদেরকে বলো, দুনিয়ার জীবন-সম্পদ অত্যন্ত কম। আর আখিরাত একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। মনে রেখো তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না।"

সূরা আন নিসার ১৩৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

"যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার সওয়াবের সন্ধানী সে যেনো জেনে রাখে যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়ার সওয়াবও রয়েছে আর আখেরাতের সওয়াবও। আল্লাহ বস্তুতই সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।"

সূরা আল মায়েদার ৫ আয়াতে বলেন ঃ

www.amarboi.org

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

"আজ তোমাদের জন্য সকল পাক জিনিসই হালাল করে দেয়া হয়েছে। আহলি কিতাবের খানা খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খানা তাদের জন্যও হালাল। এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল—তারা ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে হোক কিংবা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের 'মোহরানা' আদায় করে বিবাহ-বন্ধনে তাদের রক্ষক হবে, স্বাধীন লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে বন্ধুত্ব করে. নয়। যে কেউ ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আখিরাতে সে দেউলিয়া হবে।"

সূরা আল মায়েদার ৩৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক থেকে কেটে ফেলা; কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা। এ লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এ দুনিয়ায় ঃ আর আখিরাতে তাদের জন্য এটা অপেক্ষাও কঠিনতম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।"

সূরা আল মায়েদার ৪১ আয়াতে বলেন ঃ

www.amarboi.org

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ج وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ج سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لا لَمْ يَاْتُوْكَ ط يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ج يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ط وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ط لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ج وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

"হে রাসূল! কুফরীর পথে যারা দ্রুত পদচারণার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে তারা যেন তোমার মর্মপীড়ার কারণ না হয়, যদিও তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি. কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি অথবা তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, তারা মিথ্যা ভাষণ শোনার জন্য কান পেতে বসে থাকে এবং যারা কখনো তোমার কাছে আসেনি তাদের জন্য আড়ি পেতে থাকে, আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলীর সঠিক স্থান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও যারা সেগুলোকে তাদের আসল অর্থ থেকে বিকৃত করে এবং লোকদের বলে, যদি তোমাদের এ হুকুম দেয়া হয় তাহলে মেনে নাও অন্যথায় মেনো না। যাকে আল্লাহ নিজেই ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্য তোমরা কিছুই করতে পারো না। এসব লোকের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি। এদের জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তি।"

সূরা আল মায়েদার ৬৯ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

"(নিশ্চয় জেনো, এখানে কারো একচেটিয়া বন্দোবস্ত নেই) মুসলিম হোক কি ইহুদী, সাবী হোক কি ঈসায়ী—যে-ই আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, এটা নিসন্দেহ যে, তার না কোনো ভয়ের কারণ আছে, না দুঃখ ও চিন্তার।"

www.amarboi.org

সূরা আল আনআমের ৩২ আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

"দুনিয়ার এ যিন্দেগী একটি ক্রীড়া ও তামাশার ব্যাপার ছাড়া কিছু নয় ; প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের স্থান তাদের জন্য কল্যাণকর, যারা (আজ) ধ্বংসের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়। তবে তোমরা কি কিছুমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে না ?"

সূরা আল আ'রাফের ৪৫ আয়াতে বলেন ঃ

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ○

"যারা লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিতো, তাকে বাঁকা করতে চাইতো এবং আখিরাতের অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিল।"

সূরা আত তাওবার ৩৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ۭ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ○

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কি হয়েছে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে বের হবার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তোমরা যমীনকে আঁকড়ে ধরে থাকলে ? তোমরা কি আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পসন্দ করে নিয়েছো ? এটাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ-সরঞ্জাম আখিরাতে খুব সামান্যই মনে হবে।"

সূরা আত তাওবার ৬৯ আয়াতে বলেন ঃ

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْٓا ۭ اُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

www.amarboi.org

"তোমাদের হাব-ভাব তাই, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ছিল। তারা বরং তোমাদের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী ও অধিক সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী ছিলো। এর কারণে তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের মজা লুটে নিয়েছে—যেমন তারা লুটেছিলো। আর সেই ধরনের তর্ক-বিতর্কে তোমরাও লিপ্ত হয়েছো যে ধরনের বিতর্কে তারা লিপ্ত হয়েছিলো। অতএব তাদের পরিণাম এই হলো, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় কাজকর্ম নিষ্ফল হয়ে গেলো এবং তারাই এখন ক্ষতিগ্রস্ত।"

সূরা আত তাওবার ৭৪ আয়াতে বলেন ঃ

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۚ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

"এ লোকেরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, তারা সেই কথা বলেনি, অথচ তারা নিশ্চয়ই সেই কুফরী কথা বলেছে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে, আর তারা সেইসব কাজ করার ইচ্ছা করেছিলো যা তারা করতে পারেনি। তাদের এ সকল ক্রোধ কেবল এ কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এ আচরণ হতে ফিরে আসে, তবে তাদের জন্য ভালো। তবে তাদের পক্ষেই ভালো ; অন্যথায় আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন—দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও, আর পৃথিবীতে এরা নিজেদের কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না।"

সূরা ইউনুসের ৬৩-৬৪ আয়াতে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়ার আচরণ অবলম্বন করেছে, দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জীবনে তাদের জন্য কেবল সুসংবাদই

www.amarboi.org

রয়েছে। আল্লাহর কথাসমূহ বদলাতে পারে না। এটাই অতি বড়ো সাফল্য।"

সূরা হূদের ১৫-১৬ আয়াতে বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَايُبْخَسُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ز وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

"যেসব লোক শুধু এ দুনিয়ার জীবন এবং তার চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়, তাদের কাজ-কর্মের যাবতীয় ফল আমরা এখানেই তাদেরকে দান করি, আর তাতে তাদের প্রতি কোনোরূপ কমতি করা হয় না। কিন্তু আখিরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা দুনিয়ায় যাকিছু বানিয়েছে, তা সবই বিলীন হয়ে গেছে এবং তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়েছে।"

সূরা হূদের ১৯-২২ আয়াতে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ط وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ م يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ط مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○ لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ○

"সেই যালেমদের ওপর যারা আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে, তার থেকে বাঁকা-টেরা করে দিতে চায়, আর আখিরাতকে অস্বীকার করে। তারা যমীনে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারতো না, আর না আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারী কেউ ছিল। তাদেরকে এখন দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। তারা না কারো কথা শুনতে পারতো, না তাদের বুদ্ধিতে কিছু আসতো। এরা সেই লোক, যারা নিজেদেরকে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর তারা যাকিছু রচনা করেছিল, তা সবকিছু তাদের নিকট থেকে হারিয়ে গেছে। অনিবার্যভাবে তারাই আখিরাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতির মধ্যে পড়বে।"

www.amarboi.org

সূরা ইউসুফের ৫৭ আয়াতে ঃ

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

"আর আখিরাতের কর্মফল তাদের জন্য অধিক কল্যাণময় যারা ঈমান এনেছিল এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করছিল।"

সূরা ইউসুফের ১০৯ আয়াতে বলেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالاً نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ط اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

"হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমরা যে নবী পয়গম্বর পাঠিয়েছিলাম তারা সকলে মানুষই ছিল। আর এ জনবসতিরই অধিবাসী ছিল এবং তাদের প্রতি আমরা অহী পাঠিয়েছিলাম। এখন এ লোকেরা কি দুনিয়ায় ঘুরেফিরে বেড়ায়নি, সেই জাতিসমূহের পরিণাম তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে ? নিশ্চিতই আখিরাতের ঘর তাদেরই জন্য আরো উত্তম যারা (নবী-রাসূলদের কথা মেনে নেবে) তাকওয়ার নীতি ও আচরণ অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না ?"

সূরা আর রা'দের ২৬ আয়াতে বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ○

"আল্লাহ যাকে চান রিযকের প্রাচুর্য দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণে রিযক দেন। এ লোকেরা দুনিয়ার জীবনের আনন্দে নিমগ্ন হয়ে আছে। অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় এক সামান্য জিনিস ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সূরা আর রা'দের ৩৪ আয়াতে বলেন ঃ

لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ج وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

www.amarboi.org

"এ ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেই আযাব রয়েছে, আর আখিরাতের আযাব তো তা থেকেও কঠিন ও কঠোর। এমন কেউ নেই যে, তাদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করবে।"

সূরা ইবরাহীমের ৩ আয়াতে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ط اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ○

"যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর অগ্রাধিকার দান করে, যারা আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং চায় যে, এ পথ (তাদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী) বাঁকা হয়ে যাক। এ লোকেরা গোমরাহীতে বহুদূরে চলে গেছে।"

সূরা ইবরাহীমের ২৭ আয়াতে বলেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ○

"ঈমান গ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ এক প্রতিষ্ঠিত-প্রমাণিত কথার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর যালেম লোকদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করে দেন। আল্লাহর ইখতিয়ার রয়েছে, যা চান করেন।"

সূরা আন নাহলের ২২ আয়াতে বলেন ঃ

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

"তোমাদের ইলাহ শুধু এক ইলাহ। কিন্তু যারা আখিরাতকে মানে না তাদের অন্তরে আল্লাহর অস্বীকৃতি আসন গেড়ে বসেছে। আর তারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।"

সূরা আন নাহলের ৩০ আয়াতে বলেন ঃ

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ط قَالُوْا خَيْرًا ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ط وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ○

www.amarboi.org

"অপরদিকে, আল্লাহভীরু লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করা হয় ঃ এটা কি জিনিস, যা তোমাদের আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে ? তখন তারা জবাব দেয় ঃ খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিস নাযিল হয়েছে। এ ধরনের নেক্কার লোকদের জন্য এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে, আর আখিরাতের ঘর তো নিশ্চিতই তাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হবে। বড়ই উত্তম ঘর মুত্তাকী লোকদের।"

সূরা আন নাহলের ৬০ আয়াতে বলেন ঃ

لِلَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ج وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

"খারাপ বিশেষণে অভিহিত হওয়ার যোগ্য তো সেই লোকেরা যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। আর আল্লাহ, তাঁর জন্য তো সবচেয়ে উত্তম ও উন্নত গুণাবলী শোভনীয়। তিনিই তো সকলের উপর বিজয়ী এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ।"

সূরা আন নাহলের ১০৬-১০৭ আয়াতে বলেন ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

"যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে, (সে যদি) বাধ্য হয়ে গিয়ে থাকে, অথচ তার অন্তর ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে, তবে কোনো দোষ নেই কিন্তু যে লোক উন্মুক্ত মন নিয়ে কুফরী কবুল করে নিবে, তার ওপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হবে এবং এমন সব লোকের জন্য বড়ো বড়ো আযাব রয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা আখিরাত অপেক্ষা ইহকালের জীবনকেই পসন্দ করে নিয়েছে। আর আল্লাহর নিয়ম হলো, তিনি সেই লোকদেরকে মুক্তির পথ দেখান না যারা তাঁর নেয়ামতের না-শোকরী করে।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ১০ আয়াতে বলেন ঃ

www.amarboi.org

وَاَنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

"আর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদেরকে জানিয়ে দাও, তাদের জন্য আমরা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ১৭-১৯ আয়াতে বলেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ج يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

"চেয়ে দেখো, কতো শত বংশধারা এমন যারা নূহের পরে আমাদের হুকুমে ধ্বংস হয়ে গেলো। তোমার আল্লাহ তাঁর বান্দাদের গুনাহখাতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। আর তিনি সবকিছু দেখছেন। যে কেউ (এ পৃথিবীতে) নগদ পেতে ইচ্ছুক তাকে আমরা এখানেই দিয়ে দিই। যাকেই যা দিতে চাই। অতপর তার ভাগ্যে জাহান্নাম লিখে দিই যা তাকে উত্তপ্ত করবে, সে হবে ভর্ৎসিত ও রহমত বঞ্চিত। আর যে লোক পরকালকামী এবং তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, যতখানি তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা দরকার, সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা-সাধনাই সাদরে গৃহীত হবে।"

এভাবে গোটা কুরআনে প্রায় ৫৫ জায়গায় আখিরাতের অকাট্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

❐

www.amarboi.org

কবরের নিঃসঙ্গ জীবন বা আলামে বারযাখ

কিয়ামত সংঘটিত হবার আগে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা কিয়ামত হবার আগ পর্যন্ত কবরেই থাকবে। এ কবরের নিঃসঙ্গ জীবনের নামই মূলত আলামে বারযাখ। কবর বলতে কোনো নির্দিষ্ট গুহা নয়। মৃত্যুর পর ব্যক্তি যেভাবে যেখানে থাকে তা-ই তার কবর বা তার আলামে বারযাখ। নদী বা সাগরের অতল তল হতে পারে তা। মাটির সমতল ভূমিও হতে পারে। হতে পারে পাহাড়ের উঁচু চূড়া ও হিংস্র সাপদের পেটও। কবরের এ নিঃসঙ্গ জীবনকে যেমন আলামে বারযাখ বলা হয়। তেমনি এ জীবনকে ইল্লীন ও সিজ্জীনও বলা যায়। আগুনে পুড়ে ফেললেও বারযাখের জীবন থেকে বেঁচে থাকার তার কোনো উপায় নেই।

সূরা আল মু'মিনূনের ১০০ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

"তখন এসব (মরে যাওয়া লোকদের) পিছনে একটি বারযাখ (অন্তরায়) হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত।"

অর্থাৎ এখন দুনিয়া ও কবরবাসীদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক বর্তমান। যা তাদেরকে ফিরে আসতে দেবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তারা দুনিয়া ও পুনরুত্থানের এই ব্যবধান সীমার মধ্যে পড়ে থাকবে।

যেহেতু মৃত্যুর পরপরই কবরে শুইয়েই তার দুনিয়ার জীবনের ভালো খারাপের হিসাব নিকাশ হবে না। জান্নাত জাহান্নামের ফায়সালা হবে না। আল্লাহর ব্যবস্থা অনুযায়ী গোটা পৃথিবী ও এর মধ্যে সেদিন পর্যন্ত মানুষসহ যাকিছু থাকবে সব ধ্বংস করে দিয়ে আবার পুনরুত্থান ঘটবে। তাই এ সময়টায় দুনিয়া ও কিয়ামতের আগে আলামে বারযাখে মানুষের রূহ অবস্থান করবে। আলামে বারযাখের ছবি আল্লাহ পাক সূরা মু'মিনূনের ৯৯-১১৫ আয়াতে এঁকেছেন ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ○ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ط اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ط وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○ فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا

www.amarboi.org

يَتَسَآءَلُوْنَ ○ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ○ اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ○ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ○ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ○ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ○ اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ ○ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○

"এমনকি, যখন তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু এসে পৌছবে, তখন বলতে শুরু করবে ঃ হে আমার রব! আমাকে সেই দুনিয়ায়ই ফিরিয়ে দাও যা আমি পিছনে ফেলে এসেছি। আশা আছে, আমি এখন নেক আমল করবো। কখখনো নয়, এটা তো একটি কথামাত্র যা সে বলছে। এখন এসব (মরে যাওয়া লোকের) পিছনে একটি বারযাখ (অন্তরায়) হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত। পরে যখন শিঙা ফুঁকা হবে, তখন তাদের মধ্যে আর কোনো আত্মীয়তা থাকবে না, আর না তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে। সেই সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা হবে সেই লোক যারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহাক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে ; তারা জাহান্নামে চিরদিন থাকবে। আগুন তাদের মুখাবয়বের চামড়া চেটে খাবে। আর তাদের জিহ্বা বের হয়ে আসবে। তোমরা কি সেই লোক নও যে, তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনানো হতো, তখন তোমরা তাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করতে ? তারা বলবে ঃ হে

www.amarboi.org

আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের গ্রাস করে ফেলেছিল। আমরা বাস্তবিকই গোমরাহ লোক ছিলাম। হে রব! এখন আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দাও। অতপর যদি আমরা অপরাধ করি তাহলে যালেম প্রমাণিত হবো। আল্লাহ জবাব দিবেন, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, পড়ে থাক তারই মধ্যে। আর মুখ খুলো না। তোমরা তো সেই লোক, আমার কিছু বান্দাহ যখন বলতো ঃ হে আমাদের পরোয়ারদেগার, আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি রহম করো, তুমি সব রহমকারীদের থেকে অতি উত্তম দয়াবান। তখন তোমরা তাদের ঠাটা-বিদ্রূপ করতে। এমন কি তাদের বিরুদ্ধে জিদ তোমাদেরকে একথাও ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমিও আছি। আর তোমরা তাদের উপর হাস্যরস করতে। আজ তাদের সেই ধৈর্যশীলতার এ ফল আমি দিয়েছি। তারাই সফলকাম। অতপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ বলো, দুনিয়ায় তোমরা কতো দিন ছিলে ? তারা বলবে, একদিন কিংবা একদিনেরও কোনো অংশ আমরা সেখানে অবস্থান করেছি। হিসাব-কারীদের নিকট জিজ্ঞেস করে দেখো। বলা হবে, অল্পকালই তোমরা ছিলে, না। একথা তোমরা সেই সময় জানতে যদি ! তোমরা কি বুঝে নিয়েছিলে, আমরা তোমাদেরকে অকারণেই পয়দা করেছি, আর তোমাদেরকে কখনো আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে না ?"

ইল্লীন

যেসব লোক দুনিয়ায় সৎকাজ করেছে, আল্লাহর দেয়া সব বিধান মেনে চলেছে। আল্লাহর মূল বিধান দুনিয়ায় কায়েম করার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করেছে। তার রূহ আলামে বারযাখে অবস্থান করবে ইল্লীন নামক সুখময় স্থানে। এ ইল্লীনে জান্নাতের পরিবেশ বিরাজ করবে।

আলামে বারযাখের ইল্লীনবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরা আন নাহলের ৩২ আয়াতে বলেছেন ঃ

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

"সেই মুত্তাকীদের রূহগুলোকে পবিত্র অবস্থায় ফেরেশতাগণ কব্য করে। তখন তারা বলে, "শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর। তোমরা যাও জান্নাতে, তোমাদের নেক আমলের বিনিময়ে।"

www.amarboi.org

আলামে বারযাখে যারা ইল্লীনে বসবাস করবে ও হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মৃত্যু হবে অপেক্ষাকৃত আরামের। আর যারা সিজ্জীনে বসবাস করবে ও হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের রূহ কব্য হবে খুবই কষ্টে। নীচের হাদীসটিতে একথাগুলো ফুটে উঠেছে খুবই সুন্দরভাবে।

কবরের নিঃসঙ্গতা

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ كَاَنَّ عَلٰى رُؤُسِنَا الطَّيْرُ۔

"হযরত বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একজন আনসার সাহাবীর জানাযার জন্য রওয়ানা হলাম। আমরা তার কবর পর্যন্ত গেলাম। তখনো তাকে কবরে শোয়ানো হয়নি। রাসূলুল্লাহ স. কেবলামুখী হয়ে বসলেন। আমরাও তার সাথে এমনভাবে চুপচাপ বসে রইলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে।"

সিজ্জীন

আর যারা দুনিয়ায় পাপাচারে লিপ্ত ছিলো। আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলেনি। আল্লাহর পরিপূর্ণ জীবন বিধান যা আল্লাহর নবী-রাসূলদের বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কায়েম করার জন্য কোনো সংগ্রাম ও চেষ্টা প্রচেষ্টা চালায়নি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হয়নি। তারা কিয়ামত সংঘটিত হবার আগ পর্যন্ত থাকবে সিজ্জীন নামক স্থানে। সিজ্জীনে বিরাজ করবে জাহান্নামের পরিবেশ।

আলামে বারযাখের (কবর) সিজ্জীনবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমের সূরা আল মু'মিনের ৪৫-৪৬ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ○ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ج وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ قف اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ○

www.amarboi.org

"আর ফিরাউনের সঙ্গী সাথীগণ নিকৃষ্টতম শাস্তির মধ্যে পড়ে গেলো। তাদের উপর সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের আগুন পেশ করা হয়। আর কিয়ামতের মুহূর্ত এসে পড়লে হুকুম হবে ফিরাউনের দলবলকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।"

আলামে বারযাখের সিজ্জীনবাসীদের ব্যাপারে সূরা আন নাহলের ২৮-২৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِينَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ص فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

"আর যারা নিজেদের ওপর যুলুম করা অবস্থায় ফেরেশতাদের হাতে ধরা পড়ে অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হয় তারা অমনী আত্মসমর্পণ করে বসে, আর বলে, "আমরা তো কোনো অপরাধ করছিলাম না।" ফেরেশতারা জবাবে বলবে, কেমন করে করছিলে না। আল্লাহ তো তোমাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে খুবই ওয়াকিফহাল।" এখন যাও জাহান্নামের দরজাসমূহের কাছে প্রবেশ করো। সেখানেই তোমাদেরকে চিরদিন অবস্থান করতে হবে।"

সূরা আন নিসার ৯৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

"যারা নিজেদের আত্মার ওপর যুলুম করছিলো, এ অবস্থায় ফেরেশতাগণ যখন তাদের জান কব্য করবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? জবাবে তারা বললো ঃ আমরা দুনিয়ায় দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেশতাগণ বলবে ঃ আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিলো না—তোমরা কি অন্যস্থানে হিজরত করে যেতে পারতে না ? এসব লোকের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।"

www.amarboi.org

কবর বা আলামে বারযাখ
আখিরাতের প্রথম সোপান

আলামে বারযাখ বা কবর আখিরাতের জীবনের অসংখ্য সোপানের প্রথম সোপান। আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন ঃ

اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ ـ فَاِنْ نَجٰى مِنْهُ صَاحِبُهُ فَمَا بَعْدَ اَيْسَرُ مِنْهُ ـ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَ اَشَدُّ مِنْهُ ـ

"কবরই হচ্ছে পরকালের সোপানগুলোর প্রথম সোপান। এ সোপানে কেউ মুক্তি পেলে পরবর্তী সোপানগুলো পার হওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর এ সোপানে মুক্তি না পেলে পরের সোপানগুলো পার হওয়া তার জন্য কঠিন হয়ে উঠে।"

কবরের জীবন সম্পর্কে কুরআনের সূরা আল আবাসায় ১৯-২২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مِنْ نُّطْفَةٍ ط خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝

"শুক্রের একটি ফোঁটা দিয়ে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার নিয়তি নির্দিষ্ট করেছেন। পরে তার জন্য জীবনের পথ সহজ বানিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাকে মৃত্যু দিলেন ও কবরে পৌছাবার ব্যবস্থা করলেন। শেষে যখন চাইবেন তিনি তাকে পুনরায় উঠিয়ে দাঁড় করে দিবেন।"

আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন ঃ

قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ ـ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ـ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ ـ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ ـ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

www.amarboi.org

"তোমাদের কারো মৃত্যু হলে প্রতিদিন কবরে সকাল সন্ধ্যায় তাকে তার স্থায়ী বাসস্থান দেখানো হয়। জান্নাতীদেরকে জান্নাত দেখানো হয়। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নাম দেখানো হয়। বলা হয় এটাই তোমার স্থায়ী নিবাস। কিয়ামত সংঘটিত হবার পরে হিসাব নিকাশ শেষে তোমাকে এখানে পাঠানো হবে।"–বুখারী

হাদীসটি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

আলামে বারযাখ তথা কবরে জাহান্নামীরা জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করবে। আর জান্নাতে যাবেন যারা তারা জান্নাতের স্বাদ ভোগ করবেন। হাদীসে আছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ ـ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ فَسَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عذَابِ الْقَبْرِ ـ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ صَلّٰى صَلٰوةً اِلاَّ تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ بخارى، مسلم

"হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, এক ইহুদী নারী তাঁর কাছে এসে কবর আযাবের কথা উঠালো। তার কথা শুনে হযরত আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহ তোমাকে কবর আযাব থেকে মুক্তি দিন। এরপর মা আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ স.-কে কবর আযাবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে আল্লাহর রাসূল বলেন, কবরের আযাব সত্য। হযরত আয়েশা বলেন, এরপর থেকে আর কোনো দিন আমি আল্লাহর রাসূলকে নামাযের পর কবর আযাব হতে মুক্তি চেয়ে দোআ না করতে দেখিনি।–বুখারী, মুসলিম

আলামে বারযাখ তথা কবরে পাপীদের শাস্তির কথা হযরত আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন ঃ

لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهٖ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ تَنِيْنًا ـ تَنْهَسُهٗ وَتَلْدَغُهٗ حَتّٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ لَوْ اَنَّ تَنِيْنًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى تَقُوْمَ مَا اَنْبَتَتْ خَضِرًا ـ

www.amarboi.org

"কাফেরদের কবরে নিরানব্বইটি বিষধর সাপ থাকবে। কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে দংশন করতে থাকবে। এরা এতো বিষধর হবে যে, এর একটি যদি পৃথিবীতে শ্বাস ফেলতো, পৃথিবীর সব সবুজ সজীবতা-শ্যামলতা নিঃশেষ হয়ে যেতো। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কোনো সবুজ ফসল জন্মাতো না।"

আর আলামে ব্যরযাখে তথা কবরে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করে হাদীসে উল্লেখ হয়েছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَاَهْلاً ـ اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَحَبَّ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ ـ فَاِذَا اُوْلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِيْ بِكَ ـ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهٖ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ ـ ترمذى

"আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, মু'মিন বান্দাকে দাফন করার পর কবর তাকে বলে, শুভাগমন তুমিতো তোমার বাড়ীতেই এসেছো। পৃথিবীতে যারা আমার পিঠের উপর দিয়ে চলাচল করতো তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে বেশী প্রিয়। আজ তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে, তুমি আমার কাছে এসেছো। তুমি এখন দেখবে আমি তোমার সাথে কতো সুন্দর আচরণ করি। তারপর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দেয়া হবে।"—তিরমিযী

হাদীসে বর্ণিত, মৃত্যুর পর মু'মিন ব্যক্তির রূহ ইল্লীনে পৌঁছার পর আগ থেকে থাকা ওখানকার রূহগুলো আনন্দে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে থাকবে। তারপর জিজ্ঞেস করতে থাকে, অমুখ ব্যক্তি কেমন আছে ? তারপর বলবে, তাকে একটু আরাম করতে দাও। এতোদিন দুনিয়ায় খুব ব্যস্ত ছিলো। এ রূহটি দুনিয়ার বিভিন্ন লোকের অবস্থা এদের কাছে বলতে থাকবে। বলবে অমুকে এমন আছে, অমুকে এমন আছে, সে পূর্বে মৃত্যুবরণকারীদের কথা উল্লেখ করে বলবে, অমুকতো মারা গেছে। সে তোমাদের কাছে আসেনি ? তারা বলবে, তাহলে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

কিয়ামত সংঘটিত হবার পর যখন কবরবাসীদেরকে উঠানো হবে তখন তাদের কাছে কবরের জীবনটা একটা স্বপ্নের মতো মনে হবে। হাশরের

www.amarboi.org

ময়দানে উপস্থিত হয়ে তারা কি বলবে তা সূরা ইয়াসিনের ৫২ আয়াতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তারা বলবে ঃ

يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ○

"হায় ! কে আমাদেরকে আমাদের স্বপ্নশয্যা হতে উঠিয়ে আনলো ? এটা তো তাই, যার ওয়াদা রহমান আল্লাহ তাআলা করেছিলেন। আর নবী-রাসূলদের কথা তো ষোলআনা সত্যে পরিণত হলো।"

কিয়ামত সম্পর্কে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

সূরা আল বাকারার ৪৮ আয়াতে বলেন ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

"এবং সেদিনের ভয় করো, যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না। কারো সম্পর্কে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং পাপীদের কোনো দিক থেকেই সাহায্য করা হবে না।"

সূরা আলে ইমরানের ২৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۗ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

"কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে যেদিন আমরা তাদেরকে একত্রিত করবো, যেদিনের আগমন সম্পূর্ণ নিশ্চিত। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কাজের পুরোপুরি ফলই দেয়া হবে এবং কারো উপর যুলুম করা হবে না।"

সূরা আন নিসার ৮৭ আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ○

"ইলাহ তিনিই যিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সকলকে সেই কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যে দিনের আগমনে

www.amarboi.org

কোনোই সন্দেহ নেই। বস্তুত আল্লাহর কথা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর কার হতে পারে ?"

সূরা আল আনআমের ১২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلْ لِلّٰهِ ط كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ ط اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ ○

"তাদের জিজ্ঞেস করো ঃ আকাশজগত ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার মালিকানায় ? বলো, সবকিছুই আল্লাহর, তিনি নিজের উপর দয়া-অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করার বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। (এ কারণেই তোমাদের আইন অমান্য ও আল্লাহদ্রোহিতার শাস্তি সাথে সাথেই দেন না।) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই একত্রিত করবেন। বস্তুত এটা এক সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের বিপদে নিমজ্জিত করে নিয়েছে, তারা এটা বিশ্বাস করে না।"

সূরা আল আনআমের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ط اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ○

"ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেসব লোক যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হবার সংবাদকে মিথ্যা মনে করেছে। সেই সন্ধিক্ষণ যখন সহসা এসে পড়বে তখন এরাই বলবে ঃ হায় ! এ ব্যাপারে আমাদের দ্বারা কতোই না ত্রুটি হয়ে গেছে ! তাদের অবস্থা এরূপ হবে যে, তারা নিজেদের পিঠের ওপর তাদের নিজেদের গুনাহের বোঝা বহন করে চলতে থাকবে। দেখ, এরা কত নিকৃষ্ট ধরনের বোঝা বহন করছে।"

সূরা আল আনয়ামের ৩৬ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ط وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

"আসলে সত্যের দাওয়াত পেয়ে তারাই সাড়া দেয় যারা শুনতে পায় ; আর যারা মুর্দা তাদেরকে তো আল্লাহ কবর থেকেই জীবিত করে

www.amarboi.org

উঠাবেন। তখন আল্লাহর বিচারালয়ে উপস্থিত হবার জন্য তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।”

সূরা আল আনআমের ৩৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

“যমীনের ওপর বিচরণশীল কোনো জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোনো পাখিই দেখ, এরা তোমাদের মতোই বিচিত্র জাতি-প্রজাতি। আমরা এদের নিয়তি নির্ধারণ করায় কোনো ত্রুটি রাখিনি। শেষ পর্যন্ত এদের সকলকেই তাদের আল্লাহর দিকে একত্রিত করে উপস্থিত করা হবে।”

সূরা আল আনআমের ৭৩ আয়াতে আছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ط قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ط عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

“তিনিই আসমান-যমীনকে সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং যেদিন তিনি বলবেন হাশর হও সেদিনই ‘হাশর’ হবে। তাঁর কথা সর্বাত্মকভাবে সত্য এবং যেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন সর্বাত্মক বাদশাহী নিরংকুশভাবে তাঁরই হবে। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তাঁর জানা ; তিনি অত্যন্ত সুবিজ্ঞ ও ওয়াকিফহাল।”

সূরা আল আ'রাফের ১৮৭ আয়াতে আছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ج لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ ط ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ط يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ط قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

“এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে ঃ আচ্ছা, সেই কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে ? বলো ঃ এর জ্ঞান কেবলমাত্র আমার আল্লাহর নিকটই

www.amarboi.org

রয়েছে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই তা প্রকাশ করবেন। আসমান ও যমীনে তা বড়ো কঠিন দিন হবে। তা তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। এ লোকেরা এর সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যেন তুমি তারই সন্ধানে মশগুল হয়ে রয়েছো। বলো ঃ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। অধিকাংশ লোকই এ নিগূঢ় সত্যকে জানে না, বুঝে না।"

আল্লাহ সূরা হূদের ১০৪ আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝

"আমরা সেদিনকে আনতে খুব বেশী বিলম্ব করছি না ; মাত্র কয়েকটি গণনা করা দিনের সময়ই তার জন্য নির্দিষ্ট।"

সূরা ইউসুফের ১০৭ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

"তারা কি নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহর তরফ থেকে কোনো আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে নিবে না ? কিংবা অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত সহসাই তাদের ওপর এসে পড়বে না ?"

সূরা ইবরাহীমের ৪৪ আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۭ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۝

"(হে মুহাম্মাদ !) সেদিন সম্পর্কে তুমি এ লোকদেরকে ভয় দেখাও, যখন আযাব এদেরকে গ্রাস করবে। তখন এ যালেমরা বলবে ঃ হে আমাদের রব, আরো কিছু সময় অবকাশ দাও, আমরা তোমার দাওয়াতে সাড়া দিব ও নবী-রাসূলদের অনুসরণ করবো। কিন্তু (তাদেরকে স্পষ্ট জবাব দেয়া হবে,) তোমরা কি সেই লোক নও যারা ইতিপূর্বে কসম করে বলছিলে, আমাদের তো কখনই পতন হবে না ?"

সূরা ইবরাহীমের ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

"তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও যখন যমীন ও আসমান বদল করে অন্য কিছু করে দেয়া হবে এবং সবকিছু মহাপরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর সামনে উন্মোচিত স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত হবে।"

সূরা কাহ্‌ফের ৯৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۙ

"আর সেদিন আমরা লোকদেরকে ছেড়ে দিব, (সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো তারা) পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। আর শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে এবং আমরা সব মানুষকে এক সাথে একত্রিত করবো।"

সূরা মারইয়ামের ৩৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ ۘ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

"হে নবী! এ অবস্থায় যখন এরা বে-খেয়াল হয়ে রয়েছে, ঈমান গ্রহণ করছে না, তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও যেদিন চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে এবং আফসোস অনুতাপ করা ছাড়া কোনোই উপায় থাকবে না।"

আল্লাহ সূরা আল আম্বিয়ার ৩৯-৪০ আয়াতে বলেন ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝

"হায় ! এ কাফেরগণ যদি সেই সময়ের কথা কিছু জানতে পারতো যখন এরা না নিজেদের মুখ আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে, না নিজেদের পিঠ, আর না তাদের কাছে কোনোদিক থেকে সাহায্য পৌঁছবে। সে বিপদ তো আকস্মিকভাবেই আসবে এবং এদেরকে এমনভাবে হঠাৎ করে চেপে ধরবে যে, এরা না তাকে দমন করতে পারবে, আর না এক মুহূর্তকাল তারা অবসর পাবে।"

সূরা আল আম্বিয়ার ৯৭ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

www.amarboi.org

"এবং চূড়ান্ত সত্য ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে আসতে শুরু করবে, তখন কাফেরদের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে পড়বে। তারা বলবে ঃ হায় আমাদের দুর্ভাগ্য ! আমরা এ জিনিস সম্পর্কে একেবারে গাফিলতির মধ্যে পড়ে ছিলাম। বরং আমরা অপরাধী ছিলাম।"

আল্লাহ সূরা আল আম্বিয়ার ১০৪ আয়াতে বলেন ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

"সেদিন, যেদিন আমরা আসমানকে তাবিজের পৃষ্ঠাগুলোর মত ভাঁজ করে রাখবো। যেভাবে সর্বপ্রথম আমরা সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম অনুরূপভাবে আমরা তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটা একটি ওয়াদাবিশেষ যা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। আর এ কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে।"

সূরা আল হজ্জের ১ম আয়াতে তিনি বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ ○

"হে লোকেরা ! তোমরা তোমাদের রবের গযব হতে আত্মরক্ষা করো। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কেয়ামতের কম্পন বড় (ভয়াবহ) জিনিস।"

সূরা আল হজ্জের ৭ আয়াতে বলেন ঃ

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ○

"(এ ব্যবস্থা এটাও প্রমাণ করে যে,) কিয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সেই লোকদেরকে অবশ্যই উঠাবেন যারা কবরে অন্তর্হিত হয়েছে।"

সূরা আল মু'মিনূনের ১৬ আয়াতে বলেন ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ○

"এবং পরে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত হতে হবে।"

সূরা আন নামলের ৮৭ আয়াতে বলেন ঃ

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ط وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ○

www.amarboi.org

"আর সেদিন কি হবে যেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে এবং ভীত কম্পিত হয়ে পড়বে সেইসব যাকিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে— তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ এ ভীষণ অবস্থায় বাঁচাতে চাইবেন এবং যখন সবাই কান চেপে তাঁর সমীপে হাযির হয়ে যাবে!"

সূরা আল আনকাবুতের ৫৩ আয়াতে বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ط وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ط وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ ○

"এ লোকেরা অবিলম্বে আযাব আনার জন্য তোমার নিকট দাবী করছে। সে জন্য যদি একটা সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া না হতো তবে ততদিনে তাদের ওপর আযাব এসে যেতো। আর নিসন্দেহে তা (নির্দিষ্ট সময়ে) অবশ্যই আসবে ; আসবে হঠাৎ করে, এমন অবস্থায় যে, তারা তা টেরই পাবে না।"

সূরা আর রূমের ১১-১২ আয়াতে বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

"আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন। পরে তিনিই তাঁর পুনরাবৃত্তি করবেন। অতপর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যখন সেই 'কিয়ামত' সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধী লোকেরা নিরাশ হয়ে যাবে।"

সূরা আর রূমের ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ط ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ق مِّنَ الْاَرْضِ ق اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

"তাঁর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, আসমান ও যমীন তাঁরই হুকুমে সুপ্রতিষ্ঠিত। পরে যখনই তিনি তোমাদেরকে যমীন থেকে আহ্বান করবেন, শুধুমাত্র একটি বারের আহ্বানেই সহসা তোমরা বের হয়ে আসবে।"

সূরা লুকমানের ৩ আয়াতে বলেন ঃ

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ○

www.amarboi.org

"এটা সেই সৎকর্মশীল লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত বিশেষ।"

সূরা আস সাবার ৩০ আয়াতে বলেন ঃ

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ○

"বলো ঃ তোমাদের জন্য এমন এক দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার আসার ব্যাপারে তোমরা না এক মুহূর্তের বিলম্ব করতে পারবে, আর না এক মুহূর্ত আগে তাকে আনতে পারবে।"

সূরা ফাতিরের ৪৫ আয়াতে বলেন ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ○

"তাদের ক্রিয়া-কলাপের জন্য তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাহলে যমীনে কোনো প্রাণীকেই বেঁচে থাকতে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন। যখন তাদের সময় এসে পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নিবেন।"

সূরা ইয়াসিনের ৪৯-৫০ আয়াতে বলেন ঃ

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ○ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ○

"আসলে এ লোকেরা যে জিনিসের পথ চেয়ে আছে, তাহলো একটি প্রচণ্ড শব্দ, তা সহসাই ঠিক সময়ই তাদেরকে আঘাত হানবে যখন তারা (নিজেদের বৈষয়িক ব্যাপারে) ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে। তখন তারা অসিয়ত পর্যন্ত করতে পারবে না, না নিজেদের ঘরেই তারা ফিরে আসতে পারবে।"

সূরা আস্ সাফ্ফাতের ১৮-২১ আয়াতে তিনি বলেন ঃ

قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ○ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ○ وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

www.amarboi.org

"তাদেরকে বলো, হ্যাঁ, তোমরা (আল্লাহর মুকাবিলায়) অক্ষম-অসহায়। একটি মাত্র ধাক্কা ও কম্পন হবে। আর সহসা এরা নিজেদের চোখে (যেসব বিষয়ে খবর দেয়া হয়েছে সে সবকিছুই) দেখতে পাবে। তখন এরা বলবে ঃ হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটাতো বিচারের দিন। এটা সেই ফায়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করছিলে।"

তিনি সূরা আল মু'মিনের ৫৯ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا ز وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايُؤْمِنُوْنَ ○

"নিসন্দেহে কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে, তার আসার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক সংখ্যক লোকই তা মানে না।"

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ৪৭ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَاءِىْ ط قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ط مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ○

"যেদিন তিনি সকলকে ডাকবেন ঃ কোথায় আমার সেইসব শরীক ? এরা বলবে ঃ আমরা নিবেদন করেছি, আজ আমাদের মধ্যে কেউই এর সাক্ষ্যদাতা নেই।"

সূরা আশ শূরায় ১৭-১৮ আয়াতে বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ط وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ○ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِهَا ج وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ز وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ط اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ○

"তিনিই আল্লাহ। যিনি পরম সত্যতা সহকারে এ কিতাব ও মীযান নাযিল করেছেন। তুমি কি জানো সম্ভবত ফায়সালার সময়টা অতি নিকটেই এসে পৌঁছেছে ? যেসব লোক এদিনের আগমন বিশ্বাস রাখে না, তারা তো এর জন্য তাড়াহুড়ো করে ; কিন্তু যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, তারা তাকে ভয় করে। তারা জানে যে, নিসন্দেহে তা অবশ্যই আসবে। শুনে রাখো, যেসব লোক সেদিনের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিকারী বিতর্ক করে থাকে, তারা গোমরাহীতে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।"

www.amarboi.org

সূরা আয যুখরুফ ১০-১১ আয়াতে বলেন ঃ

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

"তিনিই তো তোমাদের জন্য এ যমীনকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের কল্যাণের জন্য পথ বানিয়ে দিয়েছেন যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্যস্থলের পথ পেতে পারো। যিনি এক বিশেষ পরিমাণে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও একদিন যমীন থেকে বের করা হবে।"

সূরা আদ দুখানের ৪০ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

"এসবকে উঠাবার জন্য নির্দিষ্ট দিনই ফায়সালার দিন।"

সূরা আল জাসিয়ায় ২৬ আয়াতে বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

"(হে নবী!) এ লোকদেরকে বলো ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেন। পরে তিনিই তোমাদেরকে সেই কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যেদিনের আগমনে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক লোকই একথা জানে না।"

সূরা মুহাম্মদের ১৮ আয়াতে বলেন ঃ

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝

"এখন এ লোকেরা শুধু কি কিয়ামতের প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তা আকস্মিকভাবে তাদের ওপর এসে পড়বে ? তার নিদর্শনাদিতো এসে পড়েছে। যখন তা নিজে এসে পড়বে তখন এ লোকদের পক্ষে কি নসীহত কবুল করার আর কোনো সুযোগটি অবশিষ্ট থাকবে ?"

www.amarboi.org

সূরা ক্বাফ এর ২০ আয়াতে বলেন ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ○

"এরপর শিঙা ফুঁকা হলো। এটা সেদিন যার ভয় তোমাদেরকে দেখানো হতো।"

সূরা ক্বাফ-এর ৪১-৪২ আয়াতে বলেন ঃ

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ○

"আর শোনো, যেদিন ঘোষণাকারী (প্রত্যেক ব্যক্তির) নিকট থেকেই ডাক দিবে, যেদিন সমস্ত মানুষ হাশরের ধ্বনি যথাযথ শুনতে থাকবে, তা ভূগর্ভ থেকে মৃতদের আত্মপ্রকাশ লাভের দিন হবে।"

সূরা আয্ যারিয়াতের ৫-৬ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝

"সত্য কথা এই যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে তা নিশ্চয়ই বাস্তব ও যথার্থ। কর্মের প্রতিফল অবশ্য অবশ্যই হবে।"

সূরা আয যারিয়াতের ৬০ আয়াতে বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ○

"শেষ পর্যন্ত ধ্বংস কুফরকারী লোকদের জন্য সেদিন যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে।"

সূরা আত তূরের ৭-৮ আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝

"এই যে, তোমার আল্লাহর আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে ; যার কেউ প্রতিরোধকারী নেই।"

সূরা আন নাজমের ৫৭-৫৮ আয়াতে বলেন ঃ

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ۝ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۝

"আগমনকারী মুহূর্ত নিকটে এসে পৌঁছেছো। আল্লাহ ছাড়া তাকে হটাতে পারে এমন কেউ নেই।"

www.amarboi.org

সূরা আল কামারের ১ আয়াতে বলেন ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

"কিয়ামতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।"

সূরা ওয়াকেয়ার ১-৩ আয়াতে বলেন ঃ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ○

"যখন সেই সংঘটিত হবার ঘটনাটি সংঘটিত হয়ে যাবে, তখন তার সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটিকে মিথ্যা বলার কেউ থাকবে না ; তা হবে উঁচা-নীচাকারী মহাপ্রলয়।"

সূরা আত তাগাবুনের ৭ আয়াতে বলেন ঃ

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

"অমান্যকারীরা ধৃষ্টতা সহকারে বললো, মৃত্যুর পর কখনই তাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে না। তাদেরকে বলো ঃ না, আমার আল্লাহর শপথ, তোমাদেরকে অবশ্যই পুনরুত্থিত করা হবে। পরে তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হবে তোমরা (দুনিয়ায়) কি কি করেছো। আর এরূপ করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।"

সূরা আল মূলকের ২৫-২৬ আয়াতে বলেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۡ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

"এ লোকেরা বলে ঃ তোমরা যদি প্রকৃতই সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে বলো, এ প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে ? বলো ঃ এ বিষয়ের জ্ঞান তো আল্লাহর নিকটই রয়েছে। আমি তো শুধু সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী মাত্র।"

সূরা আল হাক্কার ১৩-১৫ আয়াতে বলেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ○ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

www.amarboi.org

"পরে একবার যখন শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে, এবং ভূতল ও পর্বতরাশিকে উঁপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সেই সংঘটিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হবে।"

সূরা আল মাআরিজের ৪২ আয়াতে বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ۝

"কাজেই এ লোকদেরকে তাদের অশ্লীল কথা ও খেল-তামাশায় লিপ্ত হয়ে থাকতে দাও, যতদিন না তাদের নিকট করা ওয়াদার দিনটি পর্যন্ত তারা পৌঁছে যায়।"

সূরা আল কিয়ামার ১-৩ আয়াতে বলেন ঃ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝

"না, আমি কসম খাচ্ছি কিয়ামতের দিনের। আর না, আমি কসম খাচ্ছি তিরস্কারকারী মনের। মানুষ কি মনে করে বসেছে যে, আমরা তার অস্থিগুলো একত্রিত করতে পারবো না ?"

সূরা আল মুরসালাতের ৭ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝

"তোমাদের নিকট যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।"

সূরা আন নাবার ১৭ আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝

"চূড়ান্ত বিচারের দিন একটি পূর্ব নির্দিষ্ট দিন।"

সূরা আন নাযিআতের ৬ আয়াতে বলেন ঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

"যে দিন কম্পনের ধাক্কা হেলিয়ে দিবে।"

সূরা নাযিআতের ৩৪ আয়াতে বলেন ঃ

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝

"অতএব যখন সেই মহা দুর্ঘটনা সংঘটিত হবে।"

www.amarboi.org

সূরা আল ইনফিতারের ১৫-১৮ আয়াতে বলেন ঃ

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ○ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ○ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○ ثُمَّ مَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○

"বিচারের দিন তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং তা থেকে কক্ষণই অনুপস্থিত হতে পারবে না। আর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ? হ্যাঁ, তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ?"

সূরা আল গাশিয়ার ১ আয়াতে বলেন ঃ

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ○

"তোমার নিকট সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদ (অর্থাৎ কিয়ামত)-এর বার্তা পৌঁছেছি কি ?"

সূরা আল ফজরের ২১ আয়াতে বলেন ঃ

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ○

"কখনো নয় পৃথিবী যখন ক্রমাগত কুটিয়ে কুটিয়ে বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে।"

কুরআনে ৬৩ বার কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। প্রতিটি আয়াত হৃদয় দিয়ে পড়লে ও বুঝলে মনে কম্পন ধরিয়ে দেয়।

www.amarboi.org

কিয়ামতের দৃশ্যে প্রাকৃতিক অবস্থা

কিয়ামত সংঘটিত হবার দিনের প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা করে কুরআনে ৩২ জায়গায় বলা হয়েছে।

সূরা আল কাহ্‌ফের ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝

"মূলত চিন্তা ও ভাবনা তো সেদিনের হওয়া আবশ্যক, যখন আমরা পাহাড়-পবর্তগুলোকে চালিত করবো। তখন তুমি যমীনকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখতে পাবে। আর আমরা সমস্ত মানুষকে এমনভাবে ঘিরে একত্রিত করবো যে, (আগের ও পরের) কেউই বাকী থাকবে না।"

সূরা ত্বা-হার ১০৫-১০৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا ۝

"এ লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে যে, সেদিন এ পাহাড় কোথায় বিলীন হয়ে যাবে ? বলো, আমার রব এগুলোকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দিবেন। আর যমীনকে এমন সমতল রুক্ষ-ধূসর ময়দানে পরিণত করবেন যে, তুমি তাতে কোনো উঁচু-নীচু এবং সংকোচন দেখতে পাবে না।"

সূরা আল আম্বিয়ার ১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۭ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۭ وَعْدًا عَلَيْنَا ۭ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

"সেদিন, যেদিন আমরা আসমানকে তাবিজের পৃষ্ঠাগুলোর মতো ভাঁজ করে রাখবো। যেভাবে সর্বপ্রথম আমরা সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম। অনুরূপভাবে আমরা তার পুনরাবৃত্তি করবো। এটা একটি ওয়াদাবিশেষ যা পূরণ করার দায়িত্ব আমাদের। আর এ কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে।"

www.amarboi.org

সূরা আল হজ্জের ২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ○

"যেদিন তোমরা তাকে দেখবে সেদিন অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তন্যদানকারিণী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান থেকে গাফেল হয়ে যাবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। বরং আল্লাহর আযাবই এতদূর সাংঘাতিক হবে!"

সূরা আল ফুরকানের ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ○

"আকাশজগত দীর্ণ করে এক মেঘপিণ্ড সেদিন আত্মপ্রকাশ করবে, আর ক্রমাগতভাবে ফেরেশতা নাযিল করা হবে।"

সূরা আন নামলের ৮৭-৮৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ط وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ○ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ط اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ○

"আর সেদিন কি হবে যেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে এবং ভীত কম্পিত হয়ে পড়বে সেসব যাকিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে—তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ এ ভীষণ অবস্থায় বাঁচাতে চাইবেন এবং যখন সবাই কান চেপে তাঁর সমীপে হাযির হয়ে যাবে ! আজ তুমি পাহাড় মনে করছো যে, তা বুঝি খুব দৃঢ়মূল হয়ে আছে ; কিন্তু তখন এটা মেঘমালার মতোই উড়তে থাকবে! এটা হবে আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর কীর্তি, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই সুষ্ঠুভাবে মযবুত করে বানিয়েছেন। তোমরা কি করেছো তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন।"

সূরা ইয়াসিনের ৫১-৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○ قَالُوْا

www.amarboi.org

يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سكته هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُوْنَ ۝ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝

"পরে এক শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তারা নিজেদের আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবার জন্য নিজেদের কবরসমূহ থেকে বের হয়ে পড়বে। ভীত শংকিত হয়ে বলবে ঃ 'হায়রে ! আমাদেরকে কে আমাদের শয়নস্থল থেকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো ? এটা সেই জিনিস, দয়াময় আল্লাহ যার ওয়াদা করেছিলেন। আর নবী-রাসূলগণের কথা তো সত্যিই ছিল। একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হবে, আর সকলকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করে দেয়া হবে।"

সূরা আয যুমারের ৬৭-৬৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ق وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ
مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ
مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاۤءَ اللّٰهُ ط ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى
فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۝ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاْيْٓءَ
بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

"এ লোকেরা তো আল্লাহর কোনো কদরই করলো না ; তাদের কদর করা যতখানি উচিত। (তাঁর পূর্ণমাত্রার কুদরতের অবস্থা তো এই যে,) কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে হবে এবং আকাশজগত তাঁর ডান হাতের মধ্যে পেঁচানো অবস্থায় থাকবে। এ লোকেরা যে শির্ক করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও উর্ধে। আর সেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। আর তারা সবাই মরে পড়ে যাবে, যারা আকাশজগত ও যমীনে আছে, সেই লোকদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ জীবন্ত রাখতে চান। পরে আর একবার শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা সকলেই উঠে দেখতে শুরু করবে। পৃথিবী তার আল্লাহর নূরে ঝলমল করে উঠবে। আমলনামা সামনে এনে রাখা হবে। নবী-রাসূল ও সকল সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। লোকদের মধ্যে যথাযথভাবে সত্য সহকারে ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।"–সূরা আয যুমার ঃ ৬৭-৬৯

www.amarboi.org

সূরা আদ দুখানের ১০-১১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَّغْشَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

"আচ্ছা, তোমরা অপেক্ষা করো সেই দিনের যখন আকাশজগত সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে এবং তা লোকদের ওপর আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এটা হলো পীড়াদায়ক আযাব।"

সূরা ক্বাফ-এর ৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۖ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۝

"পৃথিবী দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে, আর লোকেরা তার ভিতর থেকে বের হয়ে দ্রুততার সাথে পালিয়ে যেতে থাকবে। এ একত্রিতকরণ আমাদের জন্য খুবই সহজ।"

সূরা আত তূরের ৯-১০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

"তা সেদিন সংঘটিত হবে যখন আকাশজগত খুব মারাত্মকভাবে থরথর করে কাঁপবে। আর পর্বতসমূহ উড়ে বেড়াবে।"

সূরা আল কামারের ৬-৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۝ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝

"অতএব হে নবী! এদের থেকে লক্ষ ফিরিয়ে নাও যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন লোকেরা শংকাগ্রস্ত, কুণ্ঠিত চোখে নিজেদের কবরসমূহ থেকে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়িয়ে যেতে থাকবে। আর এ অমান্যকারীরাই (যারা দুনিয়ায় তার সত্যতা মেনে নিতে অস্বীকার করতো) তখন বলবে ঃ এ দিনটিতো বড়ই কঠিন কষ্টময়।"

www.amarboi.org

সূরা আর রাহমানের ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝

"(পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে) তোমাদের উপর আগুনের শিখা ও ধুঁয়া ছেড়ে দেয়া হবে, তোমরা যার মুকাবিলা করতে পারবে না।"

সূরা আর রাহমানের ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

"(অতপর কি হবে তখন) যখন নভোজগত দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার মতো রক্তবর্ণ ধারণ করবে ?"

সূরা আল ওয়াকেয়ার ৩-৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝

"তা হবে উঁচু-নিচুকারী মহাপ্রলয়। পৃথিবীটা তখন হঠাৎ করে নেড়ে কাঁপিয়ে দেয়া হবে। আর পাহাড় এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে।"

সূরা হাক্কার ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝

"এবং ভূতল ও পবর্তরাশিকে ওপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।"

সূরা আল হাক্কার ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۔

"সেদিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে এবং তার বাঁধন শিথিল হয়ে পড়বে।"

সূরা মাআরিজর ৮-৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

"(সেই আযাব হবে সেদিন) যেদিন আকাশজগত বিগলিত রৌপ্যের মতো হয়ে যাবে। আর পর্বতগুলো রংবেরংয়ের ধুনা পশমের মত হয়ে যাবে।"

www.amarboi.org

সূরা আল মুযাম্মিলের ১৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلاً ○

"এটা হবে সেদিন যখন পৃথিবী ও পর্বত কেঁপে উঠবে। আর পর্বতসমূহের অবস্থা এমন হবে যেন বালুকাস্তূপ, যা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে।"

সূরা আল মুযাম্মিলের ১৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ط كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلاً ـ

"যার কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে ? আল্লাহর ওয়াদা তো পূর্ণ হবে অবশ্যই।"

সূরা আল কিয়ামাহর ৮-৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

"এবং চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে এবং চাঁদ ও সূর্য মিলে একাকার করে দেয়া হবে।"

সূরা আল মুরসালাতের ৮-১০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝ وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ن وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝

"পরে যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হয়ে যাবে, আকাশ বিদীর্ণ করা হবে, পাহাড় ধুনে ফেলা হবে।"

সূরা আন নাবার ১৮-২০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

"সেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে ; তখন তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে। আর আকাশজগত উন্মুক্ত করে দেয়া হবে—ফলে তা কেবল দুয়ার আর দুয়ার হয়ে দাঁড়াবে। পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে। পরিণামে তা কেবল মরীচিকায় পরিণত হবে।"

সূরা আন নাযিআতের ১৩-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

www.amarboi.org

"অথচ এটাতো এতটুকু মাত্র কাজ যে, একটি প্রবল আকারের হুমকি পড়বে এবং সহসাই এরা উন্মুক্ত ময়দানে উপস্থিত হয়ে পড়বে।"

সূরা আত তাকবীরের ১-৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝

"যখন সূর্য গুটিয়ে দেয়া হবে। যখন তারকাসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। যখন পর্বতসমূহ চলমান করে দেয়া হবে। যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলোকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে। আর যখন সব জন্তু-জানোয়ার চারদিক থেকে গুটিয়ে একত্রিত করা হবে। এবং সমুদ্র যখন উত্তেজিত করা হবে। আর যখন প্রাণীগুলোকে (শরীরের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে।"

সূরা আত তাকবীরের ১১-১৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝

"যখন আকাশজগতের অন্তরাল দূরীভূত হবে, যখন জাহান্নাম প্রজ্জলিত হবে, আর যখন জান্নাত নিকটে আনা হবে।"

সূরা আল ইনফিতারের ১-৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝

"যখন আকাশজগত চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, যখন তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, যখন সমুদ্রসমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে, আর যখন কবরসমূহ খুলে দেয়া হবে।"

সূরা আল ইনশিকাকের ১-৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

www.amarboi.org

"যখন আসমান দীর্ণ হবে, এবং স্বীয় আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্য এটাই যথার্থ (যে নিজের আল্লাহর নির্দেশ মানবে), যমীন সম্প্রসারিত করা হবে, এবং তার গর্ভে যাকিছু আছে তা সব বাইরে নিক্ষেপ করে শূন্য হয়ে যাবে। এটা করে তার আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে, আর এটাই তার জন্য বাঞ্ছনীয় (যে তা পালন করে)।"

সূরা আল ফজরের ২১-২৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝

"কক্ষণো নয়, পৃথিবী যখন ক্রমাগত কুটিয়ে কুটিয়ে বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে এবং তোমার আল্লাহ আত্মপ্রকাশ করবেন—এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে ও জাহান্নাম সেদিন সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হবে। সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে। কিন্তু তখন তার বোধশক্তি জাগ্রত হওয়ায় কি লাভ হবে।"

সূরা যিলযালের ১-২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝

"পৃথিবী যখন ভীষণভাবে দুলিয়ে দেয়া হবে। এবং যমীন নিজের মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে।"

সূরা আল কারিআর ৪-৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝

"সেদিন যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার ন্যায় এবং পাহাড় রং-বেরং-এর ধুনা পশমের মতো হবে।"

কুরআনে কারীমের এ ৩২ জায়গায় কিয়ামতের দিনের প্রাকৃতিক অবস্থা কি হবে তার হৃদয় বিদারক ছবি আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন এঁকে দিয়েছেন।

কিয়ামত

কবরের নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবার পর আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর নির্দিষ্ট করা সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া লয়-প্রলয় হয়ে যাবে। বিলীন হয়ে যাবে এ

www.amarboi.org

দুনিয়ার সবকিছু। এ দিনকেই কুরআনে 'কিয়ামাত' 'সাআত' 'ইয়াওমুল মাওউদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের জীবনাবসান হলো মৃত্যু। আর নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবার পর দুনিয়ার ধ্বংসকে কিয়ামত বলা হয়।

কুরআন হাদীসের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ এ দুনিয়া তার মেয়াদ শেষে বিলীন করে দেয়ার জন্য তার মনোনীত ফেরেশতা হযরত ইসরাফিল আ.-কে নির্দেশ দিবেন। শিঙায় ফুঁকা তিন ভাগে হবে বলে হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।–বুখারী

হঠাৎ করেই এ শিঙা ফুঁকা আরম্ভ হবে, এ ফুঁক দিয়ে সকলকে ভীতসন্ত্রস্ত করে কাঁপিয়ে তুলা হবে। এ ফুঁককে বলা হয় "নাফ্খাতুল ফাযাআ" কম্পন সৃষ্টকারী ফুঁক।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ পাক সূরা আন নাহলের ৭৭ আয়াতে বলেন ঃ

وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○

"কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় কায়েম হওয়ার ব্যাপারে—কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না। শুধু এতোটুকু সময় মাত্র লাগবে। যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে, অথবা তার চেয়েও কম সময়ে। মূলকথা হলো আল্লাহ সবকিছুই করতে পারেন।"

শিঙায় ফুঁক দিয়ে এ দুনিয়া ও এর সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়া হবে। এ বর্ণনা সূরা আয যুমারের ৬৮ আয়াতেও আল্লাহ এভাবে বলেছেন ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ط-

"আর (আল্লাহর হুকুমে) সেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই মরে পড়ে থাকবে। তারা ছাড়া, যাদেরকে আল্লাহ জীবিত রাখতে চাইবেন।"

আর বাকী থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। তিনি সূরা আর রহমানের ২৭ আয়াতে এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ-

www.amarboi.org

"আর বাকী থাকবে তোমার মহীয়ান গরিয়ান রবের সত্তা।"

ভয়াবহ দিন

এ শিঙার ফুঁকে দুনিয়া প্রলয়কাণ্ড তথা কিয়ামত সংঘটিত হবার ভয়াবহ বিবরণ আল্লাহ পাক তাঁর কিতাব আল কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সূরা আল হজ্জের ১-২ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবার একটা সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ○ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ○

"হে লোকেরা ! তোমরা তোমাদের রবের গযব হতে আত্মরক্ষা করো। কারণ কিয়ামতের দিনের কম্পন বড়ো ভয়াবহ ব্যাপার ! যে দিন তোমরা এই কম্পন দেখবে, সে দিনের ভয়াবহতার অবস্থা এমন হবে যে, সেদিন প্রত্যেক দুধ দানকারিণী মা তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে দুধ দিতে ভুলে যাবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। বরং আল্লাহর আযাবই হবে বড়ো ভয়াবহ।"

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সূরা ত্বা-হার ১০৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ○

"এ লোকেরা তোমার নিকট প্রশ্ন করে যে, সেদিন এ পাহাড় কোথায় বিলীন হয়ে যাবে ? বলো, আমার রব এগুলোকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দিবেন।"

সূরা আল মুযযাম্মিলের ১৭-১৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا○ نِ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ط كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا○

"তোমরাও যদি মেনে নিতে অস্বীকার করো, তাহলে সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যে দিনটি বালকদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিবে। এবং যার

www.amarboi.org

. কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে ? আল্লাহর ওয়াদা তো পূর্ণ হবে অবশ্যই।"

সূরা আল মাআরিজের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ○

"আর পাহাড় পর্বতগুলো রং বেরংয়ের ধূনা পশমের মতো মনে হবে।"

সূরা আল কারিয়ার ১-৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝

"ভয়াবহ দুর্ঘটনা ! কি সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ? তুমি কি জান সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা কি ? সেদিন যখন মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার ন্যায় এবং পাহাড় রং-বেরং-এর ধূনা পশমের মতো হবে।"

সূরা ইবরাহীমের ৪৮-৫১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ○ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ○ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

"তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও। যেদিন যমীন আসমানকে বদল করে অন্য রকম করে দেয়া হবে। এবং সবকিছু মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাযির হবে। সেদিন তুমি পাপীদেরকে দেখবে শৃংখলে হাত-পা শক্ত করে বাঁধা রয়েছে। আলকাতরার পোশাক পরে থাকবে। আর আগুনের লেলীহান শিখা তাদের চেহারার ওপর ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটা এজন্য হবে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেবেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী।"

সূরা কাফ-এর ২২-২৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ○ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ○

www.amarboi.org

"সেদিন আল্লাহ প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে বলবেন, এদিনের প্রতি তুমি অবহেলায় জীবন কাটিয়েছো। আজ তোমাদের চোখের পর্দা আমি সরিয়ে দিয়েছি যা তুমি বিশ্বাস করতে চাওনি। অন্তরের চোখ দিয়ে তুমি দেখতে চাওনি। আজ তা দেখে নাও। এ সত্য দেখার জন্য আজ আমি তোমার দৃষ্টি প্রখর করে দিয়েছি। তার সঙ্গী নিবেদন করলো এই সেই লোক যে আমার নিকট সোপর্দ করা ছিল, উপস্থিত হয়েছে।"

প্রলয়ংকারী কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা কুরআনে কারীমের অনেক সূরায় স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। যেসব কথা শুনলে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। এভাবে কিয়ামাত সংঘটিত হয়ে দুনিয়া ও এর ভিতর যা কিছু থাকবে সব ধ্বংস করে দেয়া হবে।

দ্বিতীয় শিঙা

প্রথম শিঙা ফুঁকার পরে দ্বিতীয় শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। এ ফুঁককে বলা হয় 'নাফখাতুস সাআক্ব'। এটা হবে আগেরটার চেয়েও আরো বেশী ভয়ংকর। এ ধ্বনীর সাথে সাথে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রথম শিঙা ফুঁকার পর আবার শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। একথা কুরআনে সূরা আয যুমারের ৬৮ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ○

"তারপর আর একবার শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে শুরু করবে।"

তৃতীয় শিঙা

এ তৃতীয় শিঙাকে বলা হয় 'নাফখাতুল কিয়াম লিরব্বাব্ব'। এটাই হলো পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন। এতে সকলকে উঠে দাঁড়াতে হবে। অবিশ্বাসী কাফের মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদরা এ পুনর্জীবনকে বিশ্বাস করতে চায় না। তাদের কাছে হাড়-মাংস সব পঁচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যাবার পর তা আবার জন্ম নেয়া অসম্ভব। এ কাজটাও আল্লাহর জন্য কতো সহজ তা কুরআনে আঁকা চিত্র হতে শুনুন। মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বারের জীবন এবং দুনিয়ায় কৃত করা ছোট, বড়ো, গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজ কিভাবে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে তা সূরা যিলযালের প্রথম আয়াত থেকে শুরু করে শুনুন ঃ

www.amarboi.org

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝

"পৃথিবীকে যখন ভীষণভাবে আন্দোলিত করা হবে অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে এবং যমীন নিজের ভিতরের সব বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করে দেবে এবং মানুষ বলবে এর কি হয়েছে ? সেদিন যমীন নিজের উপরে ঘটিত সব অবস্থা বলে দেবে।"–সূরা যিলযাল ঃ ১-৪

এবার নতুন করে সৃষ্টি করার বিষয়ে সূরা কাফ-এর ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ط بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

"আমরা কি প্রথমবারের সৃষ্টিকার্যে অসমর্থ ছিলাম ? অথচ একটি নবতর সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে এ লোকেরা সংশয়ে পড়ে আছে।"

সূরা আল আম্বিয়ায় ১০৪ আয়াতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ط وَعْدًا عَلَيْنَا ط اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

"সেদিন আমি আসমানকে তাবীজের পৃষ্ঠার মতো ভাঁজ করে রাখবো। আমার প্রথম সৃষ্টির সূচনা যেভাবে করেছিলাম। ঠিক এভাবে আমি পুনরাবৃত্তি করবো। এটা একটা ওয়াদা বিশেষ, যা পূরণ করার দায়িত্ব আমার। একাজ আমাকে অবশ্য করতে হবে।"

সূরা আল কিয়ামাহর ৩৪ আয়াতে আছে ঃ

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى -

"এরূপ আচরণ তোমার জন্যই উপযুক্ত এবং তোমাকেই শোভা পায়।"

সূরা হূদের ১০৩ আয়াতে ঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ط لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ -

"তা এমন একটি দিন হবে, যখন সব মানুষই একত্রিত হবে। তারপর সেদিন যাকিছুই হবে, তা সকলের চোখের সামনেই অনুষ্ঠিত হবে।"

www.amarboi.org

সূরা আল মাআরিজের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ○

"সেদিন আকাশসমূহ হবে বিগলিত তামার মতো।"

সূরা আর রাহমানের ৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○

"তখন কেমন হবে, যখন আকাশসমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তা রক্তিম বর্ণ ধারণ করবে।"

সূরা আল ওয়াকিয়ার ৪৯-৫০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ○ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

"(হে নবী!) এ লোকদেরকে বলো ঃ নিশ্চয়ই নিসন্দেহে আগের ও পরের সকলকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে, তার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।"

www.amarboi.org

হাশর

হাশরের দৃশ্য

শেষবারের শিঙায় ফুঁক দেবার পর যে যে জায়গায় মানুষ কবরস্থ হয়েছে অথবা কিয়ামতের দিনের শিঙা ফুঁকার পর ধ্বংস হয়ে পড়েছিলো সেখান থেকে সকলেই উত্থিত হবে। কিভাবে উত্থিত হবে আর জড়ো হবে এক জায়গায় তার অনুপম বর্ণনা আল্লাহ পাক কুরআনে পাকে এঁকে এঁকে এর ছবি দেখিয়ে দিয়েছেন। এ এক জায়গায় একত্রিত হবার নামই হাশর। যে জায়গায় জমা হবে সেটা হাশরের ময়দান।

সূরা ইয়াসীনের ৫১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○

"পরে শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তারা নিজেদের আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে পড়বে।"

হাশরের দিন গোটা ভূপৃষ্ঠকে সমতল ভূমি করে দেয়া হবে। সূরা ত্ব-হা ১০৫-১০৭ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا ۝

"এই লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে যে, সেদিন এই পাহাড় কোথায় বিলীন হয়ে যাবে ? বলো, আমার আল্লাহ এগুলোকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দিবেন,। আর যমীনকে এমনভাবে সমতল রুক্ষ ধূসর ময়দানে রূপান্তরিত করা হবে। তুমি এতে কোনো উঁচু-নীচু ও সংকোচন দেখতে পাবে না।"

সূরা ইবরাহীমের ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

"যখন যমীন ও আকাশকে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। সবকিছু পরম পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উন্মোচিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।"

এখানে বলা হয়েছে গোটা ভূপৃষ্ঠের নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ভরাট করে পাহাড় পর্বতগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধূলায় পরিণত করা হবে। বন

www.amarboi.org

জঙ্গল অপসারিত হয়ে গোটা ভূপৃষ্ঠ সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। এটাই হাশরের মাঠ। সূরা আল কাহ্‌ফের ৪৭ আয়াতে হাশরের দিনের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে এভাবে ঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا

"যখন আমরা পাহাড়-পর্বতগুলোকে চালিয়ে দেবো। তোমরা তখন জমীনকে পরিপূর্ণ উলঙ্গ দেখতে পাবে। আর আমরা সকল মানুষকে এমনভাবে ঘিরে এনে এক জায়গায় জমা করবো যে, তাদের আগের বা পরের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।"

ভূগর্ভ সব বের করে দেবে

হাশরের দিন তৃতীয় শিঙায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে ভূগর্ভ তার পেটের সবকিছু বের করে দেবে।

সূরা আল যিলযালের ২-৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۚ

"যমীন নিজের ভিতরের সব বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হয়েছে ?"–সূরা যিলযাল ঃ ১-৪

সূরা আল হজ্জের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ○

"কিয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সে লোকদেরকে অবশ্যই উঠাবেন যারা কবরে অন্তর্হিত হয়েছে।"

সূরা আল আদিয়াতে ৯-১০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۝ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۝

"তাহলে সে কি সেই সময়কে জানে না, যখন কবরে যাকিছু আছে তা বের করে দেয়া হবে এবং বুকে যাকিছু আছে তা বাইরে এনে তার যাচাই-বাচাই করা হবে ?"

সূরা আল কামারের ৬-৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَىْءٍ نُّكُرٍ ۝ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝

www.amarboi.org

"অতএব হে নবী! এদের থেকে লক্ষ ফিরিয়ে নাও। যেদিন আহ্বানকারী এক কঠিন দুঃসহ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাবে, সেদিন লোকেরা শংকাগ্রস্ত, কুণ্ঠিত চোখে নিজেদের কবরসমূহ হতে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল।"

হাশরের ময়দানে সকল মানুষ একত্রিত হবে। এ মর্মে আল্লাহ সূরা হুদের ১০৩ আয়াতে বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ○

"এটা এমন একদিন। যেদিন সকল মানুষ একত্রিত হবে। সেদিন যাকিছু হবে তা সকলের চোখের সামনেই অনুষ্ঠিত হবে।"

সূরা আল ওয়াকিয়ার ৪৯-৫০ আয়াতে আল্লাহ হাশরের ময়দানে একত্রিত হবার কথা এভাবে বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ○ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

"বলো হে নবী! আগের ও পরের সব মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে, তার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।"

হাশরের দিন আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না। সূরা আর রহমানের ৩৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ○

"হে মানুষ ও জিনের দলেরা তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর সীমালংঘন করে যদি পালিয়ে যেতে সক্ষমও হও তবে পালিয়ে দেখ—না, পালিয়ে যেতে পারবে না। সেজন্য তো বেশি শক্তি সামর্থের প্রয়োজন।"

আহ্বানকারীর আহ্বানে সবাইকে সাড়া দিতে হবে

হাশরের দিন সকলকেই আহবানকারীর আহবানে অর্থাৎ ইসরাফিলের শিঙায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে হাশরের ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। আল্লাহ এ সম্পর্কে আল কুরআনে সূরা ত্বা-হার ১০৮ আয়াতে বলেছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ○

"সেদিন সব লোক ঘোষণাকারীর ডাকে সোজা চলে আসবে। দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যাবে। অতএব মৃদ গুঞ্জন ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না।"

www.amarboi.org

সূরা আল মাআরিজের ৪৩ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ○

"এরা নিজেদের কবর থেকে নির্গত হয়ে এমনভাবে দৌড়িয়ে যেতে শুরু করবে, যেন নিজেদের দেবতাদের স্থানসমূহের দিকে দৌড়াচ্ছে।"

সেদিন সব ক্ষমতার মালিক হবেন আল্লাহ

হাশরের দিন সর্বময় ক্ষমতার মালিক হবেন একমাত্র আল্লাহ। সেদিনের ক্ষমতার মালিকানা সম্পর্কে আল্লাহ সূরা আল মু'মিনের ১৬ আয়াতে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন ঃ

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ج لَايَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ط لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ○

"সেদিন যখন সকল মানুষ আবরণ শূন্য হবে। আল্লাহর কাছে তাদের গোপন করার কিছু থাকবে না। সেদিন ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, আজ রাজত্ব কার ? সমগ্র সৃষ্টি লোক বলে উঠবে একক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর।"

সেদিন দুনিয়ার সব মেকী রাজা-বাদশাহদের রাজত্ব ও বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। শুধু একমাত্র আল্লাহর বাদশাহী কায়েম হবে। যিনি প্রকৃতই গোটা সৃষ্টি জগতের বাদশাহ। সূরা আল ফুরকানের ২৬ আয়াতে একথাটাই আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ط ـ

"সেদিন প্রকৃত বাদশাহী হবে রহমানের।"

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আল্লাহ এক হাতে আসমান এবং আর এক হাতে যমীনকে মুঠো করে ধরে বলবেন, আমি বাদশাহ, আমি পরাক্রমশালী। আজ বিশ্বের রাজা-বাদশাহরা কোথায় ? কোথায় আজ প্রতাপ-প্রতিপত্তিশালীরা ? দাম্ভিক অহংকারীদের দল আজ কোথায় ?

হাশরের ময়দানে অণু-পরমাণু পরিমাণ আমলও হাযির করা হবে

মানুষের দুনিয়ার জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমলও হাশরের ময়দানে হাযির করা হবে। আল্লাহ এ ব্যাপারে সূরা লুকমানের ১৬ আয়াতে বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

"হে বৎস! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানার মতো ছোট হয়, আবার তা পাথরের মধ্যে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে থাকে। তবে তাও আল্লাহ হাযির করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সবজান্তা।"

প্রতিটি ক্ষুদ্র নেক ও বদ আমলের ফল হাশরের দিন দেয়া হবে

মানুষের দুনিয়ায় করা কণা পরিমাণ নেক কাজেরও বিনিময় হাশরের ময়দানে দেয়া হবে। সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম নেক কাজের ফল পাওয়া থেকে কোনো মানুষকে বঞ্চিত রাখা হবে না। অপরদিকে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বদ আমল বা খারাপ কাজের শাস্তিও তাকে ভোগ করতে হবে। আল্লাহ সূরা যিলযালের ৭ ও ৮ আয়াতে একথাটিই অতি সুন্দর ও মনোরম ভঙ্গিতে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

"কেউ যদি দুনিয়ায় অণু-পরমাণু পরিমাণ সৎকাজও করে থাকে হাশরের ময়দানে তা সে দেখতে পাবে। অপর পক্ষে কেউ যদি দুনিয়ায় অণু-পরমাণু পরিমাণ বদ কাজ করে থাকে তাও সে সেখানে দেখতে পাবে।"

যার হিসাব তাকেই দিতে হবে

হাশরের দিন আল্লাহর দরবারে যার হিসাব তাকেই দিতে হবে।কেউ কারো হিসাবের জন্য দায়ী হবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে সূরা আন নাহলের ১১১ আয়াতে একথাটাই বলেছেন ঃ

يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

"(এসব কিছুরই ফায়সালা সেদিন হবে) যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের বাঁচার চিন্তায় লেগে থাকবে এবং প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের বদলা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর কারো ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম হতে পারবে না।"

www.amarboi.org

সূরা বনী ইসরাঈলের ১৩-১৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ○

"মূলকথা হলো, সেদিন প্রত্যেকেই নিজের হিসাব কিতাব দেবার জন্য নিজেই যথেষ্ট হবে। কারো সাহায্য নিয়ে হিসাব দেয়া লাগবে না। আর এ হিসাব দিতে গিয়ে না কেউ কারো থেকে সাহায্য পাবে আর না কারো সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞেস করা হবে।"

প্রত্যেককে একা একা আল্লাহর কাছে হাযির হতে হবে

সারিবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়ে কেউ আল্লাহর দরবারে দাবী আদায়ের জন্য যেতে পারবে না। আল্লাহর কাছে প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা ও একা একা হাযির হতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক সূরা আল আনআমের ৯৪ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ

"নাও, এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে একাকীই আমাদের সামনে হাযির হয়েছো, যেমন আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে আমরা দুনিয়ায় যা কিছু দিয়েছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে রেখে এসেছো।"

মাটি সবকিছু উগলে দেবে

তৃতীয় শিঙায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথে সকলের থাকার স্ব স্ব স্থান কবর ইত্যাদি তাদেরকে হাশরের ময়দানে হাযির হবার জন্য নিক্ষেপ করবে। সূরা যিলযালের ১-৫ আয়াতে এ ছবিটি সুন্দরভাবে আল্লাহ পাক দেখিয়ে দিয়েছেন।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ○ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ○ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ○ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ○

"পৃথিবী যখন ভীষণভাবে দুলিয়ে দেয়া হবে এবং যমীন নিজের মধ্যকার সব বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে, এবং মানুষ বলে উঠবে, তার কি

www.amarboi.org

হয়েছে ? সেদিন তা নিজের ওপরে ঘটিত সমস্ত অবস্থা বলে দিবে। কেননা, তোমার আল্লাহ তাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়ে থাকবেন।"

সে দিনের অসহায়ত্ব

হাশরের দিন মানুষ কতো অসহায় হবে তার বিবরণ দেয়া কঠিন। সেদিন কেউ কারো দিকে তাকাবে না। নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যই সকলে ব্যস্ত থাকবে। সূরা আল আবাসার ৩৩-৩৭ আয়াতে হাশরের ময়দানের এ চিত্রটি আল্লাহ এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ○ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ○

"সর্বশেষ যখন সেই কান বধিরকারী ধ্বনি উচ্চারিত হবে, সেদিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা, নিজের পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি থেকে পালাবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেদিন এমন সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ রাখার মত অবস্থা থাকবে না।"

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ দেবে

হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার সামনে মানুষের নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে। সূরা হা-মীম সাজদার ১৯-২১ আয়াতে সাক্ষী দেবার ছবিটি এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○ حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

"সে সময়ের কথা একটু খেয়াল করো, যখন আল্লাহর এ দুশমনগণকে জাহান্নামের দিকে যাবার জন্য পরিবেষ্টিত করা হবে। তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরবর্তীদের আগমন পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে। পরে সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের কান, চোখ ও দেহের

www.amarboi.org

চামড়া সাক্ষ দেবে, তারা দুনিয়ায় কি কি কাজ করেছিলো। তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ দিলে ? তারা জবাবে বলবে ঃ আমাদের সেই আল্লাহই কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি-সম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।"

নবীরা পাপীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে

সূরা আন নিসার ৪১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ○

"তারপরে চিন্তা করো যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো এবং এসব বিষয় সম্পর্কে সাক্ষী হিসেবে পেশ করবে তখন তারা কি করবে।"

হাশরের দিন মানুষ দু' দলে বিভক্ত হবে

হাশরের দিন মানুষ দু' দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদলে থাকবে কিছু বদলোক তারা হবে হতভাগ্য। আর অন্যদলে থাকবে কিছু নেক লোক, তারা হবেন সৌভাগ্যবান। সূরা হুদের ১০৫-১০৮ আয়াতে আল্লাহ এ দুই দলের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

يَوْمَ يَاْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ○ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۭ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ○

"ওই দিনটি অর্থাৎ হাশরের দিনে যখন কারো পক্ষে কোনো কথা বলা সম্ভব হবে না। তবে আল্লাহর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে কিছু বললে অন্য কথা। অনন্তর এদিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক হবে সৌভাগ্যবান। যারা হতভাগ্য হবে তারা জাহান্নামে যাবে। তারা হাঁপাতে থাকবে ও আর্তচীৎকার করতে থাকবে। আর এ অবস্থায়ই তারা

www.amarboi.org

চিরদিন পড়ে থাকবে যতদিন যমীন ও আসমান বর্তমান আছে। অবশ্য তোমার আল্লাহ অন্য রকম কিছু চাইলে স্বতন্ত্র কথা। কোনোই সন্দেহ নেই যে, তোমার আল্লাহর ইখতিয়ার রয়েছে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার রাখেন। আর যারা সৌভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতে যাবে এবং সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন পর্যন্ত যমীন ও আসমান বর্তমান। তোমার আল্লাহ অন্য রকম কিছু করতে চাইলে অন্য কথা। তারা এমন প্রতিদান লাভ করবে যার ধারাবাহিকতা কখনই ছিন্ন হবে না।"

আসমান যমীন বলতে এখানে আখিরাতের আসমান যমীনকে বুঝানো হয়েছে। যা কখনো ধ্বংস হবে না। একথা বলে সেখানকার অবস্থানের স্থায়িত্ব বুঝানোই উদ্দেশ্য। তোমার রব চাইলে স্বতন্ত্র কথা। অর্থাৎ কোনো কাজ করেই আল্লাহ অক্ষম হয়ে পড়বেন না। সব সময়ই তিনি সকল জিনিসের ওপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি যখন যা চান তা বিনা বাধায় ও বিনা কায়-ক্লেশে সমাধান করতে পারেন।

হাশরের দিন দু রকম চেহারা দেখা যাবে

হাশরের ময়দানে দু রকম চেহারা নিয়ে মানুষেরা উঠে আসবে। একদল হাস্যোজ্জ্বল। আর একদল কালিমা লিপ্ত। তাদের কথা আল্লাহ পাক সূরা আবাসার ৩৮-৪২ আয়াতে এভাবে বলেছেন ঃ

وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝ وَوُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝ أُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

"সেদিন কিছু লোকের চেহারা ঝকঝক করতে থাকবে। হাসি খুশীতে ভরা ও সন্তুষ্ট স্বাচ্ছন্দ হবে। আবার কতিপয় লোকের মুখাবয়ব ধূলিমলিন হবে, অন্ধকারে চেহারা আচ্ছন্ন থাকবে।"

যখন আমলনামা হাতে দেয়া হবে

হাশরের দিন যখন তাদের হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখা যাবে। আল্লাহ এ দৃশ্যটির কথা সূরা আল কাহ্‌ফের ৪৯ আয়াতে এভাবে বলেছেন ঃ

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ

www.amarboi.org

هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

"আর যখন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তখন তোমরা দেখবে যে, অপরাধী লোকেরা নিজেদের কিতাবে লিখিত সব বিষয় সম্পর্কে খুবই ভয় পাচ্ছে। আর বলছে, হায়রে দুর্ভাগ্য! এটা কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট বড় কোনো কাজই এমন থেকে যায়নি যা এতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তারা যে যা করেছিল তা সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে, আর তোমার আল্লাহ কারো প্রতি একবিন্দু যুলুম করবেন না।"

ডান হাতে পাওয়া আমলনামা

ডান হাতে যারা আমলনামা পাবেন তাদের চিত্র আল্লাহপাক সূরা আল হাক্কার ১৯-২০ আয়াতে এভাবে বলেছেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝

"সে সময় অর্থাৎ হাশরের দিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, দেখ দেখ, পড় আমার আমলনামা। আমি মনে করেছিলাম যে, আমার হিসাব অবশ্যই পাওয়া যাবে।"

বাম হাতে পাওয়া আমলনামা

বাম হাতে যারা তাদের আমলনামা পাবে তারা কি বলবে ও তাদের অবস্থা কেমন হবে তার চিত্র আল্লাহ পাক সূরা আল হাক্কার ২৫-৩৭ আয়াতে এঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ۝ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ۝ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ

www.amarboi.org

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝ لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝

"আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলে উঠবে হায়! আমার আমলনামা আমাকে যদি দেয়া না হতো। আর আমার হিসাব কি তা যদি আমি না-ই জানতাম ! হায়, আমার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো ! আজ আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজে আসলো না। আমার সব ক্ষমতা আধিপত্য প্রভুত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন নির্দেশ দেয়া হবে ঃ ধরো লোকটিকে, তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও, অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। এরপর তাকে সত্তর হাতের দীর্ঘ শিকলে বেঁধে দাও। সে লোকটি না মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছে, আর না সে মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোয় উৎসাহ দান করতো। এ কারণে আজ এখানে তার সহানুভূতিশীল সহমর্মী বন্ধু কেউ নেই। আর না আছে ক্ষত-নিঃসৃত রস ছাড়া তার কোনো খাদ্য— নিতান্ত অপরাধী লোক ছাড়া যা আর কেউই খায় না।"

হাশরের ময়দানে ভণ্ড প্রতারকদের অসহায়ত্ব

হাশরের ময়দানে পাপী ভণ্ড প্রতারকরা কেমন অসহায় হয়ে পড়বে তারও চিত্র সূরা ইবরাহীমের ২১ আয়াতে আঁকা হয়েছে। অথচ তারা প্রতারণা করে নিজেদেরকে বুদ্ধিমান ও চালাক মনে করতো। আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۭ سَوَاۗءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

"আর এ লোকেরা যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহর সামনে উম্মোচিত হবে, তখন এদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে দুর্বল ছিল তারা যারা বড়লোক বনেছিল তাদেরকে বলবে ঃ দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাবার জন্যও কিছু করতে পারো ? তারা জবাব দিবে ঃ আল্লাহ যদি আমাদেরকেই মুক্তির কোনো পথ দেখাতেন তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরও দেখাতাম।

www.amarboi.org

এখন আহাজারী করি কি ধৈর্য অবলম্বন করি উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের রক্ষা ও মুক্তি লাভের কোনো উপায়ই নেই।"

হাশরের দিন শয়তানের অবস্থা

হাশরের ময়দানে সবকিছুর ফায়সালা হয়ে যাবার পর শয়তান অসহায় হয়ে যাবে। শয়তানের এ অসহায়ত্বের চিত্র আল্লাহ সূরা ইবরাহীমের ২২ আয়াতে চিত্রিত করে বলেছেন ঃ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"আর হাশরের দিনের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবার পর শয়তান বলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যেসব ওয়াদা করেছিলেন তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম তার মধ্যে কোনো একটিও পালন করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিল না। আমি এটা ছাড়া আর তো কিছু করিনি—শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। এখন আমাকে দোষ দিও না—তিরস্কার করো না, নিজেকেই নিজে তিরস্কৃত করো, এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পারো। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এরূপ যালেমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।"

www.amarboi.org

হাশরের ময়দানের আরো কিছু ভয়াবহ অবস্থা

কবর থেকে মানুষের উঠে আসা

তিরমিযীতে আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন ঃ আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, শেষ শিঙা ফুঁকার পর সবার আগে যমীন বিদীর্ণ করে আমাকে উঠানো হবে। তারপর আবু বকর ও ওমর উঠে আসবে। তারপর আমি জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে যাবো। তাদেরকেও আমার সাথে একত্রিত করা হবে। এরপর মক্কাবাসীদেরকেও আমার সাথে একত্র করা হবে। অতপর আমি হারামাঈনবাসীদের মাঝে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবো।

যারা কবরে আছে তারা তো শিঙার আওয়াজ শুনেই কবর হতে বেরিয়ে আসবে। যাদেরকে আগুনে জ্বালানো হয়েছে অথবা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে কিংবা জঙ্গলে হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলেছে তারাও আপন আপন জায়গা হতে দেহপ্রাপ্ত হয়ে হাশরের ময়দানে এসে একত্রিত হবে।

হাশরের ময়দানে মানুষ উলঙ্গ ও খতনা বিহীন হওয়া

বুখারী ও মুসলিমে আছে ঃ হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হাশরের দিন মানুষকে খোলা পায়ে ও খতনা বিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। একথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নারী পুরুষ সকলেই কি উলঙ্গ হয়ে উঠবে ? একে অপরকে দেখতে পাবে ? এটাতো খুবই শরমের কথা। একথা শুনে আল্লাহর রাসূল সা. বলেন, হে আয়েশা ! হাশরের দিন এতো কঠিন ও ভয়াবহ হবে, মানুষ এতো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে যে, তখন কারো দিকে কারো তাকাবার খেয়ালই থাকবে না।

আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন। তোমাদেরকে হাশরের দিন অবশ্যই খালি পায়ে, নগ্ন দেহে ও খতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। তারপর তিনি কালামে পাকের সূরা আল আম্বিয়ার ১০৪ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ○

"আমি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি ঠিক সেভাবে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবো। এটা আমার মজবুত ওয়াদা। আর এই কাজ আমি করবোই।"

www.amarboi.org

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে। আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, অতপর কিয়ামতের দিন সবার আগে হযরত ইবরাহীম আ.-কে পোশাক পরানো হবে। এর কারণ হিসাবে উলামায়ে কিরাম বলেন, যেহেতু তিনিই সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করেছেন অথবা তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করার সময় নগ্ন করে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। তাই আগে তাঁকে পোশাক পরিধান করানো হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, সবার আগে যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হযরত ইবরাহীম আ.। আল্লাহ বলবেন, আমার বন্ধুকে কাপড় পরাও। তারপর জান্নাত হতে দুটি মসৃণ নরম ও সাদা রঙের কাপড় তাঁকে পরাবার জন্য আনা হবে। তারপর আমাকে পরানো হবে।

কবর হতে উঠে হাশরের মাঠে যাওয়া

তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, হাশরের দিন তিন প্রকার মানুষকে একত্রিত করা হবে। (১) পায়ে চলা দল, (২) সওয়ার হওয়া দল, (৩) চেহারার উপর ভর করে চলার দল। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! চেহারার ওপর ভর করে তারা কিভাবে চলবে, জবাবে আল্লাহর রাসূল বললেন, যে পবিত্র সত্তা তাদেরকে পায়ে ভর করে চালিয়েছেন তিনি তাদেরকে চেহারার উপর ভর করে চালাবার ক্ষমতাও রাখেন। তারপর তিনি বলেন, জেনে রেখো, চেহারার উপর ভর করে এমনভাবে চলবে, যেমন যমীনের উঁচু নিচু জায়গা এবং কাঁটা থেকেও নিজেকে রক্ষা করতো। এটা হবে কাফেরদের অবস্থা। কারণ দুনিয়ায় তারা তাদের চেহারা আল্লাহর সামনে নত করেনি। গর্ব ও অহংকারে মাথানত করে আল্লাহকে সাজদা করতে অস্বীকার করেছে। এখন তার বদলা নিয়ে সে মাথাকে নত করে মাটির সাথে মিশিয়ে হাটাবেন। এটা আল্লাহর জন্য অসম্ভব কিছু না।

কাফেরদেরকে বোবা, বধির ও অন্ধ করে উঠানো হবে

হাশরের ময়দানে আল্লাহ কাফেরদেরকে বোবা, বধির ও অন্ধ করে উঠাবেন। সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৭ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ـ

"আমি তাদেরকে হাশরের ময়দানে অন্ধ, বোবা ও বধির বানিয়ে চেহারার ওপর ভর করে বিচরণ করাবো।"

www.amarboi.org

সূরা ত্বা-হার ১২৪-১২৭ আয়াতে একথাটাই আল্লাহ এভাবে বলেছেন ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ○ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ○ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ○ وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ○

"আর যে আমার স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাবো সে বলবে, হে আল্লাহ! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে ? আল্লাহ তাআলা বলবেন, হ্যাঁ, এমনিভাবেই তো আমার আয়াতগুলো যখন তোমার নিকট এসেছিলো তুমি তখন তা ভুলে গিয়েছিলে ! ঠিক সেই রকমই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে। এভাবেই আমরা সীমালংঘনকারী এবং আল্লাহর আয়াত অমান্যকারী লোকদেরকে দুনিয়ায় ফল দান করে থাকি। আর পরকালের আযাব অধিক কঠোর ও স্থায়ী।"

এ দুনিয়ায় যারা আল্লাহর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে, তাঁর আয়াতগুলোকে গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রত্যাখ্যান করেছে ও অবহেলার চোখে দেখেছে। তাদের চোখের জ্যোতি, কান ও বাকশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে। হাশরের মাঠে তারা প্রথম দিকে বোবা, বধির ও অন্ধ হয়ে উঠবে। পরে তাদের চোখ, কান ও মুখ হাশরের ভয়াবহ অবস্থা দেখার জন্য খুলে দেয়া হবে। যাতে হিসাব-নিকাশের সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।

–মাআলিমুত তানযীল

হাশরের ময়দানে কাফেররা নীল চক্ষু নিয়ে উঠবে

সূরা ত্বা-হার ১০২ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝

"যে দিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন আমরা অপরাধী লোকদেরকে এমন অবস্থায় একত্রিত করবো যে, আতংকের কারণে তাদের চোখ নীল বর্ণ হয়ে যাবে।"

www.amarboi.org

দুনিয়ায় তাদের থাকার হিসাব

হাশরের ময়দানে একত্রিত হবার পর পরস্পর তারা বলাবলি করবে— তারা দুনিয়াতে কতোদিন বসবাস করলো। আবার তারা নিজেরাই বলবে, মাত্র দশদিন দুনিয়ায় ছিলাম। একথাটাই সূরা ত্বা-হার ১০৩ আয়াতে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ عَشْرًا ○

"তারা পরস্পর চুপে চুপে বলবে যে, দুনিয়ায় বড় জোর মোটে দশটি দিনই হয়তো কাটিয়ে দিয়েছো।"

সূরা ত্বা-হারই ১০৪ আয়াতে আবার বলা হয়েছে ঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ يَوْمًا ○

"আমরা ভালো করেই জানি তারা কি কথা বলবে। (আমরা একথাও জানি যে), তখন তাদের মধ্যে যে লোক সর্বাধিক সতর্ক অনুমান করতে পারবে, সে বলবে যে, না তোমাদের দুনিয়ার জীবন শুধু একদিনের জীবন ছিলো।"

পরকালের দীর্ঘ জীবন ও হাশরের ময়দানের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে দুনিয়া ও কবরের অবস্থান তাদের কাছে খুবই কম সময় বলে মনে হবে। কারো কাছে মনে হবে মাত্র দশদিন থেকে এসেছে। এদের মধ্যে বেশী সচেতন বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন লোক বলবে, দশদিন কোথায় ? মাত্র একদিন বলো। এ লোকটি দুনিয়ার সামান্য সময়ের অবস্থান আর আখিরাতের চিরস্থায়িত্বকে অন্যদের তুলনায় বেশী বুঝতে পেরেছে। তাই তাকে বুদ্ধিমান ও বিবেক - সম্পন্ন বলা হয়েছে। সূরা আন নাযিআতের ৪৬ আয়াতে আল্লাহ একথাটি বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ○

"যে দিন এ লোকেরা হাশরের দিনকে দেখতে পাবে তখন তারা মনে করবে এ দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায় শুধু একদিনের বিকেল কিংবা সকাল বেলাই তারা অবস্থান করেছে মাত্র।"

তখন দুনিয়ায় নবী রাসূলদের মুখে কিয়ামতের কথা শুনলে বলতো, তোমাদের কথায় যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে সে ওয়াদা কবে পূরণ হবে ? কিয়ামত কখন আসবে ? কিন্তু তখন অতর্কিত কিয়ামত এসে পড়ার পর তাদের কাছে মনে হবে যেনো কিয়ামত বেশ দ্রুত এসে গেছে।

www.amarboi.org

সূরা আর রূমের ৫৫ আয়াতে একথাটিই স্পষ্ট করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۭ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ○

"যে দিন কিয়ামত হবে, তখন অপরাধী লোকেরা শপথ করে বলবে যে, আমরা অল্প সময়ের বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবেই তারা দুনিয়ার জীবনে ধোঁকা খাচ্ছিলো।"

কিয়ামত ও হাশরের ময়দানের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখার পর দুঃখ করে তারা বলবে, দুনিয়া ও কবরের জীবন তো খুবই দ্রুত শেষ হয়ে গেলো। যদি দুনিয়ায় আরো কিছুটা সময় পেতাম কিছু প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারতাম। হঠাৎ বিপদ এসে গেলো। এ লোকেরা দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশের দীর্ঘ সময়ের কথা সব ভুলে যাবে। দুনিয়ার জীবনকে ভোগ বিলাসে কাটানো সহায় সম্পদ প্রতাপ প্রতিপত্তিতে দীর্ঘ সময় কাটাবার পর এ সময় সামান্য বলে অভিহিত করবে। তাদের এসব কথাকে আল্লাহ সূরা আর রূমের ৫৫ আয়াতে বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۭ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ○

"আর যখন সেই সময়টি এসে পড়বে, তখন অপরাধী লোকেরা শপথ করে বলবে যে, আমরা অল্প সময়ের বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা দুনিয়াতেও উল্টাপাল্টা কথা বলতো।"

অর্থাৎ আজে বাজে ধারণা পোষণ করতো। দুনিয়াতে যেমনি সত্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। আজো তেমনি সত্য বলছে না।

তারপর আল্লাহ তাআলা সূরা আর রূমের ৫৬ আয়াতে বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

"কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে যে, আল্লাহর লিখনতো তোমরা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত পড়ে রয়েছো। এটাতো সেই হাশর কিন্তু তোমরা জানতে না।"

www.amarboi.org

তাদের এসব ক্ষণস্থায়িত্বের কথা শুনে জ্ঞানী ও ঈমানদারগণ তাদের প্রতিবাদ করে বলবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। অল্প সময় থাকার কথা একেবারেই মিথ্যা। তোমরা আল্লাহর দেয়া নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়ায় ও কবরে অবস্থান করেছো। এক মুহূর্তও কম সময় কাটাওনি। প্রত্যেকেই জীবনকাল শেষ করে বারযাখের দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এখন হাশরের মাঠে এসে হাযির হয়েছো। এ দিনের অনিবার্যতার কথা তোমাদেরকে শুনানো হয়েছিলো বিশ্বাস তো করোনি। বরং উল্টো তাদের নির্যাতন করেছো, মিথ্যাবাদী বলেছো, এখন দেখে নাও যা তোমরা বিশ্বাস করতে না। তখন বিশ্বাস করলে আজ প্রস্তুতি নিয়ে এখানে আসতে পারতে।

হাশরের মাঠে বিভিন্ন অপরাধীদের দুরবস্থা

হাশরের মাঠে প্রত্যেকে আমল অনুযায়ী ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে উঠবে।

হাত পাতা লোকদের দুরবস্থা

বুখারী ও মুসলিমে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, মানুষ অন্যের কাছে হাত পেতে চাইতে চাইতে খুব নিচু স্তরে পৌঁছে যায়। হাশরের ময়দানে তার চেহারায় গোশতের সামান্য টুকরাও বাকী থাকবে না।

বার বার মানুষের কাছে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা করার জন্য হাশরের ময়দানে তাকে মুখে গোশতবিহীন অবস্থায় উঠানো হবে।

তবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা যেমন খারাপ কাজ, ভিক্ষুককে অপমান ও লাঞ্ছনা দিয়ে বঞ্চিত করাও তেমনি খারাপ কাজ। উভয়ের কাজের পরিণতিই হাশরের ময়দানে হাদীসে বর্ণিত অবস্থার মতো হবে।

স্ত্রীদের মধ্যে অবিচারকারীর হাশর

দুনিয়ায় যার দু'জন স্ত্রী ছিলো। সে তাদের মধ্যে সুবিচার করেনি। হাশরের মাঠে সে তার শরীরের একপাশ পড়ে থাকা অবস্থায় হাযির হবে।-মিশকাত

কুরআন ভুলে যাওয়া লোকের হাশর

মিশকাত শরীফে আছে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ রা. বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে তা অলসতা অবহেলার জন্য ভুলে যায়, সে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত অবস্থায় হাশরের মাঠে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

www.amarboi.org

বেনামাযীর হাশর

আহমাদ দারেমীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করবে না নামায তার জন্য নূর হবে না। দলীলও হবে না নাজাতেরও উপায় হবে না। ফেরাউন, কারুন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে সে হাশরের ময়দানে উঠবে।

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, হাশরের দিন বেনামাযীর জন্য কোনো আলো থাকবে না। দলিল হবে না। নাজাতেরও কোনো উপায় থাকবে না। বরং সেদিন ফেরাউন, নমরূদ, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে তার হাশর নশর হবে।

হন্তা ও নিহতের হাশর

তিরমিযি ও নাসাঈতে হযরত আবু হুরাইরাহ রা. হতে বর্ণিত। একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, যে লোক কোনো মু'মিনকে হত্যা করার জন্য সামান্য কথা বলেও সাহায্য করে, হাশরের ময়দানে সে দু চোখের মাঝে 'আল্লাহর রহমত বঞ্চিত' লেখা নিয়ে উঠবে।

চুক্তি ও ওয়াদা ভঙ্গকারীর হাশর

মুসলিম শরীফে আছে, হযরত সাঈদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, প্রত্যেক চুক্তি ও ওয়াদা ভঙ্গকারীর কাছে একটি পতাকা থাকবে। এ পাতাকা তার গুহ্যদ্বারে লাগানো থাকবে।

মিশকাত শরীফে আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, যার বিশ্বাসঘাতকতা যত বড় হবে তার পতাকা ততো উঁচু হবে। তারপর তিনি বলেন, হুশিয়ার! যে লোক মানুষের শাসক হয়েছে, তার চাইতে বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা আর কারো হতে পারে না। তার বিশ্বাসঘাতকতায় গোটা জাতি বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

যাকাত অনাদায়ীর হাশর

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করবে না, হাশরের দিন তার এ সম্পদ 'টাক পড়া সাপে' পরিণত হবে। এর চোখের ওপর দুটি বিন্দু থাকবে, সাপে তাকে দংশন করতে থাকবে। সোনা রূপার যাকাত আদায় না করলে তাকে হাশরের মাঠে সেই সোনা

www.amarboi.org

রূপা গরম করে সেক দেয়া হবে। তারপর আল্লাহর রাসূল স. তেলাওয়াত করলেন। সূরা আলে ইমরানের ১৮০ আয়াত ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

"যেসব লোককে আল্লাহ অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন এবং তা সত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, এ কৃপণতা তাদের পক্ষে ভাল। না, বরং এটা তাদের পক্ষে খুবই খারাপ। তারা কৃপণতা করে যাকিছু সঞ্চয় করছে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার রশি হয়ে দাঁড়াবে। আকাশ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য ; আর তোমরা যাকিছু করছো, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।"

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায় না করলে তাকে হাশরের ময়দানে ওইসব পশুর শিং দিয়ে গুতানো হবে। পায়ের খুর দিয়ে মাড়িয়ে দলিত, মথিত করা হবে।

দুমুখো মানুষের হাশর

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুমুখো নীতি সম্পন্ন মানুষ হাশরের দিন মুখে আগুন নিয়ে উঠবে।

মনগড়া স্বপ্ন বর্ণনাকারীর হাশর

মিশকাত শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক মনগড়া স্বপ্ন বর্ণনা করবে, হাশরের দিন তাকে দুটো যবের বীজের মধ্যে গিট লাগাতে বলা হবে। কিন্তু সে তা লাগাতে পারবে না। এজন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হাশরের মাঠে ঘামের বিপদ

হাশরের মাঠে পাপী মানুষেরা বেশী কষ্ট পাবে। অনবরত ঘাম ঝরবে তাদের শরীর বয়ে। আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, হাশরের দিন সূর্য মাথার ওপরে মাত্র এক মাইল দূরে থাকবে। পাপীরা তাদের আমল অনুযায়ী ঘামে নিমজ্জিত হতে থাকবে। ঘাম কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু

www.amarboi.org

পর্যন্ত, কারো লুঙ্গী পরার জায়গায়, কারো পা হতে মুখ পর্যন্ত হবে। পাপী লোকের ঘাম লাগামের মতো মুখে ঢুকে থাকবে।

এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাশরের ময়দানে মানুষ মাত্রাতিরিক্ত ঘামের কারণে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! ঘামের এ মহাবিপদ থেকে পরিত্রাণ দিয়ে আমাদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও। তা আমাদের কাছে বরং এ কষ্টের চেয়ে আসান হবে। অথচ জাহান্নামের আযাব এর চেয়ে ভয়াবহ তা তারা জানে। শুধু ঘামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য এ তারা ফরিয়াদ জানাবে।

কু-শাসক বৃন্দের হাশর

দারেমীতে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো লোক দশজন মানুষের আমীর বা নেতা হলেও হাশরের দিন তাকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় উঠানো হবে। তারপর সে তার অধীন লোকদের প্রতি সুবিচার করে থাকলে এ সুবিচার তাকে রেহাই দেবে। আর সুবিচার না করে যুলুম করে থাকলে এ যুলুম তাকে ধ্বংস করে দেবে। মিশকাতের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, প্রত্যেক শাসককেই কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা তার ঘাড় ধরে রাখবে ও আল্লাহর দিকে মাথা উঠিয়ে তার নির্দেশের অপেক্ষা করবে। তার যুলুমের কারণে আল্লাহ তাকে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলে ফেরেশতা তাকে এমন ভূগর্ভের গর্তে নিক্ষেপ করবে, যার তলায় পৌছতে ৪০ বছর সময় লেগে যাবে।

অহংকারীর হাশর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ার অহমিকা অহংকার দেখিয়ে চলাচলকারীদেরকে হাশরের দিন মর্যাদাহানীকর পোশাক পরিয়ে আল্লাহ হাশরের ময়দানে উঠাবেন।

সাক্ষ গোপনকারীর হাশর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সত্যের সাক্ষ দেয়ার জন্য আল্লাহ দুনিয়ায় নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে লোক এ সত্যের সাক্ষ না দিয়ে তা গোপন করেছে। হাশরের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরায়ে উঠানো হবে।-আহমাদ ও তিরমিযি

www.amarboi.org

আড়ি পেতে শ্রবণকারীর হাশর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক দু ব্যক্তির আলাপ আলোচনা শুনার জন্য আড়ি পেতে থাকবে, যা সে অন্যকে শুনাতে চায় না। হাশরের ময়দানে তার কানে গলানো শিশা ঢেলে ঢেলে উঠানো হবে।–মেশকাত

পরের জায়গা দখলকারীর হাশর

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যে লোক যুলুম করে কারো ভাগ দখল করবে, হাশরের দিন তাকে মাটির সপ্তম স্তর পর্যন্ত গাড়া হবে। আরো এক বর্ণনায় আছে। আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, যে লোক অন্যায়ভাবে কারো জায়গা আত্মসাত করবে, হাশরের দিন তাকে যমীনের সপ্তম স্তরের শেষ পর্যন্ত খনন করাতে বাধ্য করবেন। বিচার শেষ হবার আগ পর্যন্ত তার গলায় সাত স্তর যমীন লটকিয়ে দেয়া হবে।

ইলম গোপনকারীর হাশর

আহমদ ও তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, কাউকে জানার জন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে তা না বলে গোপন করলে হাশরের দিন তার মুখে আগুনের লাগামপরানো হবে।

❐

www.amarboi.org

হাশরের ময়দানে ভাগ্যবান লোকগণ

রাগ সম্বোরণকারীর হাশর

তিরমিযী ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাগ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু তা না করে সে রাগ হজম করেছে, হাশরের দিন আল্লাহ এ লোককে সকলের সামনে ডেকে এনে তাকে যে কোনো হুরকে গ্রহণ করার অধিকার দেবেন।

হারামাইনে মৃত্যুবরণকারীর হাশর

বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় থেকে সেখানকার দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করেছে, হাশরের দিন আমি তার জন্য সাক্ষ দেবো ও সুপারিশ করবো। আর যে ব্যক্তি মক্কা মদীনার হারাম এলাকায় মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে নিরাপদ ব্যক্তির সাথে হাশর করাবেন।

হজ্জ পালনকালে মৃত্যুবরণ

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, এক লোক আল্লাহর রাসূলের সাথে হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ সে সওয়ারী থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মৃত্যুবরণ করলো। রাসূলুল্লাহ স. তাকে বরই পাতার গরম করা পানি দিয়ে গোসল দিতে ও ইহরামের কাপড় দিয়ে কাফন দিতে বললেন এবং মাথা ঢাকতে নিষেধ করলেন। কারণ এ লোক হাশরের মাঠে তালবিয়া অর্থাৎ লাব্বাইকা ..... বলতে বলতে উঠে আসবে।

শহীদগণ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর কে আল্লাহর রাস্তায় আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করলো তা আল্লাহ ভালো জানেন। হাশরের ময়দানে সে ব্যক্তি উক্ত আঘাত থেকে রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় উঠে আসবে। রক্ত হবে গাঢ় রক্তীম বর্ণের। আর সুগন্ধ হবে মেশ্‌কের মতো।

www.amarboi.org

অন্ধকারে মসজিদে যাওয়া

তিরমিযীতে হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, অন্ধকারে মসজিদে গমনকারী ব্যক্তিদেরকে শুনিয়ে দাও, হাশরের দিন পরিপূর্ণ নূর দিয়ে তাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে।

আযানের মর্যাদা

মুসলিমে হযরত মুআবিয়া রা. হতে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন, হাশরের ময়দানে আযান দাতার গর্দান সবচেয়ে বেশী লম্বা হবে।–মুসলিম

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা

আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, যারা শুধু আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে হাশরের ময়দানে তাদের জন্য নূরের মিম্বর থাকবে। নবী ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবে। তারা নূরের মিম্বারে বসা থাকবে। আর নবী শহীদগণ অন্যের জন্য সুপারিশে নিয়োজিত থাকবেন।

–মেশকাত

আরশের ছায়া লাভকারীগণ

হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন, হাশরের মাঠে সাত ধরনের লোককে আল্লাহ্ তাআলা আরশের ছায়ায় জায়গা দেবেন। সেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না।

তারা হলেন ঃ

১. মুসলমানদের ন্যায়বিচারক বাদশা।

২. যে ব্যক্তি নিজের যৌবন কালকে আল্লাহর পথে কাটিয়েছে।

৩. যে ব্যক্তির মন মসজিদে পড়ে থাকে। মসজিদে নামায পড়ে আসার পর আবার মসজিদে যাবার জন্য মন আনচান করতে থাকে।

৪. আল্লাহর জন্যই যারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে। আবার আল্লাহর জন্যই পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

৫. যে নির্জনে নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু বর্ষণ করে।

৬. যাকে কোনো সুন্দরী রূপসী কুলীন মহিলা অশ্লীল আহ্বান জানায়। আর সে আল্লাহর ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে।

৭. যে ব্যক্তি ডান হাতে দান করলে তার বাম হাতও তা জানে না।–বুখারী ও মুসলিম

www.amarboi.org

মহাবিচারের দিন

মহাবিচারের দিন কি হবে

হাশরের ময়দানে মানুষ বিচিত্র অবস্থায় উত্থিত হয়ে আসার পর কতো দিন এভাবে থাকবে তা শুধু আল্লাহরই জানা। ওসব অবস্থার কথা আর কারো জানা নেই। আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী হাশরের ময়দানের সব কাজ সমাধার পর আল্লাহ মানুষের পরকালীন জীবনে স্থায়ী জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠাবার জন্য আদালত কায়েম করে বিচার করবেন। এটাই মহাবিচারের দিন। এ বিচার দুনিয়ার কোনো বিচার-ফায়সালার পদ্ধতির সাথে তুলনীয় নয়। একমাত্র বিচারক থাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন। সেখানে কারো কোনো মামলা উপস্থাপন করার পক্ষ থাকবে না। কারো পক্ষ সমর্থনের জন্য, কারো সাফাই গাইবার জন্য কোনো উকিল মুক্তার ব্যারিস্টার থাকবে না।

মানুষের দুনিয়ায় করা আমলগুলো আগেই মুনকার নাকীর ভিডিও রেকর্ড করে রেখেছিলেন। এ অবস্থার ছবি আল্লাহ তাআলা সূরা ক্বাফ-এর ১৮ আয়াতে এভাবে বলেছেন ঃ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ "এমন কোনো শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না।" সেই আমলনামা ডিসপ্লে করে দেয়া হবে। তাছাড়া হাত-পা, চোখ, কানসহ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ দিতে থাকবে। মানুষ শুধু অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। নবী-রাসূলগণ তাঁদের উম্মতদের জীবনের কার্যক্রমের সাক্ষ দেবে। কারো ওপর এক বিন্দুও বেইনসাফী করা হবে না। আল্লাহর সকল ওয়াদা অঙ্গীকার পূরণ করা হবে। একজনের অপরাধের জন্য আরেকজনকে দায়ী করা হবে না। সেখানে কেউ কারো কাজে আসবে না। সকলকে একই সাথে এক জায়াগায় হাযির করা হবে। সূরা আলে ইমরানের ৩০ আয়াতে আল্লাহ পাক এ ছবিটি এভাবে এঁকেছেন ঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

www.amarboi.org

"সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, যখন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের ফল পাবে, সে ভাল কাজই করুক, আর মন্দই করুক। সেদিন প্রত্যেকেই এ কামনা করবে যে, এ দিনটি যদি তার নিকট হতে বহুদূরে থাকতো, তবে কতই না ভালো হতো। আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকামী।"

সূরা আল ইনফিতারের ১৫-১৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ○ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ○ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○ ثُمَّ مَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ○ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۭ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ○

"বিচারের দিন সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তা থেকে কক্ষণই অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। আর তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ? হ্যাঁ, তুমি কি জানো, সেই বিচারের দিনটি কি ? এটা সেদিন যখন কারো জন্য কিছু করার সাধ্য কারো হবে না। সেদিন ফায়সালার চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারেই হবে।"

কারো পক্ষে কোনো কিছু করার কোনো শক্তি থাকবে না। সূরা আত তারিকের ৯-১০ আয়াতে এ চিত্রটি আল্লাহ পাক এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ○ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ○

"যেদিন গোপন অজানা তত্ত্বসমূহ যাচাই-বাছাই করা হবে, তখন মানুষের নিকট না নিজের কোনো শক্তি থাকবে, না কোনো সাহায্যকারী তার জন্য আসবে।"

সেদিন খাটি বিচার হবে

সেদিন কৌশল করে, বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে ও তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচারের রায় কোনো দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। এ ছবি আল্লাহ সূরা আয যুমারের ৬৮-৬৯ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۭ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ○ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ

www.amarboi.org

بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

"আর সেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। আর তারা সবাই মরে যাবে, যারা আকাশজগত ও যমীনে আছে, সে লোকদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ জীবন্ত রাখতে চান। পরে আর একবার শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা সকলেই উঠে দেখতে শুরু করবে পৃথিবী তার আল্লাহর নূরে ঝলমল করে উঠবে। আমলনামা সামনে এনে রাখা হবে। নবী-রাসূল ও সকল সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। লোকদের মধ্যে যথাযথভাবে সত্য সহকারে ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং তাদের ওপর কোনো যুলম করা হবে না।"

সূরা আল মু'মিনের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

"আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ কারো ওপর যুলম করা হবে না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহ খুব ক্ষীপ্র।"

সূরা আল কাহ্‌ফের ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ○ ع

"আর তখন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তখন তোমরা দেখবে যে, অপরাধী লোকেরা নিজেদের কিতাবে লিখিত সব বিষয় সম্পর্কে খুবই ভয় পাচ্ছে। আর বলছে ঃ হায়রে দুর্ভাগ্য এটা কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট বড় কোনো কাজই এমন থেকে যায়নি যা এতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি ! তারা যে যা করেছিল তা সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে, আর তোমার আল্লাহ কারো প্রতি এক বিন্দু যুলুম করবেন না।"

www.amarboi.org

সূরা আল মায়েদার ৩৬-৩৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ز وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

"ভালোরূপে জেনে নাও, যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, সমগ্র দুনিয়ার ধন-সম্পদও যদি তাদের করায়ত্ত হয় এবং এর সাথে আরো অতো পরিমাণ একত্র করে দেয়া হয়, আর তারা যদি তা বন্ধক দিয়ে কিয়ামতের দিনের আযাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তবুও তা তাদের নিকট থেকে কবুল করা হবে না। তারা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবে। জাহান্নামের অগ্নি-গহ্বর থেকে বের হয়ে যেতে চাইবে তারা ; কিন্তু তা থেকে তারা বের হতে পারবে না ; তাদের জন্য স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট করা আছে।"

সূরা আল মায়েদার ১১৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"তখন আল্লাহ বলবেন ঃ আজ সেই দিন যেদিন সত্যপন্থীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা কল্যাণদান করবে। তাদের জন্য এমন দালান সজ্জিত হবে যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, আর তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, বস্তুত এটাই বিশাল সাফল্য।"

সূরা আল আনআমের ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرٰٓى إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

"হায়! সেই সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে তখন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আল্লাহর

www.amarboi.org

নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান না করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতাম!"

সূরা আল আনআমের ২৮ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ط وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

"মূলত একথা তারা শুধু এজন্যই বলবে যে, যে সত্যকে তারা আগে ঢেকে ও গোপন করে রেখেছিলো সে সময় তা উন্মুক্ত হয়ে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাদেরকে আগের জীবনের দিকেও যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলেও তারা সেসব কাজই করতো যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তো বড়ই মিথ্যাবাদী।"

সূরা আল আনআমের ৩০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ط قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

"হায়! তোমরা যদি সেই দৃশ্য দেখতে পারো, যখন এদেরকে তাদের আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদের আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা কি সত্য নয় ? তারা বলবে, হ্যাঁ, হে আমাদের আল্লাহ ! এটা প্রকৃত সত্য। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ তাহলে এখন তোমরা প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার ও অমান্য করার ফলস্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।"

সূরা আল আনআমের ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ج وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ج لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

"আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো বন্ধু, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না। আর যদি সম্ভাব্য সকল জিনিস বদ্ধক দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায় তাহলেও তা তার নিকট থেকে কবুল করা হবে না। কেননা এসব লোক তো নিজেদের কর্মফলের কারণেই ধরা পড়ে যাবে।

www.amarboi.org

সত্যকে অস্বীকার করার পরিণামে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করার জন্য এ পীড়নকারী আযাব ভোগ করতে দেয়া হবে।"

মহাবিচারের দিন দু ব্যাপারে হিসাব নেয়া হবে। একটি হিসাব নেয়া হবে আল্লাহর হকের ব্যাপারে। আর একটি হিসাব নেয়া হবে বান্দার হকের ব্যাপারে। দুনিয়ার কিছুদিনের জীবন চলার পথে আল্লাহ যেসব নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান বেঁধে দিয়েছিলেন আসমানি কিতাব পাঠিয়ে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সেসব নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানগুলো সূচারুভাবে মেনে চলাই ছিলো বান্দাহর দায়িত্ব কর্তব্য, এগুলোই আল্লাহর হক। আল্লাহর হকের ব্যাপারে আল্লাহ দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর হক অনাদায়ীদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন।

আর বান্দাহর হক হলো—বান্দাহর কাছে বান্দাহর দেনা-পাওনা, আচার-আচরণ, বান্দাহর প্রতি বান্দাহর কিছু আল্লাহর প্রদত্ত দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা। বান্দাহর হকের ব্যাপারে কোনো বান্দাহ তা পালন করে না চললে এ অপরাধ আল্লাহ মাফ করবেন না। যতোক্ষণ পর্যন্ত যার হক নষ্ট হয়েছে সে তা মাফ না করবে।

সেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না

মহাবিচারের দিন হবে খুবই কঠিন ও সংকটময় মুহূর্ত। নিজের হিসাব নিয়েই নিজে ব্যস্ত। কারো দিকে কারো নজর দেয়ার সুযোগ হবে না। একথাটিই আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারার ৪৮ আয়াতে অনুপম ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

"ভয় করো সেদিনকে, যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না। কারো সম্পর্কে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকেও ছেড়ে দেয়া হবে না এবং পাপীদের কোনো দিক থেকেই সাহায্য করা হবে না।"

বিপথে পরিচালনাকারী নেতার অস্বীকৃতি

দুনিয়ায় যারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে বিপথে চালিয়েছে, নেতৃত্ব দিয়েছে তারাও ওইদিন দায় মাথায় নিবে না। এ চিত্রটি কুরআনে

www.amarboi.org

আল্লাহ এভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি সূরা ইবরাহীমের ২১ আয়াতে এভাবে বলেছেন ঃ

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ع

"আর এ লোকেরা যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহর সামনে উন্মোচিত হবে, তখন এদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে দুর্বল ছিল তারা যারা বড়লোক বনেছিল তাদেরকে বলবে ঃ দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাবার জন্যও কি কিছু করতে পারো ? তারা জবাব দিবে ঃ আল্লাহ যদি আমাদেরকেই মুক্তির কোনো পথ দেখাতেন তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরও দেখাতাম। এখন আহাজারী করি কি ধৈর্য অবলম্বন করি উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের রক্ষা ও মুক্তিলাভের কোনো উপায়ই নেই।"

সূরা আল আনআমের ৯৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ط لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ع

"এখন আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের সেই শাফায়াতকারীদেরকেও তো দেখি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করছিলে যে, তোমাদের কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে বিলীন হয়ে গেছে।"

সূরা আল আনআমের ১২৮ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ج وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ط قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

www.amarboi.org

"হে জিন সমাজ! তোমরা তো মানব সমাজের ওপর খুব বাড়াবাড়ি করলে। মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা নিবেদন করবে ঃ হে পরোয়ারদিগার! আমরা পরস্পরের দ্বারা খুব ফায়দা লুটেছি এবং এখন আমরা সে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে। আল্লাহ বললেন ঃ আচ্ছা, এখন তোমাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম। এখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। এটা হতে রক্ষা পাবে কেবল তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। তোমাদের রব নিসন্দেহে সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ।"

সূরা আল আরাফের ৮-৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ○

"আর ওযন সেদিন নিশ্চিতই সত্য সঠিক হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কেননা তারা আমাদের আয়াতের সাথে যালেমদের ন্যায় আচরণ করছিলো।"

সূরা ইবরাহীমের ২২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۭ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۭ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۭ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"আর যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে তখন শয়তান বলবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যেসব ওয়াদা করেছিলেন তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম তার মধ্যে কোনো একটিও পুরা করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিল না। আমি এটা ছাড়া আর তো কিছু করিনি—শুধু

www.amarboi.org

এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। এখন আমাকে দোষ দিও না—তিরস্কার করো না, নিজেকেই নিজে তিরস্কৃত করো। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পারো। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এরূপ যালেমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।"

সূরা ইউনুসের ২৮-২৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ج فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ○ فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ○

"যেদিন আমরা এ সকলকে একত্রে (আমার বিচারালয়ে) উপস্থিত করবো তখন যারা দুনিয়ায় শিরক করেছে তাদের আমরা বলবো ঃ থাম, তোমরা ও তোমাদের বানানো শরীক মাবুদেরা সকলেই। অতপর আমরা তাদের পারস্পরিক অপরিচিতির আবরণ তুলে ফেলবো। তখন তাদের শরীক মাবুদেরা বলবে ঃ তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না। আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট, আমরা তোমাদের এ ইবাদাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।"

হিসাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে

ভয়াবহ এ দিনেও কিছু ভাগ্যবান লোক হিসাব নিকাশ ছাড়াই আত্মতৃপ্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে। আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন ঃ

يُحْشَرُ النَّاسُ فِىْ سَعِيْدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِ مُنَادٍ○ فَيَقُوْلُ اَيْنَ الَّذِيْنَ كَانَتْ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُوْمُوْنَ وَهُمْ قَلِيْلٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّتَ بِغَيْرِ حِسَابٍ○ ثُمَّ يُؤْمَرُ سَائِرُ النَّاسِ اِلَى الْحِسَابِ○

"হাশরের দিন মানুষকে একত্রিত করে উঠানো হবে। অতপর একজন আহ্বানকারী চিৎকার করে আহ্বান জানাবে, তারা কোথায় ? যাদের

www.amarboi.org

পিঠ বিছানায় লাগতো না। এ আহ্বান শুনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবে। অবশ্য তাদের সংখ্যা হবে খুবই কম। তারপর তারা হিসাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে অন্যদের হিসাব গ্রহণের।"–বায়হাকী

❐

www.amarboi.org

মীযান

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পরকালের জীবনের শুরু মানুষের মৃত্যু দিয়েই। আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী দুনিয়ার জীবন শেষ হলেই তিনি ইসরাফীলের শিঙার ফুঁকের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু লণ্ডভণ্ড ও তছনছ করে দেবেন। যারা দুনিয়ার সৃষ্টির শুরুতে ছিলেন তারা তো মৃত্যুবরণ করেছেন হাজার হাজার বছর আগে। আর যারা কিয়ামতের সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবে তারা কিয়ামতের দিন মরে যাবে। এবার শুরু হবে কিয়ামতের মাধ্যমে মানুষের পরকালের জীবনের আল্লাহর করে রাখা স্তরের পর স্তর অতিক্রম করার পালা।

ইসরাফীলের তৃতীয় শিঙা ফুঁকার মাধ্যমে মানুষ স্ব স্ব স্থান থেকে উঠে আসবে। সে সময়টার নামই হাশর। সব মানুষ তার দুনিয়ার জীবনের আমল অনুযায়ী এক এক অবস্থায় এক একজন উঠে আসবে আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় করে রাখা হাশরের ময়দানে। পূর্বে এর ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

এবার শুরু হবে মানুষের দুনিয়ার জীবনে করে আসা আমলের পরিমাপের জন্য মীযান অতিক্রম করার পালা। মীযান অর্থ হলো দাঁড়ি-পাল্লা। মানুষের নেক কাজ ও পাপ কাজ আল্লাহ তার সামনেই পরিমাপ করে দেখাবেন। মানুষ যেনো বুঝে আজ তার ওপর কোনো যুলুম ও অন্যায় করা হচ্ছে না। যা সে করেছে আজ তাই সে পাচ্ছে। মানুষের নেক ও বদ কাজের পরিমাপ হচ্ছে তা বুঝার জন্য মিযান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাপের ধরন কি হবে তা আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আমরা দুনিয়ার জীবনে দাঁড়িপাল্লার মাধ্যমে জিনিস-পত্র পরিমাপ করি। অন্যান্য অনেক জিনিসের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস মাপি। কাজেই পরকালে পরিমাপ হবে এটা বুঝাবার জন্য আল্লাহ মীযান শব্দ কুরআনেও ব্যবহার করেছেন। সূরা আল আম্বিয়ার ৪৭ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ○

"আমি সঠিক ও নির্ভুল ওযন করার জন্য কিয়ামতের দিন পাল্লা সংস্থাপন করবো। ফলে কোনো লোকের ওপরই এক কণা পরিমাণ

www.amarboi.org

যুলুম করা হবে না। একবিন্দু পরিমাণ কৃতকর্মও সেদিন আমি সামনে নিয়ে আসবো। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমিই যথেষ্ট।"

সূরা লুকমানের ১৬ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

"কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এরপর তা যদি পাথরের মধ্যে কিংবা আকাশ বা ভূগর্ভেও থাকে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সবজান্তা।"

সূরা আল আ'রাফের ৮-৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ ج فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ○

"আর ওযন সেদিন নিশ্চিতই সত্য সঠিক হবে। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মহাক্ষতির সম্মুখীন করবে। কেননা তারা আমাদের আয়াতের সাথে যালেমদের ন্যায় আচরণ করছিলো।"

সূরা আল কারিআর ৬-১১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝

"অতপর যার পাল্লা ভারী হবে সে পসন্দ মতো সুখে থাকবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, গভীর গহ্বরই হবে তার আশ্রয়স্থল। তুমি কি জান তা কি জিনিস ? জ্বলন্ত আগুন !"

সূরা যিলযালের ৭-৮ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

www.amarboi.org

"কেউ যদি দুনিয়ায় অণু-পরমাণু পরিমাণ সৎকাজ করে হাশরের ময়দানে তা সে দেখতে পাবে। অপর পক্ষে কেউ যদি দুনিয়ায় অণু-পরমাণু পরিমাণ বদ কাজ করে তাও সে সেখানে দেখতে পাবে।"

সূরা আন নাহ্লের ১১১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ ○

"এসব কিছুরই ফায়সালা সেদিন হবে যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল নিজের বাঁচার চিন্তায় লেগে থাকবে এবং প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের বদলা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর কারো ওপর এক বিন্দু পরিমাণও যুলুম হতে পারবে না।"

আততারগীব ওয়াততারহীবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ হযরত আনাস রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন মীযানের কাছে একজন ফেরেশতাকে নিয়োগ দেয়া হবে। নিজ নিজ আমলের পরিমাপের জন্য মানুষ এ মীযানের কাছে আসবে। এখানে আসার পরই তাকে পাল্লার মাঝ খানে দাঁড় করানো হবে। পরিমাপে তার নেক আমলের পরিমাণ বেশী হলে ফেরেশতারা চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করবে অমুক লোক আজ হতে চিরদিনের জন্য ভাগ্যবান হিসাবে চিহ্নিত হলো। আর কোনো দিন সে দুর্দশাগ্রস্ত হবে না। তার এ উচ্চ স্বরের ঘোষণা সমস্ত সৃষ্টি শুনতে পাবে। আর পরিমাপে তার আমলের পরিমাণ কম হলে একজন ফেরেশতা বিকট শব্দে চিৎকার দিয়ে বলবে। অমুক ব্যক্তি চিরদিনের জন্য বিফল ও ব্যর্থ হয়ে গেলো। সে আর কোনো সময় ভাগ্যবান হবে না। এ চিৎকার ধ্বনীও সমস্ত সৃষ্টি শুনতে পাবে।

হাশরের ময়দানে এভাবে মীযান কায়েম করে আল্লাহ তাআলা মানুষের নেক আমল ও বদ আমলের পরিমাপ তাদেরকে দেখিয়ে দেবেন। কারো পক্ষেই সেদিন আল্লাহর এ সূক্ষ্ম ব্যবস্থার ব্যাপারে কিছু বলার ও করার থাকবে না। অসহায়ের মতো মানুষ শুধু পরকালের জন্য করে রাখা সোপানের পর সোপানের দিকে এগুতে এগুতে চূড়ান্ত ফল জান্নাত ভোগ করার দিকে এগিয়ে যাবে।

❐

www.amarboi.org

আদালত

আমলনামা

হাশরের ময়দানে মীযান কায়েম করে মানুষের নেক আমল ও বদ আমলের পরিমাপের পর আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের হাতে তার পরিমাপ করা আমলনামা দিয়ে দেবেন। কুরআনের ভাষায় এ আমলনামাকেই কিতাব বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানের এ সোপানের ছবি সূরা আল জাসীয়ার ২৮-২৯ আয়াতে এভাবে এঁকেছেন ঃ

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"প্রত্যেক দলকেই ডেকে বলা হবে, এসো ও নিজ নিজ আমলনামা দেখে নাও। তাদেরকে বলা হবে, আজ তোমাদেরকে সেইসব আমলের বদলা দেয়া হবে যা তোমরা করছিলে। এটা আমাদের তৈরি করা আমলনামা। এটা তোমাদের ব্যাপারে সঠিক ও নির্ভুল সাক্ষ দিচ্ছে। তোমরা যাকিছু করছিলে, আমরা তা লিখে রেখেছিলাম।"

সূরা আল মুজাদালার ৬ আয়াতে এর ছবি আল্লাহ এঁকেছেন এভাবে ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

"সেদিন হবে, যখন আল্লাহ তাআলা এদের সকলকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা যাকিছু করে এসেছে তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। তারা তো ভুলে গেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম হিসাব করে সংরক্ষিত করে রেখেছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারে সাক্ষী।"

সূরা যিলযালের ৬-৮ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ○ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

www.amarboi.org

"সেদিন লোকেরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ফিরে আসবে, যেন তাদের আমল তাদেরকে দেখানো যায়। কেউ যদি দুনিয়ায় অণু-পরমাণু পরিমাণ সৎকাজ করে হাশরের ময়দানে তা সে দেখতে পাবে। অপর পক্ষে কেউ যদি দুনিয়ায় অণু-পরমাণু পরিমাণ বদ কাজ করে তাও সে সেখানে দেখতে পাবে।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ১৩-১৪ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ○ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ○

"আর কিয়ামতের দিন আমরা একটি লিপিকা তার জন্য প্রকাশ করবো যাকে সে উন্মুক্ত গ্রন্থ হিসেবে পাবে। পড়ো নিজের আমলনামা, আজ নিজের হিসাব ঠিক করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।"

সূরা আল ইনশিকাকের ৭-১২ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ○ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ○ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۚ○ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ○ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ○ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۚ○

"অতপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে। এবং সে তার আপনজনের দিকে সানন্দচিত্তে ফিরে যাবে। আর যে ব্যক্তির আমলনামা তার পিছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে ডাকবে ও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হবে।"

সূরা আল হাক্কার ১৯-২৪ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۚ○ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۚ○ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۙ○ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ○ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ○ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○

"সে সময় অর্থাৎ হাশরের দিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, দেখ দেখ, পড় আমার আমলনামা। আমি মনে

www.amarboi.org

করেছিলাম যে, আমার হিসাব অবশ্যই পাওয়া যাবে। ফলে তারা বাঞ্ছিত সুখ সম্ভোগে লিপ্ত থাকবে। উচ্চতম স্থানের জান্নাতে। যার ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলে থাকবে। এ লোকদেরকে বলা হবে, স্বাদ নিয়ে খাও, পান করো, তোমাদের সেইসব আমলের বিনিময়ে যা তোমরা অতীত দিনসমূহে করেছো।"

মীযানে নেক পাপের পরিমাপের পর যার ওযনের ফল—আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে না। সে হাসি খুশী মনে আমলনামা নিয়ে স্বজনদের কাছে ফিরে যাবে। আর যার আমলনামা তার পেছন দিয়ে দেয়া হবে সে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।

আমলনামা হাতে পাবার এ ছবি আল্লাহ পাক সূরা আল হাক্কার ১৯-২০ আয়াতে এভাবে এঁকেছেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝

"সে সময় অর্থাৎ হাশরের দিন যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, দেখ দেখ, পড় আমার আমলনামা। আমি মনে করেছিলাম যে, আমার হিসাব অবশ্যই পাওয়া যাবে।"

সূরা আল কাহ্ফের ৪৯ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

"আর তখন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। তখন তোমরা দেখবে যে, অপরাধী লোকেরা নিজেদের কিতাবে লিখিত সব বিষয় সম্পর্কে খুবই ভয় পাচ্ছে। আর বলছে ঃ হায়রে দুর্ভাগ্য এটা কেমন কিতাব যে, আমাদের ছোট বড় কোনো কাজই এমন থেকে যায়নি যা এতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি ! তারা যে যা করেছিল তা সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে, আর তোমার আল্লাহ কারো প্রতি এক বিন্দু যুলুম করবেন না।"

www.amarboi.org

শাফাআত

আমলনামা হাতে আসার পর কোনো কোনো মু'মিন নেক আমলের জন্য আটকে গেলে জান্নাতে প্রবেশের ফায়সালা না পেলে আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর কিছু নেক বান্দা তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। এ সুপারিশে ঈমানদারগণই উপকৃত হবেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে হাশরের ময়দানে সুপারিশের যোগ্য হবেন মু'মিনরা। কাফির মুশরিকদের জন্য কোনো সুপারিশ নেই।

আল্লাহর রাসূল বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিনদল লোক শাফাআত করতে পারবেন ঃ (১) নবী-রাসূলগণ (২) আলেমগণ, (৩) শহীদগণ।

তবে শাফাআত বা সুপারিশ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাকারার ২৫৫ আয়াতে এ চিত্র এঁকেছেন এভাবে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط

"কে এমন আছে যে, তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে ?"

সূরা ত্বা-হার ১০৯ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ○

"সেদিন শাফাআত কার্যকর হবে না, অবশ্য স্বয়ং রহমান কাউকে তার অনুমতি দিলে এবং তার কথা শুনতে পসন্দ করলে অন্য কথা।"

সূরা আল মু'মিনের ১৮ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ

"যালেমদের কেউ দরদী বন্ধু হবে না, না এমন কোনো শাফাআতকারী, যার কথা মেনে নেয়া হবে।"

সূরা আনআমের ৯৪ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ط لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

"এখন আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের সেই শাফাআতকারীদেরকেও তো দেখি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করছিলে যে, তোমাদের

www.amarboi.org

কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে বিলীন হয়ে গেছে।"

সূরা আন নাজমের ২৬ আয়াতে এঁকেছেন এভাবে ঃ

لَاتُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْضٰى ○

"তাদের শাফাআত কোনো কাজেই আসতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার অনুমতি দিবেন, যার জন্য তিনি কোনো আবেদন শুনতে ইচ্ছা করবেন এবং তা পসন্দ করবেন।"

পুলসিরাত

আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আখিরাতে হাশরের ময়দানের চারদিকে জাহান্নামকে দিয়ে ঘিরে দেয়া হবে। হাশরের ময়দান হতে জান্নাত পর্যন্ত দীর্ঘ সেতু বা পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। এ পুলসিরাত হবে চুলের চেয়ে চিকন তরবারীর চেয়ে ধারালো। সকলকেই এ পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছতে হবে।

সূরা মারইয়ামের ৭১ আয়াতে এ বিষয়টিকে এভাবে চিত্রিত করেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নামের ওপর উপস্থিত হবে না। এটাতো একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকৃত কথা। একে পুরা করা তোমার আল্লাহর দায়িত্ব।"

নেক আমলকারী যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে তারা সহজেই চোখের পলকে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে। আর বদ আমলকারীরা বাম হাতে বা পেছনের দিক দিয়ে আমলনামা পাবে। তারা পুলসিরাত পার হতে পারবে না। হাত-পা কেটে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সেদিন ঈমানের নূর ছাড়া আর কোনো নূর থাকবে না।

সূরা আল হাদীদের ১২-১৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ ذٰلِكَ هُوَ

www.amarboi.org

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۭ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۭ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

"সেদিন যখন তোমরা মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে দেখবে যে, তাদের আলো তাদের সামনে সামনে এবং তাদের ডান দিকে দৌড়াতে থাকে। আজ সুসংবাদ রয়েছে তোমাদের জন্য। জান্নাতসমূহ হবে যেসবের নিম্নদেশে ঝরণাধারাসমূহ প্রবহমান হয়ে থাকবে, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো বড় সাফল্য। সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অবস্থা এই হবে যে, তারা মু'মিন লোকদেরকে বলবে ঃ আমাদের দিকেও একটু দেখ, যেন আমরা তোমাদের আলো থেকে কিছুটা উপকার লাভ করতে পারি। কিন্তু তাদেরকে বলা হবে ঃ পিছনে সরে যাও, অন্য কোথাও থেকে নিজেদের জন্য নূর সন্ধান করে নাও। অতপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীরের আড়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, যাতে একটা দুয়ার থাকবে। সেই দুয়ারের ভিতরে রহমত থাকবে এবং বাইরে থাকবে আযাব।"

❐

www.amarboi.org

জান্নাত

জান্নাতের বর্ণনা

'জান্নাত' শব্দটি আল্লাহ তাআলার ব্যবহৃত একটি শব্দ বা পরিভাষা। জান্নাত বলতে এমন জায়গাকে বুঝায় যা অনুপম সুখ-শান্তি ও ভোগ বিলাসের জায়গা, যার পরিপূর্ণ বর্ণনা দেয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এ জায়গাটি আখিরাতের জগতে আল্লাহ পাক দুনিয়ায় তাঁর অনুগত নির্দেশিত পথে চলার লোকদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন।

হাশরের ময়দানে আদালতের হিসাব-নিকাশ চূড়ান্ত হয়ে যাবার পর যারা তাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে তারা চোখের পলকে পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ জান্নাত মু'মিনদের স্থায়ী নিবাস। এ স্থায়ী নিবাস তথা জান্নাতে তারা হাসি-খুশী, আনন্দ আহলাদে থাকবে।

জান্নাতের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ সূরা আল বাকারার ২৫ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ز قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ز وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ز وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

"এবং হে নবী! যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়, তাদের এ সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে, যেগুলোর নিম্নদেশ থেকে ঝরণাধারা প্রবাহিত থাকবে। এসব বাগীচার ফল বাহ্যত দেখতে পৃথিবীর ফল-সমূহের মতোই হবে। যখনই কোনো ফল তাদের খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলে উঠবে ঃ এ ধরনের ফলই ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমাদেরকে দেয়া হতো। তাদের জন্য তথায় পবিত্রা স্ত্রী হবে এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।"

সূরা আলে ইমরানের ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○

www.amarboi.org

"যারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট বাগ-বাগিচা রয়েছে। যার পাদদেশ থেকে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে, পবিত্রা রমণীগণ তাদের সাথী হবে। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা ধন্য হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর বান্দাদের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখেন।"

সূরা আলে ইমরানের ১৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

"সেই পথে তীব্র গতিতে চলো যা তোমাদের আল্লাহর ক্ষমা এবং আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে। যা সেই আল্লাহভীরু লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।"

সূরা আলে ইমরানের ১৩৬ আয়াতে আছে ঃ

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

"এ ধরনের লোকদের প্রতিফল তাদের আল্লাহর কাছে নির্দিষ্ট রয়েছে। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং এমন বাগানে তাদেরকে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। নেক কাজ যারা করে তাদের জন্য কত সুন্দর প্রতিফলই না রয়েছে।"

সূরা আলে ইমরানের ১৯৮ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

"পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে ভয় করে জীবনযাপন করে তাদের জন্য এমন বাগিচা নির্দিষ্ট রয়েছে যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে ; সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহর নিকট থেকে মেহমানদারীর এটাই সরঞ্জাম তাদেরই জন্য, আর আল্লাহর কাছে যাকিছু আছে নেক লোকদের পক্ষে তাই উত্তম জিনিস।"

www.amarboi.org

সূরা আন নিসার ১৩ আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"যে লোক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে আল্লাহ এমন বাগিচায় দাখিল করাবেন যার নিম্নদেশ থেকে ঝরণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এ বাগিচায় সে চিরদিন বসবাস করবে। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিরাট সাফল্য।"

সূরা আন নিসার ৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ز وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ○

"আর যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে আমরা এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। সেখানে পবিত্রা রমণী পাবে এবং তাদেরকে আমি ঘন ছায়ার আশ্রয় দান করবো।"

সূরা আন নিসার ১২২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

"পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তাদেরকে আমরা এমন বাগিচায় স্থান দান করবো যার তলদেশে ঝরণাধারা প্রবহমান হবে এবং তারা তথায় চিরদিন অবস্থান করবে। বস্তুত এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে ?"

আল্লাহ সূরা আল মায়েদার ১২ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

www.amarboi.org

"তাদেরকে এমনসব বাগিচায় বসবাস করাবো যার তলদেশ থেকে ঝরণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা সত্য-সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।"

সূরা আত তাওবার ২১-২২ আয়াতে বলেছেন ঃ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

"তাদের রব তাদেরকে নিজের রহমত ও সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের সামগ্রী সুবিন্যস্ত রয়েছে।"

সূরা আত তাওবার ৮৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ ع

"আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান রচনা করে রেখেছেন যার তলদেশ থেকে নদ-নদী সতত প্রবহমান। এখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর এটা বস্তুতই বিরাট সাফল্য।"

সূরা ইউনুসের ৯-১০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ج تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ج وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ع

"আর এটা সত্য যে, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করতে মশগুল রয়েছে। তাদেরকে তাদের আল্লাহ তাদের ঈমানের কারণে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে, তাদের তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবহমান হবে। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে এই ঃ পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তাদের দোআ হবে শান্তি বর্ষিত হোক। আর তাদের সকল কথার সমাপ্তি হবে একথা ঃ সমস্ত তা'রীফ-প্রশংসা রব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।"

www.amarboi.org

সূরা আর রা'দের ২৩-২৪ আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

"এমন বাগ-বাগিচা, যা তাদের জন্য চিরদিনের বসবাসের জায়গা হবে। তারা নিজেরাও তাতে প্রবেশ করবে, আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা নেক ও সৎ তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতাগণ চারদিক থেকে তাদের সম্বর্ধনার জন্য আসবে। এবং তাদের বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে, তার দরুন আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছো। কাজেই কতোই না উত্তম পরকালের এ ঘর।"

সূরা আর রা'দের ৩৫ আয়াতে বলেছেন ঃ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ط تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ق وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ۝

"আল্লাহভীরু লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার পরিচয় এই যে, তার তলদেশ থেকে নদ-নদী প্রবাহিত হচ্ছে ! তার ফল ফলাদি চিরন্তনের এবং তার ছায়া অবিনশ্বর। এটা মুত্তাকী লোকদের পরিণাম। আর সত্য অমান্যকারীদের পরিণতি এই যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।"

সূরা আন নাহলের ৩১ আয়াতে বলেছেন ঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ط كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝

"চিরদিন অবস্থানের সব বাগ-বাগিচা, তাতে তারা প্রবেশ করবে। নীচ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত হবে। আর সবকিছু সেখানে ঠিক তাদের মনোবাঞ্ছা অনুযায়ীই সংঘটিত হবে। এ প্রতিফল দেন আল্লাহ মুত্তাকী লোকদেরকে।"

www.amarboi.org

সূরা আল কাহ্‌ফের ৩১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

"তাদের জন্য চির সবুজ চির শ্যামল জান্নাত রয়েছে যার নিম্নদেশ থেকে ঝরণাধারা সদা প্রবহমান থাকবে। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে। সূক্ষ্ম ও গাঢ় রেশমের সবুজ পোশাক তারা পরিধান করবে। এবং উচ্চ মসনদের ওপর তারা ঠেস লাগিয়ে বসবে। আর এটা অতি উত্তম কর্মফল ও উঁচুদরের অবস্থিতির স্থান।"

সূরা মারইয়ামের ৬২ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

"সেখানে তারা কোনো বেহুদা কথা শুনবে না। যাকিছু শুনবে ঠিকই শুনবে। আর তাদের রিযক তারা নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা লাভ করতে থাকবে।"

সূরা আল হজ্জের ১৪ ও ২৩ আয়াতে বলেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদেরকে নিসন্দেহে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার নীচে ঝরণাধারা প্রবহমান থাকবে। আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন।"

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

"যেসব লোক ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে তাদেরকে আল্লাহ এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যে সবের নীচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে যেখানে তাদেরকে সোনার কংকন ও মতির মালা দ্বারা ভূষিত করা হবে। আর তাদের পোশাক হবে রেশমের।"

www.amarboi.org

সূরা আল ফুরকানের ১০ আয়াতে আছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ○

"বরকতওয়ালা তিনি যিনি চাইলে তাদের প্রস্তাবিত জিনিসগুলোর অপেক্ষাও অধিক কল্যাণময় জিনিস তোমাকে দিতে পারেন। অসংখ্য বাগ-বাগিচাও দিতে পারেন, যার নীচে দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়, আর দিতে পারেন, তোমাকে বড় বড় প্রাসাদ।"

সূরা আল ফুরকানের ৭৫ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ○

"সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদের সম্বর্ধনা হবে।"

সূরা আল ফাতিরের ৩৩-৩৫ আয়াতে বলেছেন ঃ

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۭ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝ نِ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ○

"চিরকালীন জান্নাতে—যাতে এরা প্রবেশ করবে সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মণি-মুক্তায় সজ্জিত করা হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। আর তারা বলবে ঃ শোকর সেই আল্লাহর, যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। আমাদের রব নিশ্চিতই ক্ষমাদানকারী এবং গুণগ্রাহী। যিনি আমাদেরকে নিজের অনুগ্রহে চিরন্তন বসবাসের জায়গায় এনে দিয়েছেন। এখন এখানে আমাদের না কোনো কষ্ট হচ্ছে, আর না ক্লান্তি লাগছে।"

সূরা ইয়াসীনের ৫৫-৫৮ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۚ ○ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ ○ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ○ سَلٰمٌ قف قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

www.amarboi.org

"আজ জান্নাতী লোকেরা মজা গ্রহণের কাজে মশগুল হয়ে রয়েছে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ঘন সন্নিবেশিত ছায়ার মধ্যে আসনসমূহের ওপর ঠেস লাগিয়ে রয়েছে। সব রকমের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাদের জন্য সেখানে মওজুদ রয়েছে। তারা যাকিছুই চাইবে, তাই তাদের জন্য রয়েছে। দয়াময় আল্লাহর তরফ থেকে তাদেরকে সালাম বলা হয়েছে।"

সূরা আস সাফফাতের ৪১-৫০ আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

أُولٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ۝ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ۝ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝
عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ
لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝ لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ۝ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ
عِيْنٌ ۝ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ۝ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ ۝

"তাদের জন্য জানা-বুঝা রিয্ক রয়েছে, সর্বপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্যাদি এবং নেয়ামতে ভরা জান্নাত—যাতে তারা সম্মান সহকারে বসবাস করবে। আসনে মুখোমুখি আসীন হবে। শরাবের ঝরণাসমূহ হতে পানপাত্র পূর্ণ করে তাদের মধ্যে ঘুরানো হবে। তা উজ্জ্বল পানীয় পানকারীদের জন্য সুপেয় সুস্বাদু। না তাদের দেহে তার দরুন কোনো ক্ষতি হবে, না তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের নিকট দৃষ্টি সংরক্ষণকারী, সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ হবে। এমন স্বচ্ছ, যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি। পরে তারা পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে।"

সূরা আস সোয়াদের ৫১-৫৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ۝ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ۝ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا
مَا لَهُ مِنْ نَّفَادٍ ۝

"তাতে তারা হেলান দিয়ে আসীন হয়ে থাকবে। প্রচুর ফল ও পানীয় চেয়ে পাঠাবে। আর তাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রী থাকবে। এসব জিনিস এমন যা হিসাবের দিন দান করার জন্য তোমাদের

www.amarboi.org

নিকট ওয়াদা করা যাচ্ছে। এটা আমাদের দেয়া রিয্ক, এটা কখনই ফুরিয়ে যাবে না।"

সূরা আয যুমারের ২০ আয়াতে বলেছেন ঃ

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝

"অবশ্য যারা নিজেদের আল্লাহকে ভয় করে চলে, তাদের জন্য উচ্চ ইমারত রয়েছে মনযিলের পর মনযিল বানানো, যেগুলোর নীচে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ কখনো নিজের করা ওয়াদার খেলাফ কাজ করেন না।"

সূরা আয্ যুখরুফের ৭১ আয়াতে বলেছেন ঃ

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

"তাদের সামনে সোনার থালা ও পানপাত্র আবর্তিত হবে, মন ভুলানো ও চোখের আস্বাদের জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাকবে।"

সূরা আয্ যুখরুফের ৭৩ আয়াতে বলেছেন ঃ

لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

"তোমাদের জন্য এখানে বিপুল ফল-ফলাদি রয়েছে, যা তোমরা খাবে।"

সূরা আদ দুখানের ৫১-৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۝ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝ كَذٰلِكَ ۭ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۝ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

"আল্লাহভীরু লোকেরা নিরাপদ স্থানে হবে, বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, পাতলা রেশমী ও মোটা রেশমী পোশাক পরিহিত, সামনা-সামনি

www.amarboi.org

আসীন। এটাই হবে তাদের জাঁকজমক। আর আমরা সুন্দরী রূপসী ও হরিণ নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী বানিয়ে দিবো। সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ততায় সর্বপ্রকারের স্বাদপূর্ণ জিনিসসমূহ পেতে চাইবে। সেখানে মৃত্যুর স্বাদ তারা কখনই আস্বাদন করবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু তাদের হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।"

সূরা মুহাম্মাদের ১৫ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ج وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَ هُمْ ○

"মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল, তার পরিচয়তো এই যে, তাতে ঝরণাধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানির। ঝরণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন দুধের যা কখনও বিস্বাদ হবে না। ঝরণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন পানীয়ের যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুপেয় হবে। ঝরণাধারা প্রবহমান হবে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মধুর। সেখানে তাদের জন্য সর্বপ্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের আল্লাহর কাছ থেকে থাকবে ক্ষমা। সেই লোকদের মতো হতে পারে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের অন্ত্র পর্যন্ত কেটে দিবে।"

সূরা আত তূরের ১৭-২৭ আয়াতে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ○ فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ج وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○ مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ج وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ ط كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

www.amarboi.org

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ ○ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ○ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○ قَالُوْٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ○ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ○

"মুত্তাকী লোকেরা সেখানে বাগানসমূহে ও নিয়ামত-সম্ভারের মধ্যে অবস্থিত হবে, মজা নিতে ও স্বাদ আস্বাদন করতে থাকবে সেইসব জিনিস থেকে যা তাদের আল্লাহ তাদেরকে দিবেন। আর তাদের আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তাদেরকে বলা হবে খাও ও পান করো স্বাদ ও মজা সহকারে, তোমাদের সেইসব কাজের প্রতিফলরূপে যা তোমরা করেছিলে। তারা সামনাসামনি বসানো আসনসমূহে ঠেস লাগিয়ে বসবে। আর আমরা সুলোচনা হুরদেরকে তাদের সাথে বিবাহ দিবো। যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের কোনো এক মাত্রায় তাদের পদাংক অনুসরণ করেছে, তাদের সেই সন্তানদেরকেও আমরা জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করবো, আর তাদের আমলে কোনো হ্রাস করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে গচ্ছিত রাখা আছে। আমরা তাদেরকে সর্বপ্রকারের ফল ও গোশত—যে জিনিসই তাদের মন চাইবে—খুব বেশী বেশী দিয়ে যেতে থাকবো। তারা পানপাত্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এগিয়ে এগিয়ে গ্রহণ করতে থাকবে। সেখানে কোনোরূপ হল্লা কোলাহল বা চরিত্রহীন হতে পারবে না। আর তাদের সেবাযত্নে সেইসব বালক দৌড়াদৌড়িতে নিযুক্ত থাকবে যারা কেবলমাত্র তাদের জন্যই হবে। এরা এমন সুন্দর সুশ্রী, যেমন লুকিয়ে রাখা মুক্তা। এরা পারস্পরিকভাবে একে অপরের কাছে দুনিয়ায় অতিবাহিত হয়ে যাওয়া অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তারা বলবে যে, আমরা এর পূর্বে নিজেদের ঘরের লোকদের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবনযাপন করছিলাম, শেষে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাদেরকে ঝলসিয়ে দেয়া বাতাসের আযাব হতে রক্ষা করলেন।"

সূরা আল কামারের ৫৪-৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে—

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۝ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

www.amarboi.org

"আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকা লোকেরা নিশ্চিতরূপেই বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহের মধ্যে হবে ; প্রকৃত সম্মান মর্যাদার স্থানে, মহাশক্তির সম্রাটের নিকট।"

সূরা আর রহমানের ৪৬-৫৮ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন—(বেজোড় আয়াত ছাড়া)

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۚ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۚ فِيْهِمَا
مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ۭ
وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَآنٌّ ۚ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

"আর আল্লাহর সামনে পেশ হবার ভয় পোষণ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই দুখানি বাগান রয়েছে। সবুজ সতেজ ডাল-পালায় ভরপুর। দুটি বাগানে দুই ধারা সদা প্রবহমান। উভয় বাগানে প্রত্যেকটি ফলের দুটি রকম হবে। জান্নাতী লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস লাগিয়ে বসে থাকবে যার আস্তরণ মোটা রেশমের তৈরি হবে। আর বাগানের ডালপালা ফলের ভারে ঝুঁকে পড়া থাকবে। এ নিয়ামতের মধ্যে লজ্জাবনত নয়না ললনারাও থাকবে—তাদেরকে এ জান্নাতী লোকদের পূর্বে কোনো মানুষ বা জিন স্পর্শও করেনি। তারা এমনই সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মুক্তা। অতএব তোমরা তোমাদের আল্লাহর কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?"

সূরা আর রাহমানের ৬২-৭৬ আয়াতে বলেছেন (বেজোড় আয়াত ছাড়া)

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۚ مُدْهَامَّتٰنِ ۚ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۚ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ
وَّرُمَّانٌ ۚ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ۚ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ۚ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ
اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۚ

"আর সেই দুটি বাগান ছাড়াও আরও দুটি বাগান হবে। ঘন সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল সতেজ বাগান। দুটি বাগানে দুই ধারা ঝরণার মতো উৎপিক্ষপ্তমান। তাতে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও ডালিম থাকবে। এসব নিয়ামতের মধ্যেই থাকবে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা স্ত্রীগণ। তাঁবুসমূহের মধ্যে সুরক্ষিত হুরগণও হবে। এ জান্নাতী লোকদের পূর্বে কেউ কোনো

www.amarboi.org

মানুষ বা জিন তাদেরকে স্পর্শও করেনি। এ জান্নাতবাসী লোকগণ সবুজ গালিচা এবং সুন্দর ও অমূল্য চাদরের উপর ঠেস লাগিয়ে বসবে।"

সূরা ওয়াকেয়ার ১৫-২৬ আয়াতে বলেছেন—

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۝ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۝ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۝ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۝ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۝ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ۝

"মণিমুক্তা খচিত আসনসমূহের ওপর হেলান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসবে। তাদের মজলিসে চিরকিশোররা বহমান ঝরণার সুরায় ভরা পানপাত্র ও হাতলধারী সুরাপাত্র, হাতলবিহীন সুরা পাত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তা পান করায় তাদের মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক-বুদ্ধিও লোপ পাবে না। আর তারা তাদের সামনে রকমারী সুস্বাদু ফল পেশ করবে। যেন যেটা পসন্দ সেটাই তুলে নিতে পারে। এটা ছাড়া পাখির গোশতও সামনে রাখবে, যেটির গোশত ইচ্ছা হবে নিতে পারবে। আর তাদের জন্য সুনয়না হুরগণও থাকবে। তারা সুশ্রী-সুন্দরী হবে—লুকিয়ে রাখা মুক্তার মতো। এসব কিছুই সেসব আমলের শুভ প্রতিফল স্বরূপ তারা পাবে, যা তারা দুনিয়ার জীবনে করছিলো। সেখানে তারা কোনো বাজে কথা ও পাপের বুলি শুনতে পাবে না। যে কথাবার্তাই হবে, তা ঠিক ঠিক ও যথাযথ কথা হবে।"

সূরা ওয়াকেয়ার ২৮-৩৭ আয়াতে বলেছেন ঃ

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۝ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۝ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۝ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۝ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۝ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۝ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝ اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۝ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۝ عُرُبًا اَتْرَابًا ۝

"তারা কাঁটাহীন কুল বৃক্ষসমূহ, থরে থরে সাজানো কলাসমূহ, বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপী ছায়া, সর্বদা প্রবহমান পানি, শেষহীন অবারিত ও বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাবে এমন ফল, এবং উচ্চ আসন কেন্দ্রসমূহে অবস্থিত

www.amarboi.org

হবে। তাদের স্ত্রীগণকে আমরা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং তাদেরকে কুমারী বানিয়ে দিবো। নিজেদের স্বামীদের প্রতি আসক্ত এবং বয়সে সমকক্ষ।"

সূরা আল হাদীদের ২১ আয়াতে বলেছেন ঃ

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۭ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

"দৌড়াও ও একে অপর থেকে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা করো, তোমাদের আল্লাহর ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিশালতা ও বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায়, যা প্রস্তুত করা হয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা একান্তভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ। এটা তিনি যাকে চান দান করেন। আর আল্লাহই বড়ই অনুগ্রহশীল।"

সূরা আল হাক্কার ২২-২৪ আয়াতে বলেছেন ঃ

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ○ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْۗـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○

"উচ্চতম স্থানের জান্নাতে, যার ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলে থাকবে। স্বাদ নিয়ে নিয়ে খাও, পান করো—তোমাদের সেইসব আমলের বিনিময়ে যা তোমরা অতীত দিনসমূহে করেছো।"

সূরা আদ দাহরের ৫-৬ আয়াতে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

"নেক্‌কার লোকেরা জান্নাতে শরাবের এমনসব পাত্র পান করবে যার সাথে কর্পুর সংমিশ্রণ হবে। এটা একটি প্রবহমান ঝরণা হবে, যার পানির সাথে আল্লাহর বান্দারা শরাব পান করবে এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজেই তার শাখা-প্রশাখা বের করে নিবে।"

www.amarboi.org

সূরা আদ দাহরের ১২-২১ আয়াতে বলেছেন ঃ

وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝

"আর তাদের ধৈর্য-সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। তথায় তারা উচ্চ আসনসমূহে ঠেশ দিয়ে বসবে। তারাদেরকে না সূর্য তাপ জ্বালাতন করবে, না শীতের প্রকোপ। জান্নাতের ছায়া তাদের উপর অবনত হয়ে থাকবে এবং তার ফলসমূহ সর্বদা তাদের আয়ত্তাধীন থাকবে (তারা ইচ্ছামত তা পাড়তে পারবে।) তাদের সামনে রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা আবর্তিত করানো হবে। সেই কাঁচ যা রৌপ্য জাতীয় হবে এবং সেগুলোকে (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মতো ভর্তি করে রাখবে। তাদেরকে তথায় এমন সুরাপাত্র পান করানো হবে যাতে শুঁটের সংমিশ্রণ থাকবে। এটা হবে জান্নাতের একটি নির্ঝরণী, একে 'সালসাবীল' বলা হয়। তাদের সেবাকাজে এমন সব বালক ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে, এরা যেন মুক্তা—ছড়িয়ে দেয়া। তথায় যেদিকেই তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, শুধু নিয়ামত আর নিয়ামত এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তুমি দেখতে পাবে। তাদের উপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোশাক, কিংখাব ও মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ পবিত্র পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন।"

সূরা আল মুরসালাতের ৪১-৪২ আয়াতে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ۝ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ۝

www.amarboi.org

"মুত্তাকী লোকেরা আজ ছায়া ও প্রস্রবনে অবস্থান করছে। তারা যে ফলই চাইবে তাই তাদের সামনে উপস্থিত।"

সূরা আন নাবার ৩২-৩৫ আয়াতে বলেছেন ঃ

حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۝ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۝ لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۝

"বাগ-বাগিচা, আঙুর, ও নবোদ্ভিন্ন সমবয়স্কা মেয়েরা, এবং উচ্ছ্বসিত পানপাত্র। সেখানে তারা কোনোরূপ অপ্রয়োজনীয়, তাৎপর্যহীন ও মিথ্যা কথা শুনবে না।

সূরা আল মুতাফ্ফিফিনের ২২-২৮ আয়াতে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۭ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

"নিসন্দেহে নেক লোকেরা অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে হবে। উচ্চ আসনের ওপর আসীন হয়ে দৃশ্যাবলী দর্শন করতে থাকবে। তাদের মুখাবয়বে তোমরা স্বাচ্ছন্দের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করবে। তাদেরকে উত্তম-উৎকৃষ্ট মুখবন্ধ শরাব পান করানো হবে। তার ওপর মিশ্‌ক এর সিল লাগানো থাকবে। যেসব লোক অন্যান্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এ জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেষ্টা করে। সেই শরাবে তাসনীম মিশ্রিত হবে। এটা একটি ঝর্ণা, তার পানির সাথে নিকটবর্তী লোকেরা শরাব পান করবে।"

সূরা আল গাশিয়া ১০-১৬ আয়াতে বলেছেন ঃ

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝

"উন্নত উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে। কোনো বাজে কথা সেখানে শুনবে না। তথায় ঝরণাধারা প্রবহমান হবে ; তাতে উচ্চ

www.amarboi.org

আসনসমূহ থাকবে ; পানপাত্রসমূহ সুসজ্জিত হবে ; ঠেশ বালিশসমূহ সারিবদ্ধ থাকবে এবং মূল্যবান সুকোমল শয্যা বিছানো থাকবে।"

আট শ্রেণীর জান্নাত

নেক আমলের পার্থক্যে মু'মিনের মর্যাদার যে পার্থক্য হবে সেই হিসাবে জান্নাতেরও স্তর বিন্যাস হবে। সেই স্তর হিসাবে জান্নাতের নাম নিম্নরূপ ঃ

(১) জান্নাতুল ফিরদাউস (২) জান্নাতুন নায়ীম (৩) জান্নাতুল মাওয়া (৪) জান্নাতুল আদন (৫) জান্নাতু দারুস সালাম (৬) জান্নাতু দারুল খুলদ (৭) জান্নাতু দারুল মাকাম (৮) জান্নাতুল ইল্লিয়্যূন।

www.amarboi.org

জাহান্নাম

কিয়ামত সংঘটিত হবার পর হাশরের ময়দানে বিভিন্ন অবস্থায় মানুষ উপস্থিত হবে। মীযান বা দাঁড়িপাল্লা বানিয়ে নেক ও পাপের হিসাব ঠিক হবার পর আমলনামা যারা বাম হাতে বা পেছন থেকে পাবে তারা চূড়ান্ত ফায়সালায় জাহান্নামে রওয়ানা হবে। পুলসিরাত পার হয়ে যারা জান্নাতে যেতে পারবে না তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এটাই তাদের স্থায়ী নিবাস। এ নিবাস তথা জাহান্নামের ভয়াবহ দুর্ভাগ্যের জীবন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে যে ছবি এঁকেছেন তা কুরআনের ভাষায়ই শুনুন ঃ

সূরা আল হাক্কার ২৫-৩৭ আয়াতে আল্লাহ এর ছবি এভাবে এঁকেছেন ঃ

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۚ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۚ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۚ مَا اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ۚ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ۚ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۙ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۙ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۙ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۙ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۙ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۙ لَّا يَاْكُلُهٗ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۚ

"আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলে উঠবে হায়! আমার আমলনামা আমাকে যদি দেয়া না হতো। আর আমার হিসাব কি তা যদি আমি না-ই জানতাম ! হায়, আমার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো ! আজ আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজে আসলো না। আমার সব ক্ষমতা আধিপত্য প্রভুত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন নির্দেশ দেয়া হবে ঃ ধরো লোকটিকে, তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও, অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। এরপর তাকে সত্তর হাতের দীর্ঘ শিকলে বেঁধে দাও। সে লোকটি না মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছে, আর না সে মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর উৎসাহ দান করতো। এ কারণে আজ এখানে তার সহানুভূতিশীল সহমর্মী বন্ধু কেউ নেই। আর না আছে ক্ষত-নিঃসৃত রস ছাড়া তার কোনো খাদ্য— নিতান্ত অপরাধী লোক ছাড়া যা আর কেউই খায় না।"

www.amarboi.org

সূরা ইবরাহীমের ২১ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন এভাবে ঃ

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ○

"আর এ লোকেরা যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহর সামনে উন্মোচিত হবে, তখন এদের মধ্যে যারা পৃথিবীতে দুর্বল ছিল তারা যারা বড়লোক বনেছিল তাদেরকে বলবে ঃ দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাবার জন্যও কিছু করতে পারো ? তারা জবাব দিলো ঃ আল্লাহ যদি আমাদেরকেই মুক্তির কোনো পথ দেখাতেন তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরও দেখাতাম। এখন আহাজারী করি কি ধৈর্য অবলম্বন করি উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের রক্ষা ও মুক্তি লাভের কোনো উপায়ই নেই।"

সূরা ইবরাহীমের ২২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"আর হাশরের দিনের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবার পর শয়তান বলবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যেসব ওয়াদা করেছিলেন তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম তার মধ্যে কোনো একটিও পালন করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিল না। আমি এটা ছাড়া আর তো কিছু করিনি—শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। এখন আমাকে দোষ দিও না—তিরস্কার করো না, নিজেকেই নিজে তিরস্কৃত করো। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার

www.amarboi.org

ফরিয়াদ শুনতে পারো। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এরূপ যালেমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।"

সূরা আল হুমাযাহ ৬-৯ আয়াতে ঃ

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ۝ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

"আল্লাহর আগুন, প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছবে। তা তাদের ওপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় যে, তারা উঁচু উঁচু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত হবে।"

সেখানে মৃত্যুর মৃত্যু হবে

পরকালীন জীবনের আর শেষ নেই। মৃত্যু নেই। মৃত্যুরই মৃত্যু হয়ে যাবে। সেখানে মৃত্যু আর কাউকে স্পর্শ করবে না। জাহান্নামীদের দুর্ভোগ ও কঠিন শাস্তির কারণে তারা দুর্বিসহ আযাব আর আযাবই ভোগ করতে থাকবে। জাহান্নামীরা নড়েচড়ে যেনো হালকাভাব অনুভব করতে না পারে, এজন্য তাদেরকে আগুনের লম্বা খুটিতে বেঁধে দেয়া হবে।

সূরা ত্বা-হার ৭৪ আয়াতে এ ছবিই আঁকা হয়েছে এভাবে ঃ

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ط لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝

"প্রকৃত কথা এই যে, যে লোক অপরাধী হয়ে নিজের আল্লাহর সামনে হাযির হবে তার জন্য জাহান্নাম, যেখানে সে না জীবিত থাকবে না মরবে।"

সূরা ইবরাহীমের ১৭ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ط

"চার দিক থেকে তাকে মৃত্যু যন্ত্রণা বেষ্টন করে নেবে। কিন্তু মৃত্যু ঘটবে না।"

রুক্ষ স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে

জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে নিয়োজিত থাকবে রুক্ষ স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের ফেরেশতাগণ।

www.amarboi.org

সূরা তাহরীমের ৬ আয়াতে এর ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ
اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

"তার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যেখানে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করে না। যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।"

সূরা আল বাকারার ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

"তবে সেই আগুনকে তোমরা ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা সত্যদ্রোহী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট ও প্রস্তুত করা হয়েছে।"

জাহান্নামের আগুন নিভবে না

জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামের আগুন কখনো নিভে যাবে না। সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৭ আয়াতে একথাটি এভাবে বলা হয়েছে ঃ

مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ○

"তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই আগুন নিভে যাবার উপক্রম হবে তখনই আমি তাদের সে আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে দেবো।"

জাহান্নামীরা দলে দলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে

জাহান্নামে জাহান্নামীরা দলে দলে প্রবেশ করবে। তাদের এ দলে দলে জাহান্নামে প্রবেশ করার চিত্র আল্লাহ সূরা আয যুমারের ৭১ আয়াতে এভাবে এঁকেছেন ঃ

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ
مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا
بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

"তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দুয়ারগুলো খোলা হবে এবং তার কর্মচারীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে এমন রাসূল কি এসেছিল না। যারা তোমাদেরকে তোমাদের

www.amarboi.org

রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছে এবং তোমাদেরকে একথা বলে ভয়প্রদর্শন করেছে যে, এ দিনটি একদিন তোমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে ? তারা জবাবে বলবে ঃ হ্যাঁ এসেছিলো ! কিন্তু আযাব হওয়ার ফায়সালা কাফেরদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে।"

সূরা আল বাকারার ২০৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ط وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

"অতএব জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। আর তা নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়।"

জাহান্নাম রাগে ফেটে পড়বে

জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর জাহান্নামের আগুন রাগে ফেটে পড়বে। একথাটিই আল্লাহ সূরা আল মুলকের ৭-৮ আয়াতে এভাবে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ○ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط

"জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা এর উৎক্ষিপ্ততার গর্জন শুনতে পাবে। রাগে ক্রোধে যেনো জাহান্নাম ফেটে পড়ার উপক্রম।"

চামড়া ঝলসে যাবে

জাহান্নামে আগুনের তাপে জাহান্নামীদের গায়ের চামড়া পুড়ে ঝলসে যাবে। সূরা আল মাআরিজের ১৫-১৬ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّهَا لَظٰى ○ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ○

"নিসন্দেহে তা প্রজ্জ্বলিত আগুন। যা চামড়াকে ঝলসে দেবে।"

সূরা আন নিসার ৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط

"নিসন্দেহে আমরা তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবো। যখন তাদের চামড়া গলে যাবে তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দিবো, যেন তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।"

www.amarboi.org

ফুটন্ত পানি খেতে দেয়া হবে

জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে ফুটন্ত পানি খেতে দেয়া হবে। এ পানি পেটের নাড়ীভুড়িকে গলিয়ে দেবে।

সূরা মুহাম্মাদের ১৫ আয়াতে আল্লাহ এ ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَ هُمْ۔

"তাদেরকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের নাড়ীভুড়িকে গলিয়ে দেবে।"

সূরা আল আনআমের ৭০ আয়াতে আছে ঃ

لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করার জন্য ও পীড়নকারী আযাব ভোগ করার জন্য দেয়া হবে।"

সূরা আল ওয়াকেআর ৫২-৫৩ আয়াতে আছে ঃ

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ○ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ○

"তোমরা যাক্কুম বৃক্ষের খাদ্য অবশ্যই খাবে। তার দ্বারাই তোমরা পেট ভর্তি করবে।"

মুখাবয়ব দগ্ধীভূত হয়ে যাবে

জাহান্নামীদের মুখাবয়ব দগ্ধীভূত হয়ে যাবে। সূরা আল কাহ্‌ফের ২৯ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط بِئْسَ الشَّرَابُ ط وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ○

"তারা যদি পানি চায় তাহলে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে যা তেলের তেলচিটের মতো হবে এবং তাদের মুখাবয়ব ভাজা ভাজা করে দিবে ! এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পানি, আর অতিশয় খারাপ আশ্রয়স্থল।"

পুঁজ মিশানো পানীয় গলায় আটকে যাবে

জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে পুঁজ মিশানো পানি খেতে দেয়া হবে। আল্লাহ সূরা ইবরাহীমের ১৬-১৭ আয়াতে বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۝ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ ۝

"তাদেরকে পুঁজ মিশানো পানি পান করতে দেয়া হবে। সে তা কষ্ট করে গলধঃকরণ করতে চেষ্টা করবে। আর খুব কমই গলধঃকরণ করতে পারবে।"

কাঁটাযুক্ত ঘাস তাদের খাবার হবে

জাহান্নামবাসীদের খাবার হবে কাঁটাযুক্ত ঘাস। সূরা আল গাশিয়ায় ৬-৭ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝

"খাবার হিসাবে তারা কাঁটাওয়ালা শুষ্ক ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ ঘাস শরীরের পুষ্টি সাধন করাতো দূরের কথা ক্ষুধাও নিবারণ করতে পারবে না।।"

জাহান্নামে আগুনের পোশাক হবে

জাহান্নামের বাসিন্দাদের পোশাক হবে আগুনের।

সূরা আল হজ্জের ১৯-২০ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝

"তাদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কেটে তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে। যার ফলে তাদের চামড়াই শুধু নয় পেটের মধ্যেকার সবকিছুও গলে যাবে।"

তাদের গলায় কণ্ঠবেড়ী থাকবে

জাহান্নামীদের গলায় কণ্ঠবেড়ী বা শিকল পরানো থাকবে। এ শিকল ধরে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। সূরা আল মু'মিনের ৭১-৭২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ ۝ فِى الْحَمِيْمِ ز ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۝

www.amarboi.org

"যখন তাদের গলায় শৃংখল পড়বে এবং তাতে ধরে তাদেরকে টগবগ করে ফুটতে থাকা গরম পানির দিকে টানা হবে এবং পরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।"

সুতরাং জাহান্নাম হলো বিভিন্ন ধরনের দলন, পীড়ন ও অসহায় যাতনা-বেদনার বেদনা বিধুর করুণ স্থান।

জাহান্নামীরা আফসোস করবে

ফেরেশতাগণ জাহান্নামীদেরকে যখন এক হাতে চুলের মুঠি ও অন্য হাতে পা ধরে উঠিয়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাবে। জাহান্নামের দারোয়ানগণ জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সুসংবাদ দানকারী আসেনি ? জবাবে কাফিররা বলবে, হ্যাঁ এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছি। তাদের মিথ্যা মনে করেছি। এ সময় তারা আফসোস করবে আর বলবে। সূরা মুলকের ১০ আয়াতে এ বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ○

"হায়! আমরা যদি শুনতাম ও অনুধাবন করতাম তাহলে আমরা আজ এ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না।"

সূরা আল আনআমের ২৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ○

"হায়! সেই সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান না করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতাম!"

জাহান্নামীরা দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে

সূরা আল মু'মিনের ১১ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ○

www.amarboi.org

"তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! তুমি নিশ্চয়ই আমাদেরকে দুবার মৃত্যু ও দুবার জীবনদান করেছো। এখন আমরা আমাদের অপরাধ-সমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি। এখন এখান থেকে বের হওয়ার কোনো পথ আছে কি ?"

জবাবে সূরা আল ফাতিরের ৩৭ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ج رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ط فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ○

"সেখানে তারা চীৎকার করে বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নাও—যেন আমরা নেক আমল করি, সে আমল থেকে ভিন্নতর যেমন পূর্বে করছিলাম। (তাদেরকে জবাব দেয়া হবে) আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কেউ শিক্ষাগ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারতো ? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিল। এখন স্বাদ গ্রহণ করো। এখানে যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"

সবকিছু বিনিময় করেও তারা বাঁচতে চাইবে

স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সহ দুনিয়ার সবকিছুর বিনিময় দিয়ে হলেও সেদিন জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাইবে। কিন্তু তা হবে না। সূরা আল মাআরিজের ১১-১৪ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে ঃ

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ۝ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُئْوِيْهِ ۝ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝

"অপরাধী লোক চাইবে, সেদিনের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই, তাকে আশ্রয়দানকারী নিকটবর্তী পরিবারকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোককে বিনিময়ে দিয়ে দিতে, যেন এ উপায়টি তাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে।"

সূরা আল মু'মিনূনের ১০১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ○

www.amarboi.org

"তখন তাদের মধ্যে আর কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না। এমন কি পরস্পর দেখা হলেও কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না।"

একদল আর একদলকে দোষারোপ করবে

জাহান্নামের লোকেরা তাদের দুর্গতির জন্য একদল আরেক দলকে দোষ দেবে। বলবে, তোমাদের জন্য আজ আমাদের এ দুর্গতি। সূরা আল আ'রাফের ৩৮ আয়াতে এ ছবি এঁকেছেন এভাবে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ط قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○

"প্রত্যেকটি লোক যখন জাহান্নামে দাখিল হবে তখন নিজেদের পূর্বগামী লোকদের উপর লানত করতে করতে প্রবেশ করবে। এভাবে সব লোকই যখন তথায় একত্রিত হবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল তার পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রব! এ লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও। উত্তরে বলা হবে, প্রত্যেকেরই জন্য দ্বিগুণ আযাব রয়েছে ; কিন্তু তোমরা জান না।"

এ আয়াতের শেষাংশে প্রত্যেকের জন্য দুইগুণ আযাবের উল্লেখ আছে। এর তাৎপর্য হলো, ভুল পথে চলার অপরাধীরা নিজে তো অপরাধ করেই। আবার অন্যদেরকেও এ পথে চলার জন্য উৎসাহিত করে। প্রত্যেকটি অপরাধের কাজই দৃশ্যতঃ চাকচিক্যময় ও লাভজনক। তাই লোকজন সেই দিকে চলে যায়। তাদেরকে দেখে পরের লোকগুলোও অপরাধী হয়ে উঠে। অপরাধের প্রসার ধারাবাহিকভাবে এরূপ চলতে থাকে। পরের লোকেরা আগের লোকজনকে অনুকরণ করে চলতে থাকে। প্রত্যেক দলকেই তাই আল্লাহ দুইগুণ শাস্তি দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তারা যেমন একদিকে আগের দলের অনুগামী অনুসারী তদ্রূপ তারা পরের লোকদের পূর্বসূরী।

সূরা আল বাকারার ২৫৭ আয়াতে তাদের এ পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا

www.amarboi.org

اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

"যারা ঈমানদার, তাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ ; তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী অবলম্বন করে, তাদের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে 'তাগূত' ; তা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামে যাবার লোক, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"

অনুসারীরা অগ্রগামীদের শাস্তি দাবী করবে

যাদের কথা শুনে জাহান্নামীদের এ দুরবস্থা দুর্গতি। তাদের বিরুদ্ধে তারা আল্লাহ্‌র কাছে নালিশ করবে।

সূরা আল আহ্‌যাবের ৬৭-৬৮ আয়াতে একথা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاۗءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ○ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ○

"আর বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদার ও নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছি, আর তারা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ থেকে গোমরাহ করে রেখেছে। হে রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের ওপর শক্ত অভিশাপ বর্ষণ করো।"

সূরা হা-মীম আস সাজদাহর ২৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিন সে জ্বিন ও মানুষগুলোকে, যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিলো। আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় রেখে নিষ্পেষিত করবো, যেন এরা ভালোমতো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।"

সূরা আল বাকারার ১৬৬-১৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ

www.amarboi.org

الْاَسْبَابُ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ۗ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ○

"আল্লাহ যখন শাস্তি দিবেন তখন এরূপ অবস্থা দেখা দিবে যে, দুনিয়াতে যেসব নেতা ও প্রধান ব্যক্তির অনুসরণ করা হতো তারা নিজ নিজ অনুসরণকারীদের সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের সকল উপায়-উপাদানের সম্পর্ক ও কার্যকারণ ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। আর দুনিয়ায় যারা তাদের অনুসরণ করতো তারা বলবে ঃ হায়! আমাদেরকে আবার যদি সুযোগ দেয়া হতো, তাহলে আজ এরা যেমন আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের দায়িত্বহীন থাকার কথা প্রকাশ করছে আমরাও তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেখিয়ে দিতাম। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সকল কাজ—যাকিছু তারা দুনিয়াতে করছে—তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থিত করবেন যে, তারা শুধু লজ্জিত হবে ও দুঃখ প্রকাশ করবে। কিন্তু জাহান্নামের গর্ভ থেকে বের হবার কোনো পথই তারা খুঁজে পাবে না।"

জাহান্নামীদের লক্ষ করে শয়তান যা বলবে

দুনিয়ায় শয়তানসহ যারা জাহান্নামীদেরকে বিপথে চালিয়েছে তাদের ওপর সব দোষ চাপিয়ে তারা আজ বিপদের দিনে আল্লাহর করুণা চাইবে। কিন্তু শয়তান নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা চালাবে। সূরা ইবরাহীমের ২২ আয়াতে আছে ঃ

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۗ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۗ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۗ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۗ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

www.amarboi.org

"আর হাশরের দিনের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবার পর শয়তান বলবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ যেসব ওয়াদা করেছিলেন তা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম তার মধ্যে কোনো একটিও পালন করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিল না। আমি এটা ছাড়া আর তো কিছু করিনি—শুধু এটাই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। এখন আমাকে দোষ দিও না—তিরস্কার করো না, নিজেকেই নিজে তিরস্কৃত করো। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পারো। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এরূপ যালেমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।"

সেদিন সবর করা, না করা সমান

সেদিন কারো পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না।

সূরা আত তূরের ১৩-১৬ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۝ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

"যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, এটা সেই আগুন যাকে তোমরা অসত্য ও ভিত্তিহীন মনে করছিলে। এখন বলো এটা কি যাদু, নাকি তোমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকুও নেই ? এখন যাও তার ভিতরে ভস্ম হতে থাকো, তোমরা তা সহ্য করতে পারো, আর না পারো, তোমাদের জন্য সবই সমান। তোমাদেরকে সেই রকম প্রতিফল-ই দেয়া হচ্ছে যেমন তোমরা আমল করছিলে !"

সূরা আল হাদীদের ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۭ هِىَ مَوْلٰىكُمْ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

"কাজেই আজ না তোমাদের নিকট থেকে কোনো বিনিময় কবুল করা হবে, আর না সেই লোকদের থেকে যারা প্রকাশ্যভাবে কুফরী করেছিল।

www.amarboi.org

তোমাদের ঠিকানা, চূড়ান্ত আশ্রয় জাহান্নাম। সেই জাহান্নামই তোমাদের খবরাখবর গ্রহণকারী এবং অতিশয় নিকৃষ্ট পরিণতি।"

প্রকৃত ব্যাপার হলো, সেদিন আর কিছু করার থাকবে না। যা করার ছিলো তা দুনিয়ায় ছিলো। দুনিয়ার জীবন পার হয়ে গেলে আখিরাতের জীবনে পা দিলে আর নিজ ইখতিয়ারের কিছু থাকবে না। সাহায্যকারীও পাবে না। দুনিয়ার জীবনের অপরাধের জন্য যা শাস্তি নির্দিষ্ট আছে, তা ভোগ করতেই হবে।

জাহান্নামের রক্ষীদের কাছে আবেদন

জাহান্নামের লোকেরা কঠিন শাস্তি ভোগ করতে করতে অতিষ্ট হয়ে জাহান্নামের রক্ষীদেরকে অনুনয় বিনয় করবে । তাদের এ অনুনয়ের কথা আল্লাহ সূরা আল মু'মিনের ৪৯ আয়াতে এভাবে বলে দিয়েছেন ঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○

"তোমাদের আল্লাহর কাছে দোয়া করো, তিনি যেন আমাদের এ আযাব মাত্র একটি দিন হ্রাস করে দেন।"

প্রতি উত্তরে রক্ষী দল বলবে ঃ

فَادْعُوْا ج وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

"তোমরা অনুনয় বিনয় করতে পারো। কিন্তু কাফেরদের জন্য সবই আজ বিফল।"–সূরা মুমিন ঃ ৫০

এরপর জাহান্নামবাসীরা অনুরোধ করবে ঃ

يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

"হে মালিক! তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে ফরিয়াদ করো। তিনি যেনো আমাদের মৃত্যু দিয়ে দেন।"–সূরা যুখরুফ ঃ ৭৭

রক্ষী ফেরেশতা বলবে ঃ

اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ .....

"তোমাদেরকে এখানেই সবসময় থাকতে হবে। অর্থাৎ তোমাদের আর মৃত্যু নেই।"–সূরা যুখরুফ ঃ ৭৭

জাহান্নামবাসীর শেষ আরাধনা

জাহান্নামের রক্ষীদের কাছে অনুনয় বিনয় করে কিছু না পেয়ে তারা সরাসরি পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাবে।

www.amarboi.org

সূরা মু'মিনূনের ১০৬ আয়াতে আছে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ○

"তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছিল। আমরা বাস্তবিকই গোমরাহ লোক ছিলাম।"

এদের এ ফরিয়াদ শোনা হবে না। এ ফরিয়াদের জবাবে বরং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর তারা সেখানে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে।

জাহান্নামের প্রকারভেদ

পাপীর পাপের মাত্রা অনুসারে জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তির জায়গায় জাহান্নমীদেরকে রাখা হবে। জাহান্নামের এ স্তরবিন্যাস সাত প্রকার। সূরা আল হিজরের ৪৪ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ط لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ○

"জাহান্নামের সাতটি স্তর আছে। প্রত্যেকটি স্তর ভিন্ন ভিন্ন দলের জন্য ভাগ করা আছে।"

এ স্তরগুলো সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(১) হাবিয়া (২) জাহীম (৩) সাকার (৪) লাযা (৫) সাঈর (৬) হুতামাহ (৭) জাহান্নাম।

কাফির, মুশরিক, ব্যভিচারী, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি ধরনের পাপীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের শাস্তি রয়েছে। পাপ অনুযায়ী শাস্তি হবে জাহান্নামে আযাবের মাত্রা।

জান্নাতীদেরকে জাহান্নাম ও জাহান্নামীদেরকে জান্নাত দেখানো হবে

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে যাবার আগে বদ আমল করলে জাহান্নামে তার যে স্থান হতো তা তাকে দেখানো হবে। জাহান্নামের অবস্থা দেখে সে এর থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করবে।

আর জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আগে জাহান্নামীদেরকে জান্নাত দেখানো হবে। নেক আমল করলে জান্নাতে তার যে স্থান হতো তা তাকে দেখানো হবে। এতে সে খুব দুঃখিত ও অনুতপ্ত হবে।

আরাফ

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের একটি জায়গার নাম আ'রাফ। হাশরের ময়দানের হিসাব নিকাশের পর যেসব মানুষের আমলনামা নেক, বদ সমান

www.amarboi.org

হবে তারা তখনও জান্নাত বা জাহান্নামে যেতে পারবে না। জান্নাত জাহান্নামের মাঝখানের অস্থায়ীভাবে এ আ'রাফ নামক জায়গায় থাকবে। আ'রাফগামীরা সেথায় থেকে জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদেরকে দেখতে পাবে। তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে। পরে অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাতে যাবার অনুমতি দেবেন।

যাদের কাছে আল্লাহর দীন গ্রহণের দাওয়াত দিতে কোনো নবী বা রাসূল পৌঁছেননি, যারা দুনিয়ায় পাগল ছিলো, তারাও আ'রাফে থাকবে। 'আ'রাফ' সম্পর্কে আল্লাহ সূরা আল আ'রাফে বলেছেন ঃ

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ج وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلاًّ بِسِيْمٰهُمْ ج وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ قف لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ○ وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ لا قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الظّٰلِمِيْنَ○ وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالاً يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ○

"এ উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝখানে একটি পার্থক্যকারী পর্দা হবে, তার উচ্চ পর্যায়ে থাকবে অপর কিছু লোক। এরা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। জান্নাতবাসীদের ডেকে এরা বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এরা জান্নাতে প্রবেশ নেই বটে, কিন্তু তারা তার জন্য আকাঙ্ক্ষী। এরা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা তার জন্য আকাঙ্ক্ষী। পরে জাহান্নামের প্রতি যখন তাদের চোখ পড়বে, তখন বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ যালেম লোকদের মধ্যে শামিল করো না। অতপর এ আ'রাফের লোকেরা জাহান্নামের কয়েকজন বড় বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে নিয়ে ডেকে বলবে ঃ দেখলে তো, আজ না তোমাদের বাহিনী কোনো কাজে আসলো, আর না সেসব সাজ-সরঞ্জাম যাকে তোমরা খুব বড় বলে মনে করছিলে।"

–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৪৬-৪৮

আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের বাগানে প্রবেশ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

এ লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

- পরশ মণি
- শিকল পরা দিনগুলো
- ইসলামে হালাল হারাম
- অভিশপ্ত ইহুদী জাতির বেঈমানির ইতিহাস
- একমন দুইরূপ

অনুবাদ

- মিশকাতুল মাসাবীহ (১-৯ খণ্ড)
- রাহে আমল (১-৩ খণ্ড)
- ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য
- ইবাদাতের মর্মকথা
- মুরতাদের শাস্তি
- আবু বকর
- কিয়ামুল লাইল
- ভূমির মালিকানা বিধান

R 2003